ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

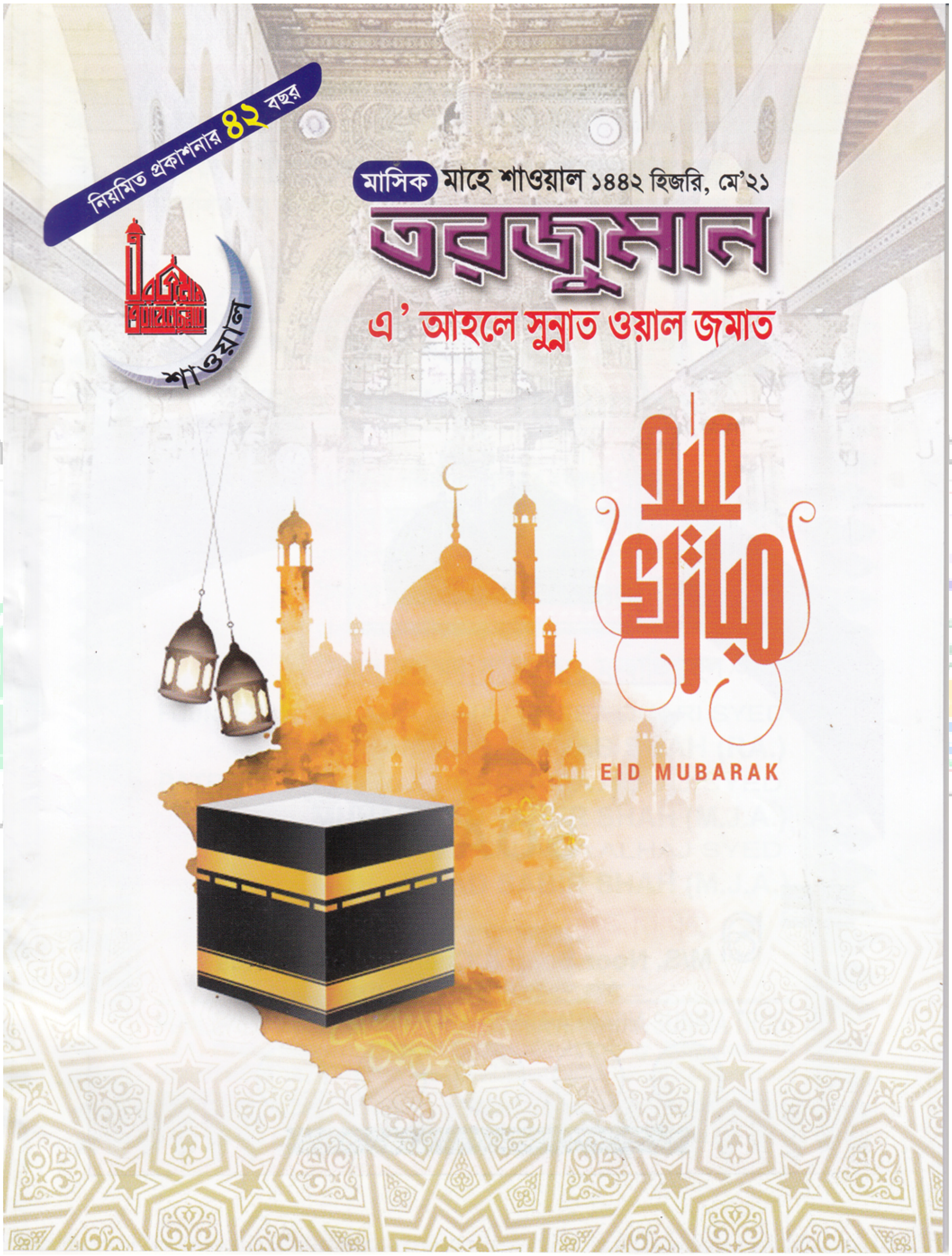

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

www.anjumantrust.org
anjumantrust@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ১০ম সংখ্যা
শাওয়াল : ১৪৪২ হিজরি
মে ২০২১, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আনজুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১০

শানে রিসালত ১২
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

দারিদ্র দুরিকরণে ইসলামী নির্দেশনা
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

করোনাকালিন ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গঃ মানবতাবোধ ১৯
মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক

নবী মোস্তফার শিক্ষার আলোকে সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন, শিক্ষা ও প্রতিপালন ২১
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

শরীয়তের দৃষ্টিতে হীলাহ্-ই ইসক্বাত্ব ২৬
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত: শহীদ আল্লামা সৈয়দ কেফায়ত আলী কাফী (রহ.) ৩০
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল নোমান

মে দিবসের ভাবনা ও ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ৪২
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

প্রশ্নোত্তর ৪৫

ফীহি মা ফীহি ৫৩
মূল: মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি
অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

মহিলা বিভাগ: মহিলা সাহাবীদের নবীপ্রেম ৫৭
মুহাম্মদ রিদ্ওয়ান

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬১

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

পবিত্র শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদ-উল-ফিতর। সর্বস্তরের মুসলিম জনতা এ দিনে উৎফুল্ল হন, পরস্পর কোলাকুলি করেন, সালাম আদান প্রদান করেন, মোসাফাহা করেন, পাড়া প্রতিবেশি আত্মীয় স্বজনদের আতিথেয়তায় আনন্দিত হন। শিশু-কিশোররা দলবেঁধে ছুটোছুটি করে আনন্দ প্রকাশ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবার কোভিড-১৯ করোনার মহামারির ভয়াবহতা এ রকম কিছু করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে মসজিদেই ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক মুসল্লীদের জন্য জায়গায় সংকুলান হবে কিনা, তা নিয়ে সবাই চিন্তিত। এক মাস সিয়াম সাধনায় ব্যস্ত রোজাদারদের এদিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও ক্ষমা প্রাপ্তির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে। 'তাকওয়া' অর্জনকারীরাই সফলকাম। কেননা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা 'তাকওয়া' (পরহেযগারি) অর্জন করতে পার।" রোযাদার সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সংযম ও আত্মশুদ্ধির অনুশীলনে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করে, কতটুকু তাকওয়া অর্জন করেছেন। সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, গীবত করা, প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সিয়াম সাধনা করেছেন কিনা এটাই আল্লাহর নিকট বিচার্য বিষয়। হালালের উপর কায়েম থাকতে পারলেই 'তাকওয়া' অর্জন সম্ভব। প্রিয়নবী ফরমান, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ি আমল করা থেকে নিজেকে নিরস্ত রাখতে পারে না তার রোযা রাখার প্রয়োজন নেই।" ঈদের দিন আমাদের একথা চিন্তা করা খুবই জরুরী। অথচ আমরা মাতামাতিতে মশগুল হয়ে যাই। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব আমীরুল্ মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) (বিশ্বের অর্ধেক এলাকার শাসনকর্তা) ঈদ নামাজান্তে ঘরে ফিরে একেবারে কান্না করছেন দেখে সাহাবীরা আরয করলেন, সকলেই খুশী উদযাপন করছেন, হে আমিরুল্ল মুমিনীন! আপনি কেন নিভৃতে কান্না করছেন? হযরত ওমর (রা.) উত্তরে বললেন, তাঁর (রা.) রোযা, তারাবীহ্, ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা জানেন না, তাই তিনি কাঁধছেন।" সোবহানাল্লাহ্! এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয় কি।'

হিজরি বর্ষের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতময় রাত্রির মধ্যে শাওয়ালের প্রথম রাত (ঈদ রাত) অন্যতম। এ রাতে ইবাদত বন্দেগী করা, গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়া রমাদ্বানের সিয়াম সাধনা কবুল হবার জন্য আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নিকট দোয়া প্রার্থনা করাই হবে মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম কাজ।

শাওয়াল মাসে ৬টি নফল রোযা রাখার নিয়ম রয়েছে। ফজিলতপূর্ণ এ রোযাগুলো রাখার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। মাহে রমাদ্বান'র সময় সংযম ও আত্মশুদ্ধির যে অনুশীলন করেছি তা সারা বছর যেন অব্যাহত রাখতে পারি তজ্জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাই।

তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সকলকে সুস্থ ও শান্তিতে রাখুন। আমিন। মাস্কপরুন, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখুন, নিজে বাঁচুন, বাঁচতে দিন। হে আল্লাহ্ আমাদের হেদায়েত করুন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দরসে ক্বোরআন

মু'মিন ব্যতিত অন্য ধর্মাবলম্বীকে বন্ধু বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা হারাম

অধ্যক্ষ হাফেজ আবদুল আলিম রিজভি

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۝ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۝

অনুবাদ: আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা তারই পুনরাবৃত্তি করে, যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এবং পরস্পরের মধ্যে পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরূদ্ধাচরণের ব্যাপারে কানাঘুষা করে। আর যখন তারা আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন এমন বাক্য দ্বারা আপনাকে অভিবাদন জানায়, যেমন শব্দ আল্লাহ্ আপনার সম্মানের ক্ষেত্রে বলেননি। আর তারা মনে মনে বলে আমাদেরকে আল্লাহ্ কোন শাস্তি প্রদান করবেন না আমাদের এ কথা বলার উপর। জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং কতই মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন পরস্পর কানাকানি কর তখন পাপাচার সীমালংঘন এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের বিষয়ে কানাকানি করো না। বরং সৎকর্ম ও খোদাভীরুতার ব্যাপারে কানাকানি করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যার নিকট তোমরা একত্রিত হবে। এই কানাঘুষা তো শয়তানেরই নিকট থেকে, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। এবং তারা তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিত। এবং আল্লাহ্রই উপর মু'মিনগণের ভরসা করা উচিত। [সূরা আল-মুজাদালাহ: আয়াত- ৮, ৯, ১০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল: উদ্ধৃত ৮ নম্বর আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় মুফাস্‌সেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- কাফির-মুশরিক ইয়াহুদি ও মুনাফিকরা পরস্পর কানাঘুষা করতো আর মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকতো, যাতে মু'মিনরা এ কথা মনে করে যে, তারা আমাদের সম্পর্কে কি যেন বলছে কিংবা তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করছে। হয়তো এতে মুসলমানরা অন্তরে দুঃখ পেতো। অতঃএব রাসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে এ অভিযোগ পেশ করা হলো। আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদি আর মুনাফিকদেরকে এহেন গর্হিত কাজ করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা তা হতে বিরত রইল না। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

[তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ও নূরুল ইরফান]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا الخ

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- মহান আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতে মুসলিম মিল্লাতকে ঐশী নির্দেশনা দান করেছেন যে, জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক প্রয়োজনে তোমরা যদি পরস্পর পরামর্শ বা গোপন পরিকল্পনা কর তবে কাফের-মুশরিক অথবা ইয়াহুদি-মুনাফিকদের ন্যায় পাপাচার, সীমালংঘন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণে কোনরূপ গোপন পরামর্শ-পরিকল্পনা করবে না। বরং মু'মিনগণের সকল পরামর্শ, গোপন পরিকল্পনা হতে হবে সৎকর্ম ও খোদাভীরুতার বিষয়ে। এক কথায় ইনসাফ, মুসলিম মিল্লাত আর সৃষ্টির কল্যাণ সাধনেই হবে মু'মিনগণের সকল চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা ও বুঝ-পরামর্শ।

পারস্পরিক পরামর্শ ও গোপন পরিকল্পনা সাধারণত বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ মিত্রদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা,কাউকে হত্যা করা, কারো বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করার ব্যাপারেও পরিকল্পনা করা হয়। যেমন কপট বিশ্বাসী মুনাফিক আর ইয়াহুদিরা করে থাকে। মহান আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতসহ পূর্বোক্ত আয়াত সমূহে এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে

পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত গোপনীয়তার সাথেই পরামর্শ করা আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন। যেমন এরশাদ হয়েছে - তোমরা যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গেই আছেন। এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কর্ম কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা সবই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। সুবহানাল্লাহ্!

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর আলোকে আরেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ যেন ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্ত্বার কল্যাণে মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সংরক্ষণে কোন অমুসলিম বিধর্মীকে নিজের বিশ্বস্থ উপদেষ্টা, অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে। কেননা, তারা কোন অবস্থায় ইসলাম আর মুসলমানের কল্যাণ ও হিতাকাংখী হতে পারে না। যেমন, সুরা আলে ইমরানে এরশাদ হয়েছে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ الخ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতিত (অর্থাৎ মুসলমান ব্যতিত) অন্যাদেরকে বিশ্বস্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে ত্রুটি করবে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বদ্রষ্টা সত্ত্বা হিসেবে জানেন- ইয়াহুদি-খ্রিস্টান, কিংবা কপট বিশ্বাসী মুনাফিক ও মুশরিক- কেউ মুসলিম জাতিসত্ত্বার কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্খী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদেরকে বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত। এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি সাধিত হোক, এটাই হলো তাদের লক্ষ্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত আছে তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু দুর্দমনীয় জিঘাংসায় মাঝে মাঝে তারা উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবর্তা বলে ফেলে যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবি হাতেম এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পরামর্শ দান করা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুন্সী হিসেবে গ্রহণ করে নিলে খুবই ভাল হবে। জবাবে আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''এরূপ করলে মুসলমান ব্যতিত অন্য ধর্মাবলম্বী কে বিশ্বস্থরূপে গ্রহণ করা হবে। যা ক্বোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।'' সুতরাং মুসলিমগণের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি। [নুরুল ইরফান শরীফ]

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ: মাহন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপর সর্বাবস্থায় সকল কর্মকান্ডে পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরশীল হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। এটা মু'মিনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। হযরতে সুফিয়ায়ে কেরাম এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে এটুক আলোকপাত করা যায় যে, বাহ্যিক উপায়-উপাকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো- সামর্থ অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর তা সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপকরণাদির জন্য গর্ব না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে বিদ্যমান। তিনি স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা ও সামর্থানুযায়ী অস্ত্র-সস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা। রণক্ষেত্রে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা স্বয়ং সুহস্তে সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপয়াদিও আল্লাহ্র দান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শাক্তি সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করায় পরও আল্লাহ্র উপরই ভরসা করে। পক্ষান্তরে অমুসিলমরা এ আধ্যাত্মিকতা হতে বঞ্চিত। তারা শুধু বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। মহান আল্লাহ্ সকলকে উপরোক্ত দরসে ক্বোরআনের উপর আমল করার সৌভাগ্য নসীব করুন- আমীন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সফরে কসর নামাযের বিধান

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ اَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قال خَرَجْنَا مَعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِيْنَةِ اِلى مَكَّة مَكَانَ يُصَلِّىْ رَكَعْتَيْنِ رَكَعْتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا اِلى الْمَدِيْنَةِ- رَوى يحي بن اَبِىْ اِسْحَاق قُلْتُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّة شَيًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشَرَ (رواه البخارى)

عَنْ اِبن عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنْ هذِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِع اِلَيْهَا (رواه ابن ماجه)

অনুবাদ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকাত, দু'রাকাত সালাত আদায় করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললাম আপনারা মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশদিন ছিলাম। [সহীহ বুখারী শরীফ: হাদীস নম্বর-১০৮১]

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে কোথাও বেরিয়ে গেলে এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দু'রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। [সুনান ইবনে মাযাহ: ১/৩৯৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে সফরকালীন সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নামায পড়ার বিধান আলোকপাত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনুল করীম ও হাদীসে রসূলের আলোকে ও মুজতাহিদ ফকীহগণের বর্ণনার আলোকে সফরকালীন সময়ে নামাযের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ উন্মুক্ত হওয়া ও প্রকাশিত হওয়া, সফর দ্বারা মুসাফিরের স্বভাব প্রকৃতি ও আচরণের প্রকাশ ঘটে।

মুসাফির অর্থ: সফরকারী ও ভ্রমণকারী, পর্যটক। শরীয়তের পরিভাষায় আবাস ভূমি থেকে সুনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়্যতে বের হওয়াকে সফর বলা হয়।

কসর অর্থ: কসর শব্দটি আরবি এর অর্থ হ্রাস করা, কম করা, সংক্ষেপ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় সফরের সময় চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত আদায় করাকে কসর বলা হয়। সফর ও কসর শব্দ দু'টি পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ হয়েছে।

সফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে সফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিধৃত হয়েছে। চাক্ষুষ জ্ঞান ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হল ভ্রমণ। মানবজাতির জীবনে সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মানুষ নানাবিধ কারণ ও প্রয়োজনে বিভিন্নস্থানে দূর-দূরান্তে সফর করে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য, পড়া-লেখা, দেশ-বিদেশে চাকুরী, উচ্চতর জ্ঞান গবেষণা ব্যক্তিগত ও অফিসিয়াল কাজে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনে দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন, ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এভাবে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন অবকাশ যাপনে এ ছাড়াও পবিত্র হজ্ব ও উমরা সম্পদনের জন্য মক্কা শরীফ গমন, দেশ-বিদেশ সফর রতে হয়। সফরকালীন নামাযের বিধান ও শরয়ী নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

আল ক্বোরআনে সফরের বর্ণনা

সফর তথা ভ্রমণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

অর্থ: (হে হাবীব) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং গবেষণা কর কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পূনরায় সৃষ্টি করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম। [আল ক্বোরআন: ২৯:২০]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

অর্থ: (হে হাবীব) আপনি বলুন, তোমরা পৃথবীতে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যাবাদীদের কী পরিণতি হয়েছিল তা স্বচক্ষে অবলোকন কর। [আল কেআরআন: ০৬: ১১]

মুসাফির এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

اَلْمُسافِرُ مُوْ مَنْ قَصَدَ سَيْرًا وَسَطًا ثَلَاثَة اَيَّامٍ وليا ليها وَفَارَقَ بُيُوْتَ بَلَدَةٍ-

www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com

ইসলামী পরিভাষায় মুসাফির ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে তিন দিন তিনরাত দূরত্বের সফরে বের হয়ে সেখানে ১৫ দিন বা ততোধিক দিন অবস্থানের নিয়্যত না করলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।

সফরের দূরত্ব ও সময়সীমা

সফরের দূরত্ব ও সময়সীমা প্রসঙ্গে ইসলামী আইনজ্ঞ ফকীহগণের বিভিন্ন গবেষণাধর্মী মত পাওয়া যায়। অধিকাংশ হানাফী ফকীহগণের মতে ষোল "ফারসাখ" অর্থাৎ আট চল্লিশ মাইল। পরিভাষায় ভূমির নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বকে ফারসখ বলে।

এক ফারসাখ = তিন মাইল। ১৬X৩= ৪৮ মাইল। ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে ১৮ ফারসাখ বা ৫৪ মাইল দূরত্বের কথাও এসেছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বর্ণনা মতে সফরের দূরত্বের সময়সীমা হচ্ছে যে ব্যক্তি সাড়ে সাতান্ন মাইল পথের দূরত্বের পরিমাণ পথ অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে, সে মুসাফির। তার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে অর্থাৎ জোহর, আসর এবং এশার নামাযে চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত আদায় করাকে কসর বলা হয়।

ইমাম আযম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে সফরে নামায কসর পড়া ওয়াজিব।

[বাহারে শরীয়ত: ৪র্থ খণ্ড, ফাতওয়া-এ রজভীয়্যাহ্ খণ্ড- ৩]

পবিত্র ক্বোরআনে কসর পড়ার নির্দেশ

চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে দু'রাকাত কসর পড়তে হবে। তিন বা দু'রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায তথা ফজর ও মাগরীব নামাযে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الارْض فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِن الصلوة-

অর্থ: যখন তোমরা যমীনে সফর করবে তখন তোমাদের জন্য নামায কসর করাতে কোন পাপ নেই।[সূরা নিসা: ৪:১০১]

সফরে কসর সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস শরীফ

সফরে কসর পড়া প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি রেওয়ায়েত উপস্থাপন করা হলো-

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَر رَكْعَتَان وَصَلَاةُ الاضحى رَكْعَتَان وَصَلَاة الفِطر رَكعَتَان وَصَلَاةِ الجمعة ركْعَتَان تَمَام غير قصر عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليهِ وسلَّمَ- (رواه احمد وابن ماجه)

অর্থ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন, সফরের সালাত দু'রাকাত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকাত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু'রাকাত, জুম'আর সালাত দু'রাকাত। এই সালাতগুলোর দু'রাকাতই পূর্ণরূপ। এতে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়নি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জবানীতে। [আহমদ ও ইবনে মাযাহ]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-

فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَان نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِىْ كَحَضَر اَرْبَعًا وَفِىْ السَّفْر رَكْعَتَيْن-

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জবানীতে মুকীমবস্থায় চার রাকাত এবং সফরের মধ্যে দু'রাকাত নামায ফরয করেছেন।

[সহীহ মুসলিম শরীফ: ১/৪৭৪]

عَنْ ابن عُمر رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَوَطَّنْتَ نَفسَكَ عَلَى اِقَامةِ خَمْسَة عَشَر يَوْمًا فَاَتِمِّم الصَّلَاة وَاَنْ كُنْتَ لَاتَدرِىْ فَاقْصرْ- (ركتاب الاثار)

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন তুমি যদি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তাহলে সালাত পূর্ণ করবে, আর যদি তুমি না জান যে কতদিন অবস্থান করবে তখন সালাত কসর করবে।

[কিতাবুর আসার: কৃত ইমাম মুহাম্মদ, ফীকাহস সুনানি ওয়াল আছার: কৃত মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান রাহ.]

মুকিমের পেছনে মুসাফির এবং মুসাফিরের পেছনে মুকিমের নামায

তাবেঈ হযরত নাফি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন মিনায় মুকিম ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতেন, তখন চার রাকাত পূর্ণ করতেন। আর যখন তিনি নিজে সালাত দআদায় করতেন তখন দু'রাকাত আদায় করতেন। [ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার: পৃষ্ঠা -৩৩৪]

কসরের বিধান না মানলে গুনাহগার হবে

হযরত ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে মুসাফিরের জন্য কসর পড়া ওয়াজিব। এ বিধান অমান্য করলে গুনাহগার হবে। মুসাফিরের উচিত আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে এ সুযোগ গ্রহণ করা। বাহ্যিকভাবে যদিও দু'রাকাত কম, কিন্তু সওয়াবের দিক দিয়ে এ দু'রাকাত চার রাকাতের সমান।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দরসে হাদীস

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ عُمَر بْنُ الْخَطَّاب رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِىْ صَلَاةِ الْقَصْرِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ- (رواه مسلم)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সালাতুল কসরকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সাদকা হিসেবে প্রদান করেছেন। তোমরা আল্লাহর সাদকা কবুল কর।

[মুসলিম শরীফ, দুররে মোখতার, হিদায়া, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খণ্ড, ফাতওয়া-এ রজভীয়্যা খণ্ড-৩]

শরয়ী মাসায়েল

প্রসিদ্ধ ফিকহ্গ্রন্থ "মালাবুদ্দা মিনহু" কৃত কাযী ছানা উল্লাহ্ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা মতে যে ব্যক্তি তিন মানযিল পথ অতিক্রম করার নিয়্যত করে ঘর থেকে বের হয়ে শহর অতিক্রম করে সে মুসাফির। প্রতি মঞ্জিলের দূরত্ব ষোল মাইল, প্রতি মাইলের দূরত্ব হচ্ছে চার হাজার কদম। এ হিসেবে তিন মঞ্জিলের দূরত্ব হবে ৪৮ মাইল। তবে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সফরের দূরত্ব বর্ণনায় সাড়ে সাতান্ন মাইল ৯২.৫৪ কি.মি. মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসাফির বৈধ কাজে সফর করুক বা অবৈধ কাজের উদ্দেশ্য সফরে গমন করুক সর্বাবস্থায় চার রাকাত ফরজের স্থলে দু'রাকাত আদায় করবে। [বাহারে শরীয়ত: খণ্ড-৪]

সফরে সুন্নাত নামায প্রসঙ্গ

প্রসিদ্ধ ফাতওয়া গ্রন্থ "শামী"তে উল্লেখ আছে-

ويأتى المسافر بالسنن ان كان فى حال امنٍ وقرارٍ والّا كان فى خوف وفرار لايأتى بها هو المختار-

মুসাফির শান্ত পরিবেশ ও নিরাপদে অবস্থানকালীন সময়ে সুন্নাত সমূহ আদায় করবে। শঙ্কিত অবস্থায় বা সময় না থাকলে অথবা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে সুন্নাত পরিত্যাগ করা জায়েয। [দুররে মুখতার:১/১০৬ ও আলমগীরী]

মুসাফির যদি সুন্নাত পড়ে সম্পূর্ণটাই পড়বে। সুন্নাতে কসর নেই। সফরের ব্যস্ততার সময়ে সুন্নাতগুলো ক্ষমাযোগ্য। নিরাপত্তাকালীন ও সময় সাপেক্ষে সুন্নাতগুলো পড়বে এবং সম্পূর্ণটাই পড়বে। [মু'মীন কী নামায, আলমগীরি, বাহারে শরীয়ত: খণ্ড-৪]

মুসাফির ইমামের ইকতিদার মাসআলা

মুসাফির যদি মুকীমের ইকতিদা করে চার রাকাতই আদায় করতে হবে। মুসাফির ইমাম হলে মুক্তাদি মুকীম হলে ইমাম দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবে, মুক্তাদি বাকী নামায পূর্ণ করে নেবে। বিশুদ্ধ মতানুসারে মুক্তাদি বাকী দু'রাকাতে কেরাত পাঠ করবে না। [আলমগীরি: ১ম খণ্ড]

মুসাফির ইমাম হলে তিনি বলে দেবেন, আমি মুসাফির বাকী দু'রাকাত নিজেরা পূর্ণ করে দেবেন। শেষ দু'রাকাতে কোন কেরাত পড়তে হবে না। সূরা ফাতেহা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

[দুররে মোখতার বাহারে শরীয়ত: ৪র্থ খণ্ড, ফাতওয়া-এ রজভীয়্যাহ্ খণ্ড- ৩, মু'মীন কী নামায]

ওয়াত্ন তিন প্রকার

১. ওয়াত্নে আসলী: ব্যক্তির জন্মস্থান, যে স্থানে স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং ওখান থেকে অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে যায় না।

২. ওয়াত্নে ইকামত: অস্থায়ী বাসস্থান, এমন আবাসস্থল যেখানে পনের দিন বা ততোধিক দিন থাকার নিয়্যত করে।

৩. ওয়াত্নে সুকুনত: যে স্থানে পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়্যত করে। এ ক্ষেত্রে সর্বদা কসর আদায় করতে হবে। [বাহারে শরীয়ত: খণ্ড-৪র্থ]

কোন ব্যক্তি কোন কাজে সফরে গিয়ে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করেনি। কাজ শেষ হলে চলে আসবে এ ভাবে আজ হবে কাল হবে করতে করতে যদি দু'বছরও যদি অতিবাহিত হয় এ ধরনের লোক মুসাফির হিসেবেই গণ্য হবে। [আলমগীরি, বাহারে শরীয়ত: ৪র্থ খণ্ড]

সফরে ফজরের সুন্নাত

সফরকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করেছেন। [বুখারী শরীফ]

মহিলার জন্য স্বামী বা মুহরিম ছাড়া সফরে যাওয়া নিষিদ্ধ। হজ্ব ও ওমরার ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। কোন মহিলা যদি স্বামী বা মুহরিম ছাড়া একদিনের রাস্তার দূরত্বেও সফরে বের হয় গুনাহ্গার হবে। [ফাতওয়া-এ রজভীয়্যা: ১ম খণ্ড]

আল্লাহ্ তা'আলা সফরের বিধি-বিধান মেনে চলার তাওফিক দান করুন- আমীন।

লেখক: অধ্যক্ষ- মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাহে শাওয়াল

ঈদুল ফিতরের মাস বিশ্ব মুসলিমের অপার আনন্দের মাস শাওয়াল। এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহর দ্বারে সিয়াম সাধনার সমাপনী আনন্দ ও শুকরিয়া এবং খোদাভীরু জীবনের প্রতিফলনের দাবী নিয়ে মাহে শাওয়াল সমাগত হয়েছে। হিজরী সনের দশম এবং হজ্জের প্রস্তুতি মাস হিসেবেও মাহে শাওয়াল সবিশেষ তাৎপর্যবহ। আল্লাহর প্রেমে উজ্জীবিত হবার সত্যিকার মানসিক শক্তি যেহেতু পবিত্র রমযানের পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনায় অর্জিত হয়েছে। তাই আসন্ন হজ্জ ও উমরাহ্ পালনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য শাওয়াল উপযুক্ত সময়। যখন মাহে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ পশ্চিমাকাশে উদিত হয় তখন থেকে শুরু হয় পরের দিবসের আনন্দের ঈদের ঘনঘটা। কিন্তু এরই মাঝে আল্লাহর আবেদ বান্দাগণের নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত হয় নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ শরীফ এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে।

ঈদুল ফিতরের রাত স্বীয় বান্দাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান বা অনুগ্রহের প্রতীক পঞ্চরাত্রীর অন্যতম। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশীরা এ রাতে তাই ইবাদতে রত থাকেন। এ রাতের জন্য বিশেষভাবে চার রাকাত (দুই রাকাত বিশিষ্ট) নফল নামাযের নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতি রাকাতে ২১ বার সূরা ইখলাস দ্বারা দুই নিয়্যতে এ চার রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের আটটি ফটক উম্মুক্ত করবেন এবং দোযখ হতে পরিত্রাণ দেবেন।

ঈদের দিনে করণীয়

এ দিন দুই রাকাত ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য ওয়াজিব। বিনা কারণে এ নামায পরিত্যাগ করা গোমরাহী ও বিদআত। তবে মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, ক্রীতদাস, অন্ধ ও নাবালেগ প্রমুখের জন্য এ নামায বাধ্যতামূলক নয়।

ফিতরা

যারা স্বচ্ছল, অর্থবান তথা শরীয়ত নির্ধারিত ধনসম্পদের অধিকারী তাদের উপর এ দিন ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। ফিতরা হলো জন প্রতি ২ কেজি ৫০ গ্রাম (প্রায়) পরিমাণ গম বা সমমূল্য অথবা তার দ্বিগুণ যব বা সমমূল্য। এ ফিতরা নামাযে যাওয়ার আগে আদায় করা মুস্তাহাব। এ ছাড়া নামাযের পূর্বে নখ কাটা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল জামা-কাপড় পরিধান করে আতর খুশবু ব্যবহার করা, হেঁটে এক রাস্তা দিয়ে গিয়ে ভিন্ন পথে ঈদগাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা, ঈদগাহে যাওয়ার সময় অনুচ্চ স্বরে তাকবীর- **'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ'** পাঠ করা নামাযান্তে মুসলমানদের সাথে মুসাফাহা (হাত মিলানো ও গলাগলি করা) ইত্যাদি মুস্তাহাব। আর ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়াও সুন্নাত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে বিজোড় সংখ্যায় খেজুর খেতেন।

এদিন পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ঈদগাহ বা ময়দানে এ নামায অনুষ্ঠিত হয়। (অবশ্য বৃষ্টি বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে মসজিদের ভেতর নামায আদায় করা যায়) ছয় তাকবীর বিশিষ্ট ওয়াজিব এ দুই রাকাত নামায আদায়ের জন্য একদিকে বান্দা হাজির হন, অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, যে শ্রমিক নিজের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তার প্রাপ্য কি হওয়া উচিত? উত্তরে ফেরেশতারা বলেন, কাজের পূর্ণ প্রতিদানই তাকে প্রদান করা উচিত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, আমার বান্দাগণ আমার নির্দেশ (রোযা) পালন করেছে এবং অতি নম্রতার সাথে ক্রন্দনরত অবস্থায় নামায দো'আর জন্য ঈদগাহে সমবেত হয়েছে। আমি আমার ইজ্জতের শপথ করে ঘোষণা করছি তাদের দো'আ কবুল করব এবং তাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেব।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈদের দিন ফেরেশ্তাগণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে এ মর্মে আহ্বান করতে থাকেন যে, হে মুসলমানগণ! বিগত রমযানের রাতে যারা ইবাদত করেছে এবং দিনসমূহে রোযা রেখেছে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক গরীব-দুঃখীদের খেতে দিয়েছে, আজ তারা পুরস্কার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর মুসলমানগণ যারা ঈদের নামায আদায় করেন তখন একজন ফেরেশ্তা উচ্চ আওয়াজে বলেন যে, তোমাদের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক তোমাদের ক্ষমা করেছেন। তোমরা পুতঃপবিত্র দেহ মন নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন কর।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ঈদুল ফিত্‌র নামাযের নিয়্যত

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতাই সালাতিল ঈদিল ফিত্‌রি মা'আ সিত্তে তাকবীরাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা ইক্বতিদাইতু বিহা-জাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

নামাযের নিয়ম

নিয়্যতের পর ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবর বলে কানের গোড়া পর্যন্ত হাত তুলে নামায শুরু করা হবে। তারপর অনুচ্চ স্বরে সানা পাঠ করে তিনবার ইমামের সাথে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীরে যায়েদা বা অতিরিক্ত তাকবীর কালে স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে। প্রথম দুই বার হাত তুলে ছেড়ে দিবে এবং তৃতীয়বার হাত বেঁধে নিতে হবে। এরপর ইমাম সাহেব যথানিয়মে উচ্চস্বরে কেরাত পড়বেন এবং প্রথম রাকাতের পর দ্বিতীয় রাকাত আরম্ভের জন্য দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব প্রথমে কেরাত পড়ে নেবেন এরপর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনবার তাকবীরে যায়েদা বলা হলে মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবের অনুবর্তী হবেন এবং অনুচ্চস্বরে তাকবীর পড়তে পড়তে কান পর্যন্ত হাত তুলে ছেড়ে দেবেন। এরপরই রুকুর তাকবীর বলা হলে রুকুতে যাবেন। তারপর নিয়মানুযায়ী এ রাকাতও সমাপ্ত করার পর ইমাম সাহেব খোতবা প্রদান করবেন।

ঈদের নামাযের খোতবা প্রদান সুন্নাত কিন্তু শুনা ওয়াজিব এবং এ সময় কথা বলা বা অন্য কাজ করা সম্পূর্ণ নিষেধ। খতিবের খোতবা শুনা না গেলেও চুপ থাকতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে। ঈদের খোতবার পূর্বে ইমাম সাহেব মিম্বরে না বসে খোতবা শুরু করে দেয়া সুন্নাত এবং প্রথম খোতবার পূর্বে নয়বার দ্বিতীয় খোতবার পূর্বে সাতবার এবং মিম্বর হতে অবতরণের পর চৌদ্দবার আল্লাহু আকবর (চুপে চুপে) পাঠ করা সুন্নাত। নামায ও খোতবার পর মুনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকলিতে মুসলমানদের গভীর সম্প্রীতি ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে। যা ঈদোত্তর সকল ক্ষেত্রে হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূরীভুত হয়ে যায়।

ঈদের দিন নির্দোষ আনন্দ ও উৎসব করারই দিন। এ দিনে শরীয়ত পরিপন্থী আনন্দ ও উৎসব ঈদের ধর্মীয় গুরুত্বের হানি করে। এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঈদোপলক্ষে অশ্লীলতায় ভরপুর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর দিকে আহ্বান করা হয় এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ঈদের বিনোদনের নামে প্রায়শঃ স্থুল বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব দেখে মনে হয় যে, রোযার এক মাসের তাসবীহ তাহলীল, নামায দো'আ তথা সামগ্রিক ধর্মীয় সংযম শেষ হবার সাথে সাথে দ্বীনি চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়াটাই যেন রীতি। বস্তুতঃ এগুলো ঈদের ধর্মীয় মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি স্পষ্টতঃ এক চ্যালেঞ্জ। সকলে এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

শাওয়ালে নফল রোযা

ঈদের দিন ব্যতীত শাওয়ালের সারা মাসের মধ্যে ছয়টি নফল রোযা রাখার জন্য হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ন্যূন্যতম একটি রোযাও যদি কেউ পালন করে তবে তার আমল নামায় এক হাজার রোযার সাওয়াব প্রদান করা হবে বলে হাদীস শরীফে জানানো হয়েছে। এ মাস থেকে শুরু হবে হজ্জ যাত্রীদের প্রস্তুতি। অনেকে রওয়ানা হবেন পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে। এ সৌভাগ্যবানদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত ক'জন বুজুর্গ

০১ শাওয়াল: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

০৬ শাওয়াল: খাজা উসমান হারূনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১০ শাওয়াল: মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১২ শাওয়াল: বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীর (জিন্দাপীর) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

রসূলে পাকের শানে বেয়াদবীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি!

ইতিহাস সাক্ষী আছে এ মর্মে যে, যখনই দ্বীন-ই ইসলামের শত্রুরা নবী-রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালামকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁদের প্রতি ঠাট্টা-মযাক্ব করেছে, মিথ্যাচার করেছে, তাঁদের মধ্যে তথাকথিত দোষত্রুটি অন্বেষণ করেছে, তাঁদের শানে অপবাদ রটিয়েছে, তাঁদের উপর যুল্ম-নির্যাতন করেছে, তাঁদের চলার পথে ঘৃণা ও শত্রুতার কাঁটা বিছিয়েছে এবং তাঁদের শানে অসম্মান ও অবমাননাকর শব্দাবলী বা বচন ব্যবহার করেছে, তখনই আসমান-যমীনের মহান স্রষ্টা তাদেরকে তাঁর ক্বহর ও গযবে গ্রেফতার করে নিয়েছেন; কাউকে নানা বিপদাপদের চাক্কির নিচে নিষ্পেষণ করে চিরদিনের জন্য অস্তিত্বের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, কাউকে যমীনের গর্ভে ধ্বসে ফেলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও নসীহতের উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, কাউকে নীল/বাহরে কুলযমের মাধ্যমে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এসবের উদাহরণ পবিত্র ক্বোরআনে মওজূদ রয়েছে।

সূরা আনকাবূত: ২০তম পারায় দেখুন! আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন এরশাদ করেছেন, "ক্বারূন, ফির'আউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করেছি। আর (হযরত) মূসা তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছেন। তখন তারা রাজ্যে অহংকারী হয়ে গেছে। আর তারা আমার আয়ত্ব/পাকড়াও থেকে বের হয়ে যাবার ছিলো না। তখন তাদের মধ্যকার প্রত্যেককে আমি তার গুনাহর জন্য পাকড়াও করেছি। সুতরাং আমি তাদের থেকে কাউকে যমীনের গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলেছি, কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি, কাউকে মহানাদ পেয়ে বসেছে, কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি, তবে আল্লাহর শান এ ছিলোনা যে, তিনি তাদের উপর যুল্ম করেছিলো।"

১৯তম পারায় সূরা আল হাক্বক্বায় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন, সামুদ ও 'আদ গোত্র দু'টি রোজ ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং সামুদ গোত্র তো এক প্রচণ্ড মহানাদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আর আদ গোত্র এক তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যেই তীব্র গতি সম্পন্ন বাতাসকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সাত রাত ও আট দিন যাবৎ তাদের উপর লাগাতার প্রবহমান করে রেখেছিলেন।

তাছাড়া, ক্বোরআন মজীদে আরো এমন এমন শিক্ষণীয় ঘটনা মওজুদ রয়েছে, যেগুলো পড়া ও শোনার পর গা শিয়রে ওঠে। কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর নিমিত্তে এখানে এ পর্যন্ত লিখে ক্ষান্ত হলাম এবং এর মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেলাম যে, অন্যান্য সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর শানের যখন এ অবস্থা যে, তাঁদের শানে ক্বারূন, নমরূদ, শাদ্দাদ, হামান, ফির'আউন আর আদ ও সামুদ প্রমুখের সামান্য অবমাননা ও বেয়াদবী আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে বরদাশ্ত করা হয়নি, তখন নবীকুল সরদার, হাবীবে কিবরিয়া, আহমদ মুজতাবা, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কোন প্রকার অবমাননা ও মানহানি কিভাবে বরদাশ্ত করা হবে?

এ কারণেই আসমানসমূহ ও যমীনের মহান স্রষ্টা মুসলমানদেরকে রসূল-ই আকরামের মহান দরবারের আদব ও সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম শিক্ষা দিয়ে এরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ-

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর শরীফের উপর বুলন্দ করো না। আর তোমরা তাঁর দরবারে এভাবে উঁচু কণ্ঠস্বর সহকারে কথোপকথন করো না, যেভাবে তোমরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়াজে কথোপকথন করে থাকো, অন্যথায় তোমাদের সমস্ত আমল নিস্ফল করে দেয়া হবে, আর তোমরা অনুধাবনও করতে পারবে না।

[সূরা হুজুরাত: আয়াত- ২, কানযুল ঈমান]

আল্লাহ্! আল্লাহ্! রসূলে পাকের মহান দরবারের এ কেমন আদব! কোন কবি বলেছেন-

ادب گا هیست زیر اسماں از عرش نازك تر
نفس گم کرده می اید جنید و بایزید ایں جا

অর্থ: আসমানের নিচে আদব-সম্মানের এমন এক উচ্চ মর্যাদাশীল স্থানও আছে, যা আরশ অপেক্ষাও বেশী নাজুক

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

(স্পর্শকাতর)। আমরা-আপনারা কোন্ কাতারের? হযরত জুনায়দ বাগদাদী ও হযরত বায়েযীদ বোস্তামী, বেলায়ত-সমুদ্রের ডুবুরী এবং কারামতের বিস্তৃত ময়দানের অশ্বারোহী, শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের মাজমা'উল বাহরাইন (দু'সমুদ্রের মিলনস্থল)ও এ স্থানে পৌঁছে উচ্চস্বরে কথা বার্তা বলা তো দূরের কথা, নিজেদের নিঃশ্বাসকে পর্যন্ত রুখে রাখেন। এখানে সজোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাও আদব ও সম্মানের বরখেলাফ।

আক্বা-ই নি'মাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেমন শানদার তরীক্বাহ্ বলে দিয়েছেন-

حرم کی زمین اور قدم رکه کے چلنا
ارے سرکا موقع ھے او جان والے

অর্থ: এটা (মদীনা মুনাওয়ারার) হেরমের যমীন এবং পদযুগল রেখে রেখে চলছো। আরে! এটা কদম রাখার জায়গা নয়, বরং মাথার উপর ভর করে চললেই এটার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হবে- ওহে এ পবিত্র ভূখন্ডের দিকে যাত্রাকারী!

পক্ষান্তরে ওই হতভাগা সম্পর্কে কী বলবে, যারা এর ব্যতিক্রম করে চলছে? তাদের সম্পর্কে একথাই প্রনিধান যোগ্য-

خدا جب دین لیتا ھے تو عقلیں چھین لیتا ھے

অর্থ: খোদা তা'আলা যখন কারো থেকে দ্বীন ছিনিয়ে নেন, তার নিকট থেকে আক্বল (বিবেক-বুদ্ধি) নিয়ে নেন।

একারণেই তারা এমন বিপজ্জজক পথে পা বাড়ায়। নবীর শানে বেয়াদবদের বেয়াদবীর ফলে আল্লাহ্র যেসব গযব তাদের উপর আপতিত হয়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করলে এক বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এ নিবন্ধে শুধু তিনটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি, যেগুলো পাঠ করে হয়তো শানে রিসালতের গোস্তাখগণ হিদায়ত পেয়ে যাবে। আ-মী-ন।

॥এক॥

একবার হুযূর-ই আকরাম সরওয়ার-ই কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য সাফা পর্বতে আরোহণ করে মক্কাবাসীদেরকে আহ্বান জানালেন। মক্কাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে এবং কাল বিলম্ব না করে তাঁর চতুর্পাশে একত্রিত হয়ে গেলো। হুযূর-ই আকরাম তাদের উদ্দেশে বললেন, 'যদি আমি বলি এ পাহাড়ের ওপাশে শত্রুদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আত্মগোপন করে আছে, যারা অবিলম্বে তোমাদের উপর হামলাকারী, তবে কি তোমরা আমার কথা মেনে নেবে?'

সবাই এক বাক্যে বললো, ''আপনি আল-আমীন, সাদিক্ব (একান্ত বিশ্বাসী ও সত্যবাদী)। আপনি কখনো মিথ্যা বলেননি। সুতরাং আমরা আমাদের চোখ দেখা ঘটনাকে অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু আপনার মুখ নিঃসৃত বাণীকে কখনো অবিশ্বাস বা অস্বীকার করতে পারি না।

এরপর হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ-

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এ থেকেও কঠিন শাস্তির খবর দিচ্ছি, যা তোমাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। যদি তোমরা কল্যাণ চাও, তবে কুফর ও শির্ক থেকে তাওবা করে ইসলামের গণ্ডিতে এসে যাও। এখানে তোমাদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা ও শান্তি রয়েছে।''

নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ নূরানী তাক্বরীর শুনে আবূ লাহাবের চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেলো। অগ্নিশর্মা হয়ে সে বললো, ''তুমি ধ্বংস হও, তুমি কি এ কথা শোনানোর জন্য আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছো?'' আবূ লাহাবের কথা এখনো শেষ হয়নি, এদিকে সিদরাতুল মুন্তাহার অধিবাসী হযরত জিব্রাঈল আমীন আলায়হিস্ সালাম ক্বহর ও মহত্বে ভরা আয়াত সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুনাতে লাগলেন-

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ الخ

তরজমা: ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের উভয় হাত এবং ধ্বংস হয়েই গেছে। (আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য) না তার সম্পদ কাজে আসবে না তার উপার্জন। এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে- সে; এবং তার স্ত্রী, লাকড়ির বোঝা মাথায় বহনকারীনী, তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি। [সূরা লাহাব]

আল্লাহ্! আল্লাহ্! আল্লাহ্র প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে পাকে বিন্দুমাত্র গোস্তাখী বরদাশ্ত করা হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে পরওয়ারদিগার-ই আলাম জাল্লাশানুহু আবূ লাহাবের দুনিয়া ও আখিরাতের পরিণতি শুনিয়ে দিলেন। যার ফলাফল এ হলো যে, বদরের যুদ্ধের আটদিন পর ওই গোস্তাখ-ই রসূলের দেহ ফোঁড়ায় ভর্তি হয়ে যায়। সেগুলোর ব্যাথার চোটে

প্রবন্ধ

যবেহকৃত মোরগের ন্যায় আছাড় খেতে খেতে সে জাহান্নামে পৌঁছে গেছে।

॥দুই॥

দরবার-ই রিসালতের দুঃসাহসী বেয়াদব আবূল আস নামের এক ব্যক্তি মক্কা মুকার্‌রামায় বসবাস করতো। এ নাপাক (খবীস) যখনই হুযূর পুরনূর, শাফে'ই ইয়াউমিন্ নুশূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতো, তখন মুখ বাঁকা করে ঠাট্টা-মযাক করতো। একদিন ওই বিকৃতের অশালীন আচরণের কারণে হুযূর-ই আকরামের নূরানী কোমল হৃদয়ে খুব কষ্ট পেলেন। হুযূর সরকার-ই দু'আলম 'জালাল'-এ এসে বলে ফেললেন, كُنْ كَذَالِكَ (তুমি তেমনি হয়ে যাও!)

আল্লাহু আকবার! রসূলে আকরামের মুখ মুবারক থেকে এ শব্দগুলো উচ্চারিত হবার সাথে সাথে ওই বেয়াদব আবুল আসের মুখ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো এবং তার মুখ আমৃত্যু বাঁকাই থেকে গেলো।

॥তিন॥

এক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে রসূল-ই আকরামের দরবারে এমন নৈকট্যধন্য হয়ে গিয়েছিলো যে, ওহী লিখকের পদ-মর্যাদা লাভ করলো। কিন্তু হঠাৎ তার মাথার উপর দুর্ভাগ্যের এমন ভূত আরোহণ করে বসলো যে, সে হুযূর-ই আকরামের মানহানি করতে লাগলো। আর সে বলতে লাগলো, "মুহাম্মদ তো শুধু ততটুকু জানে, যতটুকু আমি লিখে দিই।" এভাবে এ মহান দরবার থেকে মুর্তাদ্দ হয়ে পালিয়ে গেলো। ওই মরদুদের মৃত্যুর পর যখন খ্রিস্টানগণ তাকে দাফন করলো, তখন কবর ওই নাপাক হতভাগার লাশকে গ্রহণই করলো না; বরং বাইরে নিক্ষেপ করলো। খ্রিস্টানগণ যখন তার লাশকে কবরের বাইরে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখলো, তখন তাদের সন্দেহ হলো- সাহাবা-ই কেরাম তার লাশকে কবর থেকে বের করে নিক্ষেপ করলেন কিনা। এ কারণে খ্রিস্টানগণ পুনরায় গভীর কবর খনন করে তাকে দাফন করলো। কিন্তু আবারো তার লাশ নিজে নিজে কবর থেকে বের হয়ে যমীনের উপরভাগে এসে গেলো। এর ফলে খ্রিস্টানদের নিকটও একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এটা কোন মানুষের কাজ নয়, বরং পরওয়ারদিগার-ই আলমের ক্বহর ও গযবই। তারা তাকে পুনরায় দাফন না করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলো। তাকে দাফন করার প্রতি কোন গুরুত্বই দিলো না।

এ ঘটনাগুলো থেকে রসূলে পাকের শানে এবং ওলীগণের শানে গোস্তাখী প্রদর্শনকারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। তাদের জানা উচিৎ উভয় জাহানে তারাই সাফল্য লাভ করে, যারা বিশ্বনবীর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান এনেছে ও তাঁকে অনুসরণ করেছে।

লেখক: বিশিষ্ট মহাপরিচালক আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-মাসুম

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির জন্য এ ধরণীকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। সম্পদ বন্টনে তিনি কাউকে প্রাধান্য দিয়েছেন আবার কাউকে করেছেন নিঃস্ব। কাউকে সম্পদ দিয়ে আবার কাউকে সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি। তাই মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সুখ ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- আমি দুনিয়াতে তাদের মধ্যে জীবিকা সামগ্রী বন্টন করি যাতে তারা একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।'[১] আলোচ্য নিবন্ধে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী দিক নির্দেশনা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেলাম।

ইসলাম দারিদ্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করে ক্ষুধা ও অভাবমুক্ত সুন্দর সমাজ উপহার দিতে শরয়ী বিধি-বিধান নির্ধারণ করছে। মূলত, সমাজে শোষণ ও নির্যাতনমূলক প্রচলিত নিম্নোক্ত অর্থ ব্যবস্থা দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করে। যেমন-

১। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা।
২। হারাম উপায়ে উপার্জন।
৩। ব্যবসায়িক অসাধুতা।

১. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

সুদ শোষণ ও নির্যাতনমূলক হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে- এটি সমাজে ধনী গরীব বৈষম্য সৃষ্টি করে। এতে ধনী আরও ধনী হয়, দরিদ্র হয় আরও দরিদ্র। এটি ভুমিহীন কৃষক বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা গড়ে ওঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। পৃথিবীর বরেণ্য অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় সুদও যে চরম ক্ষতিকর তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হচ্ছে" আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করেছেন।"[২]

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে- না, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ নিয়োগ করলেই সম্পদ বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-"আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন ও দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি করেন।"[৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখো, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে দান করে থাকো একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।"[৪]

সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সেখানে সম্পদ বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার ফলে যাকাত গ্রহীতাদেরকে খুঁজে বেড়াতো কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো না যে, নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ দুটি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

২. হারাম উপায়ে উপার্জন

হারাম তথা অবৈধ পন্থায় উপার্জন সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর যেমন-মদ,জুয়া,অশ্লীল সিনেম গান ও চোরা কারবারি ইত্যাদ। এগুলোর মাধ্যমে একটি শ্রেণী বিপুল বিত্তের মালিক হয়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ হয় প্রতারিত। এসব বিবেচনা করে ইসলাম এমন উপার্জনকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনকে হালাল করেছে। ইরশাদ হচ্ছে-আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[৫]

[১] - সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩২
[২] - সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৫
[৩] - সূরা বাকারা,আয়াত:২৭৬
[৪] - সূরা রূম,আয়াত:৩৯
[৫] - সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৫

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

৩. ব্যবসায়িক অসাধুতা

ব্যবস্যায়িক অসাধুতা দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বস্তুবাদীরা বলে থাকে সুদ ও ব্যবসা একই জিনিস। ব্যবসায় নিয়োগ করা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তাহলে ঋণ স্বরূপ দেওয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন? এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের অবৈধ নীতির সাহায্যে বাজারে প্রভাব ফেলে যা সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির সম্মুখীন করে। যেমন অসাধু ব্যবসায়ীরা মন্দা বাজারে সস্তায় মালামাল ক্রয় করে গুদামজাত করে পরবর্তী চড়া মূল্যে বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করে থাকে। একটি দেশকে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

ইসলামী অর্থ বব্যস্থার মূলনীতি

১ .উপার্জনে বৈধ-অবৈধের পার্থক্যকরণ

অর্থ উপার্জনের যেসব পন্থা অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অপর ব্যক্তির ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। পক্ষান্তরে যেসব উপায় অবলম্বন করলে সম্পদ উপার্জনে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সঙ্গত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি ইসলামী আইনে এভাবে বিবৃত হয়েছে-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ ভাবে ভক্ষন করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।[৬] উপরোক্ত আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসা বলা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে এর সাথে শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করে এমন সব লেনদেনকে অবৈধ গণ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতারণার কোন উপকরণ থাকে অথবা এমন কোন চালবাজী থাকে যা দ্বিতীয় পক্ষ জানতে পারলে এ লেনদেনে নিজের সম্মতি প্রকাশে কোন দিনই প্রস্তুত হবেনা। এতে আরো বলা হয়েছে তোমরা পরস্পরকে ধ্বংস করো না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে সে যেন তার রক্তপান করে এবং পরিনামে সে এভাবে নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে।

[৬] - সূরা নিসা, আয়াত:২৯-৩০

২. সম্পদ সঞ্চয়ে নিষেধাজ্ঞা

বৈধ উপায়ে যে সম্পদ উপার্জন করা হয় তা পুঞ্জিভূত করে রাখা যাবেনা। কেননা, এতে ধন-সম্পদের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং সম্পদ বন্টনে ভারসাম্য থাকে না। যে ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করে রাশীকৃত ও পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্নক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। যার ফল তার নিজের জন্যও শুভ নয়। এজন্য ইসলাম কার্পণ্য এবং কারুনের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার কঠোর বিরোধিতা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে -"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপনতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।"[৭] অন্যত্র রয়েছে "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"[৮] একথা পুঁজিবাদের ভিত্তিতে আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে রাখা এবং জমাকৃত অর্থ আরো অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে খাটানো--- এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল কথা। কিন্তু ইসলাম আদতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা পছন্দ করেনা। কেননা, কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে তা কোন উপকারেও আসবে না। রাব্বুল আলামীনের আযাব থেকে মুক্তি পেতে হলে সঠিকভাবে, সঠিক খাতে যাকাত আদায় করতে হবে। তবেই তা মুক্তির পাথেয় হিসেবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট গ্রহণীয় হবে।

৩. অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম সম্পদ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আয়েস-আরামের জীবনযাপন করে দু'হাতে অর্থ ব্যয় নয়। বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রটি আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সমাজের কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে তা সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহর পথে ব্যয়। ইরশাদ হচ্ছে-"হে হাবীব! তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে? তাদেরকে বলে দিন, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় করো)"।[৯] "আর

[৭] - সূরা আলে ইমরান,আয়াত: ১৮০
[৮] - সূরা তাওবা,আয়াত:৩৪
[৯] - সূরা বাকারা, আয়াত:২১৯

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সদ্ব্যবহার করো নিজের মা-বাপ,আত্নীয়-স্বজন, অভাবী-মিসকীন, আত্নীয় প্রতিবেশী, অনাত্নীয় প্রতিবেশী, নিজের মোলাকাতি বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধিন দাস-দাসীদের সাথে।”[১০] অন্যত্র রয়েছে “তাদের (ধনাঢ্যদের) অর্থ-সম্পদে ফকীর ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।”[১১] এক্ষেত্রে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, সম্পদ ব্যয় করলে কমে যাবেনা বরং বরকত ও বৃদ্ধি হবে। ইরশাদ হচ্ছে -“শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয় কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন। ”[১২] বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে,না, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে। ইরশাদ হচ্ছে - “সৎকাজে তোমার যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের ওপর কোনোক্রমেই যুলুম করা হবেনা। ”[১৩]

যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে ব্যয়কৃত অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে- দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শটি একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ সঞ্চয় করে সুদি ব্যবসায়ে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ চতুর্দিক থেকে অর্থ আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না। তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “সুদের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন অবশেষে তা কম হতে বাধ্য”। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ সুনির্দিষ্ট শরয়ী পন্থায় ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদকা আদায় করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে ওঠে, ব্যবসা- বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, হয়ত কেউ লাখপতি-কোটিপতি হয় না কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং প্রতিটি পরিবারই হয় সমৃদ্ধশালী।

বস্তুত ইসলাম পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর মানসিকতা তৈরি করে- যা পুঁজিপতি কখনো কল্পনাই করতে পারেনা যে, সুদ ছাড়া এক ব্যক্তি তার অর্থ সম্পদ আর এক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে। সে অর্থ ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কেবল সুদই আদায় করে না, বরং নিজের মূলধন ও তার সুদ আদায় করার জন্য ঋণগ্রহীতার বস্ত্র ও গৃহের আসবাবপত্রাদি পর্যন্ত ক্রোক করে নেয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অভাবীকে কেবল ঋণ দিলে হবেনা বরং তার আর্থিক অনটন যদি বেশী থাকে তাহলে তার নিকট কড়া তাগাদা করা যাবেনা। ইরশাদ হচ্ছে- “ঋণ গ্রহিতা যদি অত্যধিক অনটন পীড়িত হয় তাহলে তার অবস্থা সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও, আর যদি তাকে মাফ করে দাও তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখতে, তাহলে এর কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারতে। ”[১৪]

৪. যাকাত

ধন-সম্পদ একস্থানে পুঞ্জীভূত ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না; ইসলামী সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণ করেছে ইসলাম চায় তারা যেন এ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে না রাখে বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যয় করে যেখান থেকে অর্থের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্প বিত্ত ভোগীরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে।

ইরশাদ হচ্ছে-“যাকাত তো কেবল ১. নিঃস্ব, ২. অভাবগ্রস্থ ৩. তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, ৪. যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, ৫. দাসমুক্তির জন্য, ৬. ঋণ ভারাক্রান্তদের, ৭. আল্লাহর পথে ও ৮. মুসাফিরের জন্য।”[১৫] আর কেউ যদি তার ব্যতিক্রম করে তবে তার যাকাত আদায় হবে না। তাই ইসলাম একদিকে উন্নত

[১০] - সূরা নিসা,আয়াত:৩৬
[১১] - সূরা যারিয়াত,আয়াত:১৯
[১২] - সূরা বাকারা,আয়াত:২৬৮
[১৩] - সূরা বাকারা,আয়াত: ২৭২

[১৪] - সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮০
[১৫] - সুরা তওবা,আয়াত:৬০

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগীতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিম বিত্তবানগণ নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হয়। অন্যদিকে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ করতে ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। আর একেই বলা হয় যাকাত। অর্থাৎ মালিকে নিসাব তথা রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ ভরি) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন একটির নিসাবের মূল্য (১০ মার্চ'২১ এর কালেরকণ্ঠ পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বর্তমান রূপার বিক্রয় মূল্য ৭৪৭/- ী ৫২.৫ = ৩৯,২১৮/-) পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা ব্যবসায়িক সামগ্রী যদি কোন মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির মালিকানায় পূর্ণ একবছর থাকে, তবে তার উপর হাজারে ২৫ টাকা করে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। নামাযের পরে এ যাকাতের ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল করিমের বত্রিশ জায়গায় যাকাতের কথা এসেছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে- যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারেনা। ইরশাদ হচ্ছে -"(হে নবী!) তাদের ধন-সম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ করুন, যা ঐ ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দেবে।" [সূরা তাওবা, আয়াত:১০৩]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট যে অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হয় এবং তার মালিক তা থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একটি বিশেষ পরিমাণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারেনা। অর্থাৎ বিত্তশালীদের সম্পদ ব্যয় করে সমাজের দরিদ্র ও অভাবি লোকদেরকে সচ্ছল করার চেষ্টা করতে হবে এবং এমন সব কল্যাণমূলক কাজে এ সম্পদ নিয়োগ করতে হবে যা থেকে সমগ্র জাতি লাভবান হতে পারবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুর্বল, অসহায় ও নিঃস্বদের ওসিলাতেই সচ্ছল মানুষরা (আল্লাহর) সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হয়।' আর এই ফান্ড থেকেই মুসলিম সমাজের বেকারদের সাহায্য করা হয়। তাদের অক্ষম, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন, এতিম, বিধবা ও কর্মহীনদেরকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিপালন করা হয়

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দানশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় দান-অনুদান ও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। সর্বোপরি সম্পদের সুষম বণ্টনে ইসলামী নৈতিক শিক্ষা ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইনগত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাও জরুরি।

লেখক : আরবী প্রভাষক- রাণীরহাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা,
খতিব - রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রি কলেজ জামে মসজিদ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

করোনাকালীন ঈদ উদ্‌যাপন প্রসঙ্গঃ মানবতাবোধ

মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউল হক

বর্তমানে বৈশ্বিক করোনায় পুরো বিশ্ব কাবু। এ মহামারি করোনা, কোভিড-১৯ এবং নোবেল করোনা ইত্যাকার নামে পরিচিত। মূলতঃ সর্বপ্রথম ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে চীনের ওহান প্রদেশে এটির প্রকোপ দেখা দেয়ায় রোগটি কোভিড -১৯ টি নামে এক কথায় পরিচিত হয়ে উঠেছে। চীন, আমেরিকা, ইউরোপ, আরব-অনারব এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃতি হয়ে বাংলাদেশেও এর প্রকোপ দেখা দেয় সর্বপ্রথম বিগত বছরের ১২ মার্চ। ঐ বছরের ১৮ মার্চ প্রথমে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুবরণ করলে ২৬ মার্চ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ পুরো দেশ লকডাউন ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। বন্ধের দীর্ঘসূত্রতার লেজ এখনো বিস্তৃত আছে। এহেন কঠিন সময়ে গরীব, দুস্থ এবং অসহায়দের মাঝে আবার ফিরে এলো পবিত্র ঈদুল ফিত্বর। মরণঘাতী করোনা নিয়ে এবার আমাদের মাঝে দ্বিতীয় ঈদুল ফিতর উদযাপন। আমরা জানি, ঈদ মানে আনন্দ-আহলাদ, খুশি ও উৎসব ইত্যাদি। এবারো ঈদের করুনা ও দয়া-মায়া গ্রাস করে নিল মরণঘাতি করোনা ভাইরাস। দূর্ভিক্ষ ও অভাবের তাড়নায় মানবতের জীবন যাপন করছে গরীব রাষ্ট্রের অসহায় সমাজের দুঃখী ও অসহায় জনগণ। বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতির চাকা গতিশীল করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবে বহিরাষ্ট্রসমূহের সাথে পুরোপুরি নির্ভর। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও করোনা থাবার আঘাতে জর্জরিত হয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশানুরূপ ফলপ্রসু হয় নি। তাই বলা যায়, কোভিড-১৯ আক্রান্তের পর হতে অদ্যাবধি দেশের আমাদানী রপ্তানী কাঙ্খিত সফলতার মুখ দেখেনি বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইসলাম সাম্য, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম। মানবেতর নয়, বরং মানবতায় যাপিত জীবনই ইসলামের পরম শিক্ষা। মহানুভবতার মহান নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজীবনের প্রতিটি পরতে পরতে মানবতাবোধ এবং উদারতার প্রয়োগ দেখিয়ে মানব সেবাকে সর্বোত্তম সেবা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ণিত হয়েছে: মুসলিম পরস্পর ভাই। সে তাকে অপদস্থ করতে পারে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। (মিশকাত)

মুসলিম সমাজের দু'টি প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদুল ফিতর একটি। মুসলিম সমাজে ঈদুল আযহার চেয়ে ঈদুল ফিতরের আমেজ, গুরুত্ব ও গাম্ভির্যতা একটু বেশি। এ দিনে মুসলিমবিশ্ব হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ-আক্রোশ, গোত্রভেদ ও বর্ণবৈষম্যসহ সব সধরণের ব্যবাধন গুচিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদের ময়দানে একাকার ও ঐক্যের যে সংগতি দেখায়, তা অন্য ধর্মে বিরল। আমীর-ফক্বীর, ধনী-নির্ধন, এবং ছোট-বড় সবই মিলে সাম্যতার এক দারুন আবহ তৈরী হয়। উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কল্যাণকর উৎসব ও বারকাতমন্ডিত অনুষ্ঠান দান করেছেন। এ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে ঈদ হলো পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা, প্রীতি ও সৌহার্দের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অনুষ্ঠান।

ঈদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যতার সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্মে একতরফা কোনো ঈদ নেই। এটি নবীজীর শিক্ষা নয় যে, সমাজের বিত্তবান ও ধনীরা সুন্দর ও দামী কাপড় পরিচ্ছদ পরিধান করে ঈদ উদযাপন করবে, ঈদের আনন্দে মেতে উঠবে আর পাশে অবস্থিত অসহায় গরীব, মিসকীনরা জীর্ণ শীর্ণ কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে ক্ষুধার্ত জীবন যাপন করবে। এ ব্যবধান, তারতাম্য ও ভেদাভেদের পক্ষে ইসলামের অবস্থান সর্বধা কঠোর। অসঙ্গতি ও অসাম্যের লেশ মাত্র ইসলামে নেই। তাই শান্তি ও সাম্য এবং উৎসবময় ঈদুল ফিত্বরের দিন একতরফার আনন্দের মূলোৎপাঠন করে ইসলামী শারী'আতের প্রবর্তন করা হয়েছে। অধুনা করোনকালীন ঈদ উৎসবে সাদক্বাতুল ফিত্বরার বাস্তবতা ও প্রয়োগের গুরুত্ব মুসলিম সমাজে আরো নতুনভাবে বৃদ্ধি করেছে।

মৌলিক দু'টি কারণে ইসলামী শারী'আতের সাদক্বাতুল ফিত্বরকে বিধান করা হয়েছে। প্রথমতঃ রোযাদার তার সিয়ামসাধন পালনে কৃত ক্রটি মার্জনা। দ্বিতীয়তঃ গরীব অসহায়দের রিযকের ব্যবস্থা করা। করোনা কালীন এ সাদক্বাতুল ফিত্বরের যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার। আমাদের সমাজে অসংখ্য সাদক্বাতুল ফিত্বরা ও যাকাত হক্বদার অসহায় ও দুঃস্থ ইয়াতীমরা অভাবের তাড়নায় কাতরাচ্ছে। আবার আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আছে যারা নিজেদের অভাব মুখ খোলে বলতে সংকোচ করে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

থাকে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের খোঁজ খবর নিয়ে সাদক্বাতুল ফিত্বরার অংশ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে স্বচ্ছল আত্মীয় স্বজনের নৈতিক দায়িত্ব মনে করি। হাদীস শারীফে এসেছেঃ আত্মীয়দের দানে দু'টি হক পালিত হয়। এক. শারীআতের হুকুম দুই. আত্মীয়তার বন্ধন। (মিশকাত)

করোনা ঢেউয়ে যাকাতের সুষ্ঠু বন্টন

যাকাত ইসলামী জীবন বিধানের একটি ভিত্তি। এটি অবশ্যই পালনীয় ইবাদাত। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদ- হলো যাকাত। এটি অর্থনৈতিক তারতাম্য ও ব্যবধান নিরসনের মূল হাতিয়ার। ইসলামে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের যে গুরুত্ব দিয়েছে, এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো যাকাতের বিধান। মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়লে সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। যদ্দরুণ, মানুষের মধ্যে অভাব অনটন বেড়ে যায়, মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধপতন হয় এবং সর্বোপরি সমাজে অত্যাচার-অনাচারের প্রকোপ বেড়ে যায়। এসব উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ধনী মুসলমানের উপর যাকাত ফরদ্ব করেছেন। কুর'আনুল কারীমে মোট আট প্রকার লোককে যাকাত ও সাদক্বাহ্ গ্রহণের হক্বদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ
সাদক্বাহতো শুধু ফক্বীর ও মিসকীনদের জন্য, এবং সাদক্বা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, কর্জগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০) চলমান মহামারি করোনায় যাকাতের টাকা দিয়ে অসহায়, দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর মোক্ষম সময়। আপনাদের প্রদেয় যাকাতের এ বন্টন এলাকার অনেক জীবন বাচার স্বপ্ন দেখাবে, আশার আলো দেখবে। সর্বোপরী মানব কল্যাণে আপনার পদক্ষেপ অপর বিত্তবানদের উৎসাহ যোগাবে।

পরোপকার, মানবতাবোধ এবং পরের কল্যাণে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করা ইসলাম ধর্মের অন্যতম শিক্ষা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতাবোধকে সকল বিষয়ের উপর স্থান দিয়েছেন। সমাজের অসহায় ও দুঃখীদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ আমি ও ইয়াতীমের পালনকারী বেহেশতে এক সাথে থাকবো। (মুসলিম)

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো ধনীরা গরীবদের সহযোগিতায় দানের হাত সম্প্রসারণ করা। সমাজের গরীব শ্রেণীর লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ কাজ। কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।

আল্লাহ তা'আলা হলেন সবচেয়ে বড় দাতা। আর সৃষ্টির মধ্যে বড়দাতা হলেন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন দানশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর দানের তুলনা হয় না। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মানুষের তুলনায় সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও সর্বাধিক সাহসী। (বুখারী) দানশীল মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়। এটি কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থায় শান্তি ও ছায়ার উপকরণ হবে। (মিশকাত)

মূলকথা, ইসলাম মানুষের সেবা ও খিদমাত সংরক্ষণ করেছে। পরসেবা ও খিদমাতের জন্য, সমাজের উপকারের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্ধুদ্ধ করে। যদ্দরুণ, সমাজে থেকে অশান্তি, অসঙ্গতি ও অবজ্ঞা দূর হয়ে সমাজ জীবনে নেমে আসে সুখের বারিধারা। ইসলাম শুধু মানুষের সেবার প্রতিই উদ্ধুদ্ধ করে না; বরং আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির প্রতি সেবাদানের ব্যাপারেও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। বর্ণিত হয়েছেঃ যারা অপরের প্রতি দয়া করে, রাহমান- অতি দয়াবান প্রভূ তাদের প্রতি দয়া করেন। সুতরাং পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তোমরা দয়া কর। তাহলে আকাশের অধিষ্ঠিত প্রভূও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী) তাই করোনা মহামারীর এ কঠিন দুঃসময়ে ঈদের প্রাক্কালে সকলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সাদকা উপহার বিনিময় করি। যাতে নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী অভাবী দুঃস্থ মুসলিম ভাই-বোনদের মুখে হাশি ফোটাতে পারি তবেই হবে ঈদুল ফিতরের স্বার্থকতা।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, আল্ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোল শহর, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

নবী মোস্তফা (ﷺ)'র শিক্ষার আলোকে

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন, শিক্ষা ও প্রতিপালন

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

এ কথা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক শিশু ইসলামের 'ফিত্বরাত' (স্বভাব)-এর উপর জন্ম নেয়। তার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্ব ও বাহ্যিক কর্মকা- যেমন- পিতামাতা, শিক্ষা-দীক্ষা, অনুকূল পরিবেশ এবং সামাজিক ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে গঠিত হয়। যদি সমাজ সুন্দর ও সুস্থ হয়, তখন তাতে সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। অপরদিকে যদি সমাজ অসুন্দর ও অপছন্দনীয় কর্মকা- ভরে উঠে, তখন নূতন প্রজন্ম নিজে থেকেই গোমরাহীর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যে উন্নত ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধের চর্চা করতে চায়, তাকে কঠিন অবস্থাদির উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সমাজ ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও এবং কষ্টিপাথরও। তাই সমাজ থেকে পৃথক হয়ে নূতন প্রজন্মের ব্যক্তিত্ব গঠন, পানির বাহিরে থেকে সাঁতার কাটা শেখার নামান্তর।

ইসলামের 'ফিতরাত''র উপর শিশুর জন্মের ব্যাপারে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, **হুযূর নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،

'প্রত্যেক জন্ম নেয়া শিশু 'ফিত্বরাত' (দ্বীন)'র উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, 'নাসরানী'(খ্রিস্টান) অথবা অগ্নিপুজক বানিয়ে দেয়।'(বোখারী)[১৬]

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'সন্তান পিতামাতার নিকট আল্লাহ তা'আলার আমানত এবং তার অন্তর একটি উন্নত, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আয়নার ন্যায়। সেটা কার্যত: প্রত্যেক প্রকারের নক্বশা ও আকৃতি থেকে মুক্ত, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও যে কোন প্রভাবকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করার সামর্থ রাখে। সেটাকে যে দিকে ইচ্ছা ধাবিত করা যায়। যদি তাতে উত্তম স্বভাব সৃষ্টি করা যায় এবং তাকে উপকারী জ্ঞান পড়ানো হয়, তাহলে সেটি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য হাসিল করে নেয়। এটি এমন এক কল্যাণের কাজ, যাতে পিতামাতা, শিক্ষকমন্ডলী, অপরাপর মুরব্বীগণ সকলেই অংশীদার হন। কিন্তু তার মন্দ স্বভাবকে যদি এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে পশুদের ন্যায় মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়, তখন সে অসৎচরিত্রবান হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। যেটার দায় তার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কদের ঘাড়ে এসে পড়ে।'[১৭] এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।'(আত্-তাহ্রীম, আয়াত:৬)[১৮]

ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন, শিক্ষা-দীক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চায় পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পিতামাতা বিশেষভাবে মাতৃকোল দুনিয়ার সর্বপ্রথম পাঠশালা, যা নবজাত শিশুর স্মৃতিপটের উপর প্রাথমিক রেখা অংকন করে থাকে। একজন নেককার 'মা' সন্তানের প্রতিপালন ইসলামী শিক্ষার আলোকে করে থাকেন, যাতে সে বড় হয়ে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নিজের কর্তব্যগুলো উত্তমরূপে আদায় করতে পারে। এমনই পরম সম্মানিত মাতৃবর্গের ব্যাপারে **নেপোলিয়ন** বলেছিলেন: 'তোমরা আমাকে ভালো মা দাও, আমি তোমাদেরকে ভালো জাতি দেব।'

ড. ইকবাল রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন: 'জাতিসমূহের গৌরবময় ইতিহাস এবং তাদের অতীত ও বর্তমান, তাদের মাতৃবর্গেরই 'ফয়য' (কল্যাণধারা)।'

অত্যন্ত গভীরভাবে ইতিহাস পাঠ- পর্যালোচনা করলে আমাদের নিকট প্রত্যেক মহান ব্যক্তির সফলতার পেছনে 'মা'-এর ভূমিকা ব্যাপক ফলপ্রসু হিসেবে নজরে আসে। যেমন: ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং সায়্যিদাহ্ যয়নব ও উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু

[১৬] বোখারী, আস্ সহীহ, كِتَابُ الْجَنَائِزِ, بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ খন্ড-০২,
পৃ. ১০০, হাদিস নং- ১৩৮৫

[১৭] ইমাম গাযালী, ইহ্ইয়া-ই উলূমিদ্দীন, ৩/৭২

[১৮] আল-ক্বোরআন: সূরা (৬৬) আত্-তাহ্রীম, আয়াত:৬

প্রবন্ধ

তা'আলা আনহুমা, যাঁরা একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁদের সুমহান ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁদের পরম সম্মানিত জননী সায়্যিদাহ্ ফাতিমাতুয্যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। পুতঃপবিত্র মূল্যবোধসম্পন্ন মায়েরা স্বীয় উন্নত মূল্যবোধ, অতুলনীয় প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে সমাজে এমন উপযুক্ত ও পূণ্যবান সন্তানদের উপস্থাপন করেছেন, যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আলিম, আবিদ এবং বীরত্ব, উন্নত ও সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব দ্বারা সুসজ্জিত মানবিক মূল্যবোধের ধারক আর সমাজের জন্য উপকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন।

মায়ের ন্যায় পিতাও সন্তানদের প্রতিপালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো বিকাশে একজন **'রোল মডেল'** (পথিকৃৎ)-এর মর্যাদা রাখেন। ইসলাম জন্মপূর্ব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সন্তানের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ যথা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা পিতার প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা এরশাদ করেন:

تَصَدَّقُوا، قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ-

"তোমরা সাদ্ক্বাহ করো।' তখন এক ব্যক্তি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট এক দীনার রয়েছে, (সেটা কী করবো?) তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করেন: 'সেটা নিজের জন্য খরচ করো।' ওই ব্যক্তি পুনরায় আরয করলেন, আমার নিকট আরো এক দীনার রয়েছে। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন: 'সেটা তোমার স্ত্রীর উপর খরচ করো।' ওই ব্যক্তি এরপর আরয করলেন, আমার নিকট আরো এক দীনার রয়েছে। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন: 'সেটা তোমার সন্তানের উপর খরচ করো।' ওই ব্যক্তি অতঃপর আরয করলেন, আমার নিকট আরো এক দীনার রয়েছে। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন: 'সেটা তোমার খাদেমের উপর খরচ করো।' ওই ব্যক্তি তারপর আরয করলেন, আমার নিকট আরো এক দীনার রয়েছে। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন: 'সেটা তুমি যেখানে ভালো মনে কর খরচ করো।" (মুসনাদে আহমদ)[১৯]

সন্তানদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে খরচ করা কেবল দুনিয়াদারী নয়, বরং দ্বীনের প্রকৃত দাবি ও শরী'আতের শিক্ষাগুলোর শামিল।

হাদিস-ই মুবারকের আলোকে,

﴿مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

'যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে নিজ প্রয়োজন মেটানো, স্বীয় পরিজন ও সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা এবং প্রতিবেশিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, এমতাবস্থায় তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে। (মুসান্নাফ-ই ইবনে আবূ শায়বা)[২০]

❖ সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সন্তান-সন্ততির ভালো বা মন্দ শিক্ষা-দীক্ষার মানদ-পিতামাতার লালনপালন ও যত্ন নেয়ার সাথে সাথে তাদের সঠিক দিশার প্রতি নির্দেশনা দেয়া ও চারিত্রিক মূলবোধের উপর সীমাবদ্ধ। সন্তানের 'তরবিয়ত' (শিক্ষা-দীক্ষা)'র বিষয়ে পিতামাতার কর্তব্য পালন সম্পর্কে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিস-ই মুবারকে তাগিদ পাওয়া যায়। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, **হুযূর নবী করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: **أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ**

'তোমরা সন্তানদেরকে সম্মান করো এবং তাদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।' (ইবনে মাজাহ্)[২১]

পিতামাতার উচিত হচ্ছে, সম্মান প্রদর্শন করা, উৎসাহ দেয়া এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সন্তানদের সফলতাগুলোকে অগ্রাধিকার দেবেন, চাই ওই সফলতা তাদের দৃষ্টিতে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। এ জন্য যে, ওই

[১৯] মুসনাদে আহমদ, খ--১২ পৃ.- ৩৮১ হাদিস নং- ৭৪১৯
[২০] মুসান্নাফ-ই ইবনে আবূ শায়বা, খ--৪,পৃ.-৪৬৭, হাদিস নং-২২১৮৬
[২১] ইবনে মাজাহ্, খ--২,পৃ.-১২১১, হাদিস নং- ৩৬৭১

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

সফলতা সন্তানের সত্ত্বাগত যোগ্যতাগুলোর দিক থেকে অনেক বড় হয়ে থাকে। পিতামাতার উচিত সন্তানের ছোট ছোট সফলতাকেও বাহবা দেয়া। যখন তারা পিতামাতার এমন ভালবাসা, প্রশংসা ও উৎসাহ পাবে, তখন তাদের অনুভব হবে যে, তাদের পিতামাতা তাদের উপর ভরসা রাখেন। অতঃপর 'আত্মবিশ্বাস'-এর এ অনুভূতি তাদেরকে আরো ব্যাপক শিক্ষা অর্জন, সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা ও সফলতার প্রতি ধাবিত করবে এবং অপর ব্যক্তিবর্গের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যথার্থ সহযোগিতা হিসেবে প্রমাণিত হবে।

পিতামাতাকে এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্বীয় সন্তানদেরকে অপর কারো সন্তানদের সাথে তুলনা করবে না। যদি সন্তানের মধ্যে শারীরিক ঘাটতি থাকে বা সে মেধার দিক থেকে দূর্বল হয়, তখন তাকে তার দূর্বলতা ও অক্ষমতার কথার অনুভূতি না দিয়ে, বরং উৎসাহ দিয়ে এমন লোকদের কৃতিত্ব ও ঘটনাবলি শোনানো উচিত, যারা অপারগতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কিছু কিছু পরিবার এমনও দেখা যায়, যাতে পিতামাতা সন্তানদের সফলতার উপর তাদেরকে কোন বড় পুরস্কার দেয়ার লোভ দেখান, মূলত: তাদের উদ্দেশ্য পুরস্কার দেয়া নয়, বরং তাদেরকে সফলতার জন্য মেহনত করার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা। পিতামাতার এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তাদের এ কর্মকা- মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত এবং সেটা থেকে হুযূর নবী-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ

'যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তানকে বললো, এসো! আমি তোমাকে এ জিনিস দেব। অতঃপর তাকে কিছুই দিল না, তাহলে এটাও মিথ্যা।' (মুসনাদে আহমদ)[২২]

❖ প্রতিপালনের সময় চারিত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা:

সন্তান প্রতিপালনের সময় পিতামাতার উচিত যে, যদি কোন সন্তান থেকে কোন মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন তাকে তিরস্কার না করা এবং না তাকে মন্দ নামে উপাধী দিয়ে সম্বোধন করা। তার মন্দ আচরণের জন্য সমালোচনা অবশ্যই করবেন, কিন্তু তার আত্মসম্মানে কখনো আঘাত করবেন না। এ জন্য কোন উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করবেন, সম্মিলিতভাবে ওই সন্তানের নাম ও সম্বোধন করা ছাড়াই তার অসংগতি ও ভুলের প্রতি ইশারা করা উচিত। এটা দ্বারা একে তো ভুল আচরণকারীর যেমন নিজ থেকেই উপলব্ধি হয়ে যায় এবং সে সেটা পরিত্যাগ করে এবং তার এটাও অনুভব হয় না যে, এ কথা বিশেষভাবে তাকেই বলা হচ্ছে। অপর সন্তানদের জন্য সতর্কতা হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি এককভাবে সতর্ক করা অধিক উত্তম হয়, তাহলে ইতিবাচক ভাবভঙ্গিতে নির্জনে সেটা করা উচিত।

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আমল মুবারক থেকে প্রমাণিত যে, তিনি (হুযূর করীম) কোন ব্যক্তিকে এককভাবে সতর্ক না করে, কোন সমাবেশকে সম্বোধন করে ওই অসংগতির প্রতি ইশারা করতেন, কিন্তু যখন এ কথার প্রয়োজন মনে করতেন যে, ভুলের বিষয়ে সরাসরি সতর্ক করে দেয়া হোক, তখন অত্যন্ত ভালবাসায় বুঝিয়ে দিতেন, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি কোন প্রকারের হীনমন্যতার শিকার না হয় এবং সে নিজের সংশোধনও করে নেয়।

* হযরত মু'আভিয়া ইবনে হাকাম সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ـ

'তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করেছিলাম, এমতাবস্থায় জামা'আতের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হাঁচি আসলো। আমি বললাম, يَرْحَمُكَ اللهُ (আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন।)

[২২] মুসনাদে আহমদ, খ--১৫ পৃ.- ৫২০ হাদিস নং- ৯৮৩৬

প্রবন্ধ

كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

'আমি বালক বয়সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদ্‌মতে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করলেন, হে বৎস! 'বিসমিল্লাহ্' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।' (বোখারী)[২৫]

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধমক না দিয়ে, মন্দ কিছু না বলে শুধুমাত্র আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা সন্তানকে আহারের আদাব বা শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছেন, এতে তার স্বভাবে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে নি, বরং সেটার উপর আমল করাকে সে সদাসর্বদার জন্য আপন করে নিয়েছে। উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিশুদের ধমক বা বকা দেন নি এবং মন্দ কিছুও বলেন নি, বরং পরিপূর্ণ মুহাব্বত ও স্নেহ দ্বারা বুঝিয়েছেন এবং বুঝানোর পর দো'আও দিয়েছেন। পিতামাতারও উচিত যে, 'উসওয়া-ই হাসানাহ্' (উন্নত চরিত্র)-এর আলোকে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী প্রেম-ভালবাসা সহকারে ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে তাঁদের এরূপ বুঝানোর মাধ্যমে সন্তানদের সংশোধনের উপায় হয়।

❖ **তরবিয়ত ও হিকমত:**

অনেক সময় এমনও হয় যে, আদুরে সন্তানের ভালবাসায় পিতামাতা সন্তানের অবৈধ জেদ তার চিৎকার-চেচাঁমিচির কারণে পূরণ করে দেন, এটা দ্বারা সন্তানের অভ্যাস খারাপ হয়ে যায় আর সে এটা ভেবে নেয় যে, কান্না করা এবং জেদ করা নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য ফলপ্রসু পদ্ধতি।

এতে সবাই রুষ্ট দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাতে থাকল। তা দেখে আমি বললাম, আমার মা আমার বিয়োগ ব্যথায় কাতর হোক। কি ব্যাপার! তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ যে? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত মারতে থাকল। (আমার খুব রাগ হওয়া সত্ত্বেও) আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায় তখন আমি চুপ করে রইলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলে আমি তাকে সবকিছু বললাম। আমার পিতা ও মাতা তার জন্য ক্বোরবান হোক। আমি ইতোপূর্বে বা এর পরে আর কখনো অন্য কোন শিক্ষককে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না বা মারলেন না কিংবা বকাঝকাও করলেন না। বরং এরশাদ করলেন: নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা উচিত নয়, বরং প্রয়োজনবশতঃ তাস্‌বীহ, তাকবীর বা ক্বোরআন পাঠ করতে হবে।'(মুসলিম)[২৩]

* তেমনিভাবে অপর এক বর্ণনায় হযরত রাফে' ইবনে আমর আল্ গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلَامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟قَالَ: آكُلُ. قَالَ: فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ

'আমি বালক বয়সে আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে মারতাম। একদা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন, হে বালক! তুমি খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ো কেন? সে বললো, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন, ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পেড়ো না, বরং গাছতলায় পড়ে থাকা খেজুর খাও। অতঃপর তিনি (হুযূর করীম) তার মাথায় হাত মুবারক বুলিয়ে এরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তার পেট ভরিয়ে দাও, একে পরিতৃপ্ত করুন।' (আবূ দাঊদ)[২৪]

* হযরত ওমর ইবনে আবূ সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে-

---

[২৩] মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-০১, পৃ. ৩৮১, হাদিস নং- ৫৩৭
[২৪] আবূ দাউদ, আস সুনান, খ-- ৩, পৃ.-৩৯, হাদিস নং- ২৬২২

[২৫] বোখারী, আস্ সহীহ, كِتَابُ الأطعمة , بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِاليَمِينِ খন্ড-৭, পৃ. ৬৮, হাদিস নং- ৫৩৭৬

www.anjumantrust.org E-mail: anjumantrust.org@gmail.com
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গঠনকে উন্নত করার জন্য পিতামাতাকে বিশেষভাবে এ কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পারস্পরিক ঘরোয়া মতবিরোধ এবং দাম্পত্য ঝগড়া-বিবাদ যতটুকু সম্ভব হয় এড়িয়ে চলা। কোন কথায় মতানৈক্য হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের সামনে বাকবিতন্ডাকে পরিহার করবেন। কেননা তাদের পারস্পরিক অসন্তুষ্টি ও ঝগড়ার প্রভাব বাচ্চার মস্তিষ্ক ও মননের উপর বোধগত বা অনুধাবনহীনভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাচ্চারা বয়সে কম হলেও তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। যখন পিতামাতা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে, তখন বাচ্চা স্বীয় কোন কর্ম দ্বারা তাদেরকে বুঝতে দেয় না, কিন্তু সে দেখে এবং শুনতে থাকে আর এ ভয়ানক দৃশ্য তার স্মৃতিতে স্থায়ী হতে থাকে।

সে সর্বদা ভাবতে থাকে যে, আমাদের পিতামাতার পারস্পরিক ঝগড়া তো শেষই হয় না, শুধু শুধু আমাদের উপর প্রভাব খাটান। যখন মা বাচ্চাদের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন, তখন তারা মনে মনে বলতে থাকে, পিতার অসন্তুষ্টির ক্রোধ আমাদের উপর প্রকাশ করছেন। তেমনিভাবে যখন পিতা রাগের মধ্যে সন্তানদের সাথে কথা বলেন, তখন তারা ভাবে যে, আম্মু আব্বুর কথা মানেন নি, তাই আব্বু স্বীয় রাগ আমাদের উপর প্রকাশ করছেন। এ জন্য পিতামাতার উচিত যে, ঘরোয়া পরিবেশকে উন্নত ও সুন্দর করা এবং নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ কিংবা মতানৈক্য বাচ্চাদের সামনে প্রকাশ করাকে পরিহার করা।

সন্তানের লালন পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে যা যা করণীয় সকল বিষয়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমান আধুনিক যুগেও সেসকল শিক্ষার অনুসরণ, অনুকরণ ও চর্চা অব্যহত রাখলে, আমাদের প্রতিটি সন্তান-ই উন্নত চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়ে 'ওয়ালাদ্-ই সোয়ালীহ্' (উপযুক্ত সন্তান)'র মর্যাদা অর্জন করতে পারবে।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাসআলা-মাসাইল

শরীয়তের দৃষ্টিতে হীলাহ্-ই ইসক্বাত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হীলাহ্-ই ইসক্বাত্ব'-এর অর্থ

'হীলাহ' ও 'ইসক্বাত্ব' দু'টি আরবী শব্দের সমন্বয়ে 'হীলাহ্-ই ইসক্বাত্ব' সম্বন্ধপদ। সুতরাং 'হীলাহ্'-এর আভিধানিক অর্থ কৌশল, বাহানা। স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অসম্পাদিত গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার কৌশল বা বাহানা অজুহাত পেশ করাই হচ্ছে 'হীলাহ'।

আর 'ইসক্বাত্ব' মানে মাথা বা কাঁধের উপর থেকে বোঝা ফেলে দেওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় জীবিত ওয়ারিস নিজের সম্পদের বিনিময়ে ইসক্বাতের নির্দ্ধারিত নিয়মে নিজের মৃত ব্যক্তির স্কন্ধ থেকে তার গুনাহর বোঝা ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে 'ইসক্বাত্ব'। এর মাধ্যমে মৃতের গুনাহর বোঝা হাল্কা হবার আশা করা যায়। সুতরাং এটা জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য একটি উপকারী ও প্রিয় পদ্ধতি। এর একটি শরীয়ত সমর্থিত ও প্রমাণসমৃদ্ধ পদ্ধতি রয়েছে।

কিন্তু আজকালের অনেক মুসলমান তাদের মৃতদের প্রতি কোন দুঃখবোধ ও সমবেদনা দেখায় না বরং নানা বাহানা অজুহাত দেখিয়ে অর্থকড়ি বাঁচানোর চেষ্টা করে। অথচ মরহুম মাতা-পিতার সাথে এমন নির্দয় আচরণকারী সন্তান সন্ততিকে যালিম ও অবাধ্য (না-ফরমান) বলে গণ্য করা হবে। সর্বোপরি, তা সন্তানদের উপর মাতাপিতার মরণোত্তর হক্ব বা অধিকার এবং কর্তব্য পালনে অবহেলাই হয়ে থাকে। নাঊযুবিল্লাহ্!!

তাই, এ নিবন্ধে হীলা-ই ইসক্বাতের বাস্তবাবস্থা, উদ্দেশ্য, শরীয়তসম্মত পদ্ধতি এবং এর পক্ষে শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

ইসক্বাত্বের বাস্তবতা

অনেক এলাকায় ইসক্বাত না করে শুধু ফাতিহাখানির ব্যবস্থা করা হয়। তৎসঙ্গে কিছু টাকা পয়সা খায়রাত করে দেওয়া হয়। এটা বস্তুতঃ 'ইসক্বাত্ব' নয়; বরং নিছক দায়িত্ব এড়ানো মাত্র। 'ইসক্বাত্ব'-এর আসল ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি এ নিবন্ধে বর্ণনা করা হবে-ইনশা-আল্লাহ্!

মৃত ব্যক্তির বয়স হিসাব করে তার জীবনের অসম্পাদিত নামায, রোযা ও ক্বসমের কাফ্ফারা ইত্যাদির সমপরিমাণ অর্থ কিংবা জিনিষপত্র গরীব-মিসকীনকে সদক্বা করে দিলেই প্রকৃত 'ইসক্বাত' হয়ে যায়।

তখন তাতে কোন হীলা বা কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়না; কিন্তু যদি ওই সবের কাফ্ফারার পরিমাণ বেশী হয়ে যায় এবং ওই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ খায়রাত করার সামর্থ না থাকে তবে হীলা-ই ইসক্বাত অবলম্বন করলেও মৃত ব্যক্তির নাজাত বা পরিত্রাণের আশা করা যায়। এ হীলা বা কৌশলের পদ্ধতিতে সামান্য পরিমাণের অর্থ কাউকে দান করে, তা ওই দান-গ্রহীতা তার প্রাপ্ত দানকে দাতা কিংবা অন্য কাউকে বারংবার দান করলে ও গ্রহণ করলে তা পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তাও নির্ণীত কাফ্ফারার সমান হয়ে তা সাদক্বাহ্কৃত হয়ে যায়। কারণ, প্রথম বারের অর্থ কাউকে দান করে তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হলে, সে তা পুনরায় দান করলে তা দ্বিগুণ হয়ে যায়, এ দ্বিতীয় মালিক তা পুনরায় দান করলে তৃতীয় গ্রহীতা ওই অর্থের পুনরায় মালিক হলে ওই মূলধন তিনগুণ হয়ে যায়। এভাবে যতবার মালিক বানানো হয় এবং ওই মালিক তা দান করতে থাকে, ততবার ওই অর্থ পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ওই দেয় কাফ্ফারা পরিশোধিত হয়ে যায়।

এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে- দাতা দান করার পর ওই অর্থ পরবর্তী গ্রহীতার হাতে গেলে, এ মালিকানা পরিবর্তনের ফলে ওই অর্থের হুকুম বা বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা উসূলে ফিক্বহের একটি সর্বস্বীকৃত অভিমত। এখন দেখুন এর পক্ষে কতিপয় প্রমাণ-

প্রমাণ-১।।

মালিকানা বদলে গেলে কোন জিনিষের হাক্বীক্বত বদলে যায়। সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শরীফ সুস্পষ্ট। তিনি নিজের এক খাদিমা মহিলা সাহাবী হযরত বরীরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি হুযূর-ই আক্রামের খেদমতে কিছু খেজুর পেশ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, "তোমার ডেক্সিতে কি রান্না হচ্ছে?" মহিলা সাহাবী আরয করলেন, "হুযূর! ওটা সাদক্বাহর

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

গোশত। আপনি তো সাদক্বাহর জিনিষ আহার করেন না।" তিনি (হুযূর-ই আক্রাম) কি আশ্চর্যজনক, প্রিয় ও ব্যাপকার্থক জবাব দিয়েছেন! তিনি এরশাদ ফরমালেন, لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدْيَةٌ অর্থাৎ "সেটা যখন তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তখন তা তোমার জন্য সাদক্বাহ্ হয়েছে। এখন তুমি তা আমাদেরকে দিলে তা আমাদের জন্য হাদিয়া হবে।" প্রকাশ পেলো যে, মালিকানা বদলে গেলে কোন জিনিষের হাক্বীক্বত বদলে যায়।

প্রমাণ-২।।

হানাফী উসূল-ই ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাব (পাঠ্য পুস্তক) 'নূরুল আন্ওয়ার'-এ লিপিবদ্ধ আছে- যদি কোন ফক্বীর (দরিদ্র লোক) যাকাতের সামগ্রী গ্রহণ করলো। তারপর সে তা কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করে দিলো অথবা বিক্রি করে ফেললো। এমনটি করা বিশুদ্ধ ও বৈধ। কেননা, তা যখন ফক্বীরকে দেওয়া হয়েছে, তখন তা যাকাত হিসেবে গণ্য ছিলো। যখন ফক্বীর তা অন্য কাউকে দিয়ে দিলো, তখন তা দান করা কিংবা বিক্রয় করাই হলো। মালিকানা বদলে গেলে জিনিষও বদলে যায়।

অনুরূপ, যদি কোন ধনী লোক নিজের যাকাতের মাল থেকে নিজের গরীব উপযুক্ত ভাইকে দিয়ে দেন। হঠাৎ ওই ফক্বীর মারা যায়, আর ওই মাল মীরাস হিসেবে আবার ওই ধনী ব্যক্তি পেয়ে যায়, তবে তার যাকাতও আদায় হয়ে গেছে এবং মীরাসেরও মালিক হয়ে গেলেন। কেননা মালিকানা বদলে গেলে মালও বদলে যায়। শামী, আলমগীরী এবং দুররে মুখতার ইত্যাদি কিতাবেও এ স্বীকৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উপরোক্ত দলীল দু'টি থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, ইসক্বাতের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য অর্থ সম্পদের 'দাওরাহ' (বারংবার হাত বদল তথা মালিকানা বদলানো) দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়; নিছক ফাতিহা-খানি দ্বারা হয় না।

হীলার সাথে ক্বোরআন মজীদের ওসীলা গ্রহণ

কোন কোন এলাকায় অর্থ বা গম ও সামগ্রীর দাওরা করা হয় (অর্থাৎ দান ও গ্রহণ করানো হয়)। এর সাথে ক্বোরআন মজীদের কপিও দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে তাদের দু'টি উদ্দেশ্য থাকেঃ

প্রথম উদ্দেশ্য

কোন কোন এলাকায় ক্বোরআন মজীদকে এ নিয়্যতে শামিল করা হয় যে যেহেতু "হীলা-ই ইসক্বাত'-এর জন্য বিরাট অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়, আর ক্বোরআন মজীদ, দুনিয়ায় সর্বাধিক মূল্যের জিনিষ, তখন সেটার অতি উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়, আর ওই কাফ্ফারার মূল্য মানের পরিবর্তে, ক্বোরআনের মূল্যমানকে মূল্যমান-সম্পন্ন জিনিষের মতো সাব্যস্ত করে ওই দাওরার মধ্যে শামিল করা হয়; তবে এ শর্তে যে, ক্বোরআনের কপিটা ওয়াক্বফের হবে না; বরং মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন হতে হবে অথবা পুনরায় বাজার থেকে এতদুদ্দেশ্যে ক্রয় করা হবে। এটাও পছন্দনীয় আমল।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে ক্বোরআন মজীদকে ওই দাওরার মধ্যে শামিল করে যে, মৃতের দায়িত্বে নামায, রোযা, কাফফারা ও কারো প্রাপ্য ইত্যাদির অনেক মাল-সামগ্রী ও অর্থকড়ি ফিদিয়া স্বরূপ পরিশোধযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়; এদিকে পরিশোধের জন্য মাল- সামগ্রী ও অর্থকড়ি পরিমাণে কম থাকে, যা ইসক্বাতের নিয়্যতে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হচ্ছে, তখন নিজের অপারগতা ও অপরাধ স্বীকার স্বরূপ ক্বোরআন মজীদকে হীলাহ্টা কবুল হবার জন্য আল্লাহর দরবারে ওসীলাহ্ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। এটাও পবিত্র ও বরকতময় নিয়্যত।

এ নিবন্ধে আরো কিছু অকাট্য প্রমাণ সহকারে 'হীলা-ই ইসক্বাত'-এর মাসআলাটা আলোচনা করা হচ্ছে। সুতরাং সত্য সন্ধানী ও ন্যায়-পরায়ণতা পছন্দকারী লোকদের জন্য পুস্তিকাটা অত্যন্ত উপকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে জেদ কিংবা পক্ষপাতিত্বের কোন চিকিৎসা এ পর্যন্ত আসমান থেকে অবতীর্ণ কিংবা যমীনে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা লেখাটাকে উপকারী হিসেবে কবূল করুন! আ-মী-ন।

ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হীলাহ' শব্দের অর্থ বাঁচার জন্য কৌশল বা বাহানা অবলম্বন করা। এটা ছাড়াও এর অর্থ-কাজ সম্পন্ন করার শক্তি, জ্ঞান ও উত্তম চিন্তা-ভাবনা। প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ 'আল-মুন্জিদ'-এ আছে-

اَلْحِيْلَةُ ج حِيَلٌ - اَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِى الْاَشْغَالِ
وَالْحَذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظْرِ

অর্থাৎ হীলাহ্ শব্দটা এক বচন, সেটার বহুবচন 'হিয়ালুন'। এর আভিধানিক অর্থ শরীয়তসম্মত কতগুলো কাজের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের বা সম্পন্ন করার ক্ষমতা, জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনা। [আল মুনজিদ: ২৫২পৃ.]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

অন্যভাবে বলা যায় শরীয়তসম্মতভাবে ওই জায়েয ত্বরীক্বাকে 'হীলাহ' বলা হয়, যা দ্বারা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজন পূর্ণ করা যায়। সেটাকে হীলাহ্ বলা হয়। আর 'ইসক্বাত্ব' (اسقاط) মানে ফেলে দেওয়া।

ফক্বীহগণের মতে 'হীলা-ই ইসক্বাত'-এর মর্মার্থ হচ্ছে- কোন মানুষ থেকে তার জীবদ্দশায় কিছু বিধি-বিধান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি কিংবা বর্জন পাওয়া গেছে। তখন 'হীলা-ই ইসক্বাত্ব'-এর মাধ্যমেও শরীয়তের বিধানাবলীকে নিজের মাথা বা কাঁধের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়, যাতে মৃত ব্যক্তি তার জীবনে শরীয়তের যেসব বিধান ভুলবশত কিংবা অন্য কারণে সম্পন্ন করতে পারেনি, আর এখন তো তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা একেবারেই থাকছে না, সে কারণে, এমন পন্থা অবলম্বন করা হোক, যার মাধ্যমে ওই বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তার পরিত্রাণ হয়ে যায়। আর সে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি থেকেও বেঁচে যায়। যার নিকট আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব থাকে, সে অবশ্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এর ফলে মৃতের পরিত্রাণের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে, যার নিকট আত্মীয় স্বজনের হিত কামনার কোন মানসিকতা বা ইচ্ছা নেই, তাকে বাধ্যও করা যাবে না।

'হীলাহ্-ই ইসক্বাত'-এর পদ্ধতি

মৃতের জীবনের প্রথমে অনুমান (হিসাব) করতে হবে। তারপর পুরুষের বয়স থেকে ১২ বছর এবং নারীর বয়স থেকে ৯ বছর (না-বালেগ থাকার সর্বনিম্ন সময়সীমা) বাদ দিতে হবে। অবশিষ্ট জীবদ্দশার অনুমান/হিসাব করে দেখতে হবে এমন কত ফরয, যেগুলো সে সম্পন্ন করতে পারেনি কিংবা ক্বাযাও করতে পারেনি। এরপর প্রত্যেক নামাযের জন্য একটি সদক্বাহ্-ই ফিত্বরের পরিমাণ ফিদিয়া/খায়রাত স্বরূপ পরিশোধ করবে। সদক্বাহ-ই ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে অর্দ্ধ সা' গম অথবা এক সা' যব।

পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযের সাথে বিতরের নামাযকেও হিসাব করতে হবে। এ হিসেবে বিতর সহকারে দৈনিক ছয় ওয়াক্বতের নামাযের ফিদিয়া প্রায় ১২ সের হিসেবে এক মাস (৩০ দিন)-এর নয় মণ হয়। আর সৌর সালের নামাযগুলোর যোগফল বের করলে একশ' আট মন হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যদি মৃতের দায়িত্বে কয়েক বছরের নামায আদায় করা ওয়াজিব (ফয়য) থেকে যায়, তাহলে তার জন্য কত পরিমাণ গম কিংবা টাকা পরিশোধ করতে হবে তার হিসাব করতে হবে। এমতাবস্থায়, এ ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে, হয়তো লাখে একজন লোক পাওয়া যাবে, যে এত বড় সংখ্যক অর্থের কিংবা এতবেশী পরিমাণের গম মৃতের জন্য খায়রাত করতে পারবে। অন্যথায় বেশীর ভাগ মানুষ তো এত বিরাট পরিমাণ পরিশোধ করতে রাজি বা প্রস্তুতই হবে না। বিশেষ করে গরীবদের জন্য এত পরিমাণ পরিশোধ করার অবকাশই থাকবে না। এমতাবস্থায়, হীলা-ই ইসক্বাতের বিষয়টি যারা অস্বীকার করে তারা বলবে কি? মৃতের পক্ষ থেকে তারা কি করবে? কিংবা তারা কি করার পরিমার্শ দেবে? মৃতের জন্য ইসক্বাতের মতো শরীয়ত সম্মত একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করলে দোষের কি আছে? মৃতের প্রতি এতটুকু সমবেদনাও কি প্রদর্শন করা যাবে না? বাস্তবিকপক্ষে, ইস্ক্বাতকে অস্বীকারকারীদের মনে এ নশ্বর জগত থেকে যারা চির বিদায় নিচ্ছে তাদের জন্য না কোন হিত কামনা রয়েছে, না ফক্বীর-মিসকীনদের জন্য কোন সমবেদনা আছে। যদি কেউ হিসাবানুসারে ফিদিয়া আদায় করে দেয়, তবে তো খুব ভালো, অন্যথায় মৃতের ওলী-ওয়ারিশগণ অধিক থেকে অধিকতর নামাযগুলোর ফিদিয়া যতটুকু সম্ভবপর হয় নগদ পণ্য কিংবা টাকা-পয়সা ক্বোরআন মজীদের কপি সহকারে ফক্বীর-মিসকীনকে দান করার নিয়্যত করবে।

এ বিষয়ে লিখিত প্রামাণ্য পুস্তক (আরবী) 'ওয়াজীবুস্ সেরাত্ব'-এর আলোকে ইসক্বাত্বের হীলা সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

আল্লাহ্ তা'আলার হক্বসমূহ ফরযগুলো, ওয়াজিবসমূহ, কাফফারা ও নযর-মান্নতগুলো থেকে যেগুলো ওই মৃতের দায়িত্বে আবশ্যকীয় হয়েছিলো, সেগুলো থেকে কিছুটা তো সে আদায় করে দিয়েছে, কিছু আদায় করতে পারেনি কিংবা করেনি। যেগুলো সে আদায় করেছে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা, আপন অনুগ্রহে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় এবং জীবিত মুসলমানদের দো'আর বরকতে কবূল করুন! আর যেগুলো আদায় করেনি, ফলে তার দায়িত্বে বাকী রয়ে গেছে, সেগুলো থেকে কিছু এমন রয়েছে, যেগুলো ফিদিয়া-যোগ্য, কিছু এমন রয়েছে, যেগুলো ফিদিয়াযোগ্য নয়। যেগুলো ফিদিয়া যোগ্য নয়, সেগুলোকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিন! আর যেগুলো ফিদিয়া যোগ্য, ওই মৃতের দায়িত্বে এখনো বাকী রয়ে গেছে, সেগুলোর ফিদিয়া স্বরূপ এ ক্বোরআন মজীদ, এ নগদ টাকা ও মাল-সামগ্রী দেওয়া উচিৎ। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতাক্রমে তা ক্ষমা করে দেবেন। [ওয়াজীযুস সেরাত্ব]

ফিদিয়া হিসেবে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ মৃতের ওলী-ওয়ারিস কিংবা কোন হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ফক্বীর মিসকিনকে দেবেন আর ফক্বীর-মিসকীন তা কবুল করবে। ওই ফক্বীর এরপর এ ফিদিয়া আরেকজন ফক্বীরকে দেবে অথবা মৃতের ওলীকে হিবাহ্ (দান) করবে, আর ওলী অন্য ফক্বীরকে কিংবা ওই একই ফক্বীরকে দিয়ে দেবে, আর নিয়্যত তাই করবে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বারবার একে অপরকে দিতে থাকবে। এভাবে এক পর্যায়ে অনাদায়ী নামায, রোযা ইত্যাদির সংখ্যা বা পরিমাণের ফিদিয়া পূর্ণ হয়ে যাবে।

মৌলিকভাবে হীলা জায়েযঃ পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে

'হীলাহ' জায়েয কিনা তা জানার জন্য আমাদেরকে ক্বোরআন, হাদীস, ফক্বীহগণের অভিমতগুলোর দিকে রুজূ করতে হবে। গভীরভাবে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, হারাম থেকে বাঁচার জন্য এবং শরীয়তের প্রয়োজন পূরণের জন্য 'হীলাহ' জায়েয। এর পক্ষে কতিপয় প্রমাণ নিম্নরূপঃ

।। এক ।।

যখন হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালাম বিলম্বে আসার কারণে আপন মহিয়সী স্ত্রীকে ১০০টি লাঠির আঘাত করার শপথ করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন- خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِه وَلَا تَحْنَثْ [سوره ص: ايت ٤٤-]

তরজমা: নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে তাকে মারো এবং শপথ ভঙ্গ করোনা। [সূরা সোয়াদ: আয়াত-৪৪, পারা-২৩]

এটা কি 'হীলাহ' অবলম্বনের শিক্ষাদান নয়? অবশ্যই।

।। দুই ।।

হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম বিন ইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চাইলেন। তৎসঙ্গে এ ইচ্ছাও ছিলো যেন বাস্তব ঘটনা প্রকাশ না পায়। তাই তিনি এ হীলাহ্ করেছিলেন যে, শাহী পেয়ালা বিন ইয়ামীনের সামগ্রীতে রাখিয়ে দেওয়া হলো।

তাল্লাশী চালানোর পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন, চোরের শাস্তি কি? তারা বললো, চুরিকৃত মালের মালিক চোরকে গোলাম বানিয়ে রাখবে। তল্লাশি চালানো হলো। পেয়ালাটা পাওয়া গেলো। এভাবে তিনি বিন্ ইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। অথচ মিশরের কানূনে এটার অবকাশ ছিলো না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلاَّ اَنْ يَّشَآءَ اللهُ

তরজমা: আমি ইয়ূসুফকে এ-ই তদবীর বাতলে দিয়েছি। বাদশাহী কানুন অনুসারে সে আপন ভাইকে রাখতে পারতো না; কিন্তু এ'যে আল্লাহ্ চাইলে। [সূরা ইয়ূসুফ: আয়াত-৭৬: পারা-১৩]

দেখুন! আল্লাহ্ তা'আলা এ কেমন হীলাহ্ শিক্ষা দিলেন!

।। তিন ।।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যখন হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন, তখন বলেছিলেন- سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللهُ صَابِرًا (তরজমা: আপনি অবিলম্বে আমাকে ইনশা-আল্লাহ্ ধৈর্যশীল পাবেন। [পারা-১৬, সূরা কাহ্ফ: আয়াত-৬৯]

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম 'ইনশা-আল্লাহ'র শর্তারোপ করে নিজের ওয়াদা বা কথাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করেছেন। এটাও এক প্রকার হীলাহ্ ছিলো।

ক্বোরআন মজীদে এমন আরো বহু দলীল মওজুদ রয়েছে, যেগুলো মৌলিকভাবে হীলার বৈধতা প্রকাশ করে। এখানে মাত্র তিনটি পেশ করা হলোঃ

মূল হীলার বৈধতা হাদীস শরীফের আলোকে

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হীলাহ'র শিক্ষা দিয়েছেন

।। এক ।।

নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে আরয করলেন, আমি বলে ফেলেছি, "যদি আমি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলি, তবে আমার বিবির উপর তিন তালাক্ব বর্তাবে।" এখন আমার কি করা চাই?

হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দাও! ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলে ফেলো। তারপর ওই স্ত্রীর সাথে পুনরায় আক্বদ পড়ে বিবাহ করে নাও। এখন ওই তিন তালাক্ব বর্তাবে না; যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলতেই থাকো।

[শামসুল আইম্মাহ্ সারাখসী, আল মাবসূত্ব ৩০তম খন্ড: পৃষ্ঠা ২০৯: কিতাবুল হিয়াল]

দেখলেন তো হুযূর-ই আক্রাম তিন তালাক্ব থেকে বাঁচার জন্য কতই উত্তমপন্থা (হীলাহ্) শিক্ষা দিলেন!

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

।।দুই।।

হযরত সারাহ্ একবার শপথ করেছিলেন, "আমি সুযোগ পেলে হযরত হাজেরার শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলবো।" হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর উপর ওহী নাযিল হলো যেন তিনি তাদের উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। হযরত সারাহ্ বললেন, "আমার শপথ কিভাবে পূরণ হবে?" তিনি বললেন, "হযরত হাজেরার কর্ণচ্ছেদ করে দাও।"

[হামাভী: পৃ. ৬১১, আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর: ৫ম ফন]

।।তিন।।

হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্রতম দরবারে উন্নত মানের খেজুর পেশ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, "এগুলো কোত্থেকে এনেছো?" তিনি আরয করলেন, "আমার নিকট নিম্নমানের খেজুর ছিলো। দু' সা' দিয়ে এক সা' উন্নত মানের খেজুর এনেছি।" হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, "এ তো নিরেট সুদ। এমনটি করোনা। যদি তুমি কিনতে চাও, তবে খেজুরগুলোকে পৃথকভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সেগুলোর বিক্রিমূল্য দিয়ে উন্নতমানের খেজুর কিনে নাও।

[বোখারী, মুসলিম, মিশকাত: কিতাবুর রেবা, পৃ. ২৪৫]

হাদীস শরীফ ও ফিক্বহের কিতাবাদি পাঠ-পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনেক জায়েয বা বৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন 'হীলাহ' অবলম্বন করতে হয়। কেননা 'হীলাহ' বলা হয়-

اَلْحَذْقُ فِىْ تَدْبِيْرِ الْاُمُوْرِ وَهِىَ تَقْلِيْبُ الْفِكْرِ حَتّٰى يُهْتَدٰى
اِلَى الْمَقْصُوْدِ [الاشباه والنظائر الفن الخامس]

অর্থ: দুরদর্শিতা এবং কার্যাদির ব্যবস্থাপনা এভাবে করা যেন উদ্দেশ্যের দিকে পথ মিলে যায়।

[আল-আশবাহ্ ওয়ান্নাযা-ইর: ফন্নে খামেস]

মুজতাহিদ ফিল মাসা-ইব ইমাম মুহাম্মদ (ওফাত ১৮৯হি.) একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। সেটার নাম 'কিতাবুল হিয়াল' অর্থাৎ শরীয়তসম্মত হীলাহগুলোর বর্ণনা সম্বলিত কিতাব রেখেছেন। ***(চলবে)***

লেখক: মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

করোনাকালে শেষ যাত্রার সঙ্গী

অভীক ওসমান

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে

হাসপাতালে করোনায় মৃত বাবার কাছে যাচ্ছে না সন্তান। বাবার লাশ ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে সন্তান, পরিবার, পরিজন। এটি চট্টগ্রামের সেকেন্ড ওয়েভের সাম্প্রতিক উদাহরণ। ঢাকার একটি সংবাদ হলো 'ডেথ সার্টিফিকেট' উত্তোলন করে বাবার পেনশন তোলার প্রক্রিয়া করছে সন্তান। নোভেল কোভিড-১৯ আমাদের এ ধরনের মর্মবিদায়ী সংবাদ দিচ্ছে। অথচ মুদ্রার অপর পিঠে ২০২০ এর তথ্য হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল থেকে কুয়েত মৈত্রীতে নেবার জন্য এ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করতে না পেরে বাবা ছেলেকে কাঁধে তুলে বললেন, 'দেশ মইরা গেছে, তোর বাপতো আছি।'

কিন্তু অতিমারীর এই মরণের মিছিলে সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে মানবিক সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। তখন ১৯ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সমস্ত দেশে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ছিলো ১০০। কিন্তু ২০২১ এর সেকেন্ড ওয়েভে গড়ে প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০। মহামরণের মহাসংকটের মুখে আমার দেশ ও নিখিল দুনিয়া।

নিজের জীবন দিয়ে দেখা

২০২০ এর শুরুতে আমি আমার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে লিখেছিলাম। ২০২১ সালে আমি ও আমার পরিবার করোনাক্রান্ত হয়ে বুঝেছি- এটি জীবনমরণ একটি যুদ্ধ। আল্লাহর অশেষ নেয়ামত আমরা এখনো সুস্থ আছি। 'ফাবি আইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জীবান'। আল্লাহর সকল নেয়ামতকে আমরা কবুল করি। কিন্তু ৮ এপ্রিল আমার ইমিডিয়েট ছোট ভাই, লেখক এমরান চৌধুরীর স্ত্রী ফাতেমা বেগম চৌধুরী দীর্ঘ ২৪ দিন আইসিইউ থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন গাউসিয়া কমিটির দাফন বন্ধুদের সেবা আমি চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করেছি।

গাউসিয়া কমিটির সেন্ট্রাল জয়েন্ট সেক্রেটারীর ফোন করলে জানালেন- আপনার মহিলা মুর্দা গোসল-কাফন প্রক্রিয়া চলছে মহানগরের টিমের মাধ্যমে। এরপর চন্দনাইশ টিম টেকওভার করবে। চন্দনাইশ বরমা-বরকল সড়কের আব্দুল্লার মসজিদে আমাদের গোরস্থানে আমি পৌঁছার আগেই তাদের এ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেছে। জোহরের নামাযের পরে পিপিই পরে সবাই দাফনের জন্য রেডি। এর নেতৃত্বে ছিলেন চন্দনাইশ টিম প্রধান ও দু'দুবার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী। মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে অত্যন্ত দক্ষভাবে তারা আমাদের ছোট বোন তুল্য বাড়ির সেজ বৌয়ের দাফন সম্পন্ন করলো। তাদের এই কর্ম তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর

সবচেয়ে প্রীত বোধ করেছি মুর্দা গোসলকারী কাফন পড়ানোর কাজে নিয়োজিত তরুণী জামেয়ার কামেল ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স করা আনোয়ার আমিন মিকা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বেওয়ারিশ মহিলা মুর্দার লাশ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এটা আমার সহ্য হয়নি। পরিত্যক্ত লাশ বা যে কোন মা বোনের লাশ আমরা গোসল দিয়ে থাকি ও কাফন পরাই। এরপর আমাদের পুরুষ সতীর্থগণ এম্বুলেন্সে করে নিয়ে গিয়ে দাফন করে আসে। এব্যাপারে আমার পরিবার সহযোগিতা করেছে এবং আমার করোনা তো দূরে থাক সর্দি কাশি জ্বর ও হয়নি'। আরেক জন আলেম পত্নী বলেছেন, ঘরে আমার শিশু আছে। এরপরেও আমি মহিলাদের গোসল ও কাফন পড়াচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। বেকসুকা সাহারা হামার নবী।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হচ্ছে, 'তুমি কেবল সতর্ক করতে পারো, তাদেরকে যারা উপদেশ মেনে চলে আর করুণাময়কে না দেখেও ভয় করে। তাদেরকে সুখবর দাও ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের'। ৩৬ সূরা ইয়াসিনঃ ১-১১। কোরআন সূত্র : (মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান পৃঃ৪৯৯) এর অনুরণনে আলা হযরত আহমদ রেজা খান ব্রেলভী রহ. এর একটি নাত- গমজাদো কো রেজা মোজাদাদি যি কহে/ বেকসুঁকা সাহারা হামারা নবী। অসহায় মানুষেরে দাও খোশখবর/ বেহাল মানুষের সাহারা নবী আমার (অনুবাদ)

তথ্যসূত্র জানাচ্ছে বার্মায় আনজুমানে শুরাহ এ রহমানিয়া (১৯২৫) সংগঠন ছিল। ১৯৩৭ এর চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া নামকরণ হয়। আজাদী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

মালেক এর সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে জানা যায়, ১৯৪৬ এর দিকে তার পিতা ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক চিটাগাং আরবান কোঅপারেটিভ এর তৎকালীন সেক্রেটারী আবদুল জলিল ও হালিশহরস্থ বস্ত্র ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবুল বশরের সহযোগিতায় হযরত সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে চট্টগ্রাম আনেন। হুজুর বয়ান করেছিলান, 'মুঝে দেখনা চাহিয়ে তো মাদ্রাসাকে দেখো'। খোয়াব হচ্ছে আমাদের 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। এর পরিচালনায় আছেন- আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট। তাদেরই অংগ সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ (১৯৮৬)।

কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় তাদের কার্যকলাপ আগামী নিউনরমাল ইতিহাসে স্মরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশে ত্রাণ সহায়তা ও করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের কাফন-দাফন ও সৎকার কার্যক্রম, করোনা রোগীদের জন্য আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ, করোনা রোগীদের অক্সিজেন ও এম্বুল্যান্স সহায়তায় কাজ করছে। কাফন-দাফনে কাজ করছে সংগঠনটির দুই সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক।

তাদের যতো কার্যক্রম

গত ২১ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত চট্টগ্রামে ১,৯৬৪ জন এবং সারাদেশে ২,৩৮৯ জনকে দাফন সহায়তা দিয়েছে। এর বাইরে ২৯ জন হিন্দু, ৩ জন বৌদ্ধকে সৎকারে সেবা দিয়েছে। আমাদের দাফন-কাফন সেবা পাওয়ার মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন ৩৫ জন, অজ্ঞাত পরিচয়ের মরদেহ ছিল ১৩ জন। অক্সিজেন সেবা দেওয়া হয়েছে ১৩ হাজার ৮৬৭ জনকে। অ্যাম্বুলেন্সে রোগী পরিবহন সেবা দেওয়া হয়েছে ২,৭২২ জনকে। ভ্রাম্যমাণ কোভিড টেস্ট সুবিধা পাচ্ছে দৈনিক ৩০ জন।

হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন জন

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহের সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন প্রফুল্ল রঞ্জন সিনহা (৮০) কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সৎকার করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য এক নজিরের মাধ্যমে মানবতাবাদী মানুষ লায়ন প্রফুল্ল রঞ্জন সিনহাকে শেষ বিদায় জানানো হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মানবতাবাদী মানুষ লায়ন পিআর সিনহার মরদেহ সৎকারের পুরো কাজটিই গাউসিয়া কমিটি সম্পন্ন করেছে। গাউসিয়া কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরা মৃতদেহ গোসল করানোর পর ধর্মীয় আচারের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রদান করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শেষে মরদেহ খাটিয়ায় তুলে গাউসিয়া কমিটির সদস্যরাই বাড়ির পূর্ব পাশের চিতায় নিয়ে যান। সেখানে পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন করে।

১১ জুন ২০২০ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা যান সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া (৬৭) নামের এক বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা। পরিবারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয় গাউসিয়া কমিটির। লাশ অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো, গোসল দেওয়া থেকে শুরু করে শেষকৃত্যের সব কাজ করেন এই সংগঠনের রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া শাখার কর্মীরা। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে এভাবে দিন-রাত করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের লাশ দাফন ও সৎকারে ছুটে চলেন তাঁরা।

সেকেন্ড ওয়েভের কার্যক্রম

করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় নগরে আবার চালু হয়েছে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ করোনা স্যাম্পল কালেকশন ও টেস্ট সেবা। কাফন-দাফন ছাড়াও ফ্রি অক্সিজেন সাপ্লাই, গরিবদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, ফ্রি ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প, ওষুধ বিতরণ, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসসহ সেবামূলক সব কর্মসূচি জনগণের স্বার্থে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ২০২০ সালে প্রথম লকডাউন সময়ে ১ লাখ অসহায় পরিবারকে সহায়তার পর দ্বিতীয় লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত দেড় লাখ পরিবারকে ইফতার ও সেহেরি সামগ্রী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল মানবিক সংগঠন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র উদ্যোগে চলমান করোনা পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। একশর বেশি সিলিন্ডারে অক্সিজেন সেবা পেয়েছেন ১২ হাজার ৫৫০ জন। এছাড়া ২ হাজার ১০০ জনের বেশি রোগী পেয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্স সেবা। ১১ হাজার রোগীকে ওষুধ সামগ্রী ও এক লাখ পরিবারের কাছে পৌঁছানো হয়েছে খাদ্যসামগ্রী।

করোনার জন্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল

হাসপাতাল সেবার অপ্রতুলতার কথা এখন সর্বজনবিদিত। ফার্স্ট ওয়েভে কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল, আইসোলেশন সেন্টার, স্থাপিত হয়েছিল। ডা. বিদ্যুৎ বড়ুয়া আরও একটি

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপন করছেন। গত ৮ মার্চ ২০২১ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে সবার জন্য আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। এক একর জায়গায় ১৫০ শয্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। মূল সংগঠন আনজুমান এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের উদ্যোগে এ হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সেবা উন্মুক্ত থাকবে।

সবিনয় নিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

নন পার্টিজান কিন্তু ধর্মাচারী আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট করোনা রোগীদের জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। আনজুমানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের দাফনকারী গাউসিয়া কমিটিকে বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় একখন্ড ভূমি দেয়া হোক। ভূমিমন্ত্রী ও ট্রেড বডি নেতা সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি মহোদয়ের নিকটও সবিনয় নিবেদন করেন। রেলমন্ত্রী মহোদয়, রেল বিষয়ক স্থায়ী কমটির চেয়ারম্যান এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীও বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। আমাদের দেশের বিত্তবান ব্যবসায়ীগণ ও প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসতে পারেন।

লেখক : চট্টগ্রাম চেম্বার সাবেক সচিব, চবির নাট্যকলার অতিথি শিক্ষক, উন্নয়ন সংগঠক ও বিশ্লেষক।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত

শহীদ আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী

রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নোমান

১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনের বহুমুখী জুলুমের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী নেতৃত্বদাতাদের মধ্যে আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অন্যতম। বরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সুবিজ্ঞ আলেম, মহান কবি ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী হিসেবে আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভারতের ইউ.পির বিজনূর জেলার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইউ.পিতে জন্ম নিলেও মুরাদাবাদেই তাঁর বেড়ে উঠা। বাদায়ুন ও বেরেলীর প্রসিদ্ধ আলেম-ওলামার নিকট তিনি ইলম অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ ইসলামী সংস্কারক হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী নকশবন্দী (ওফাত: ১২৪০হি./ ১৮২৫খ্রি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র খলিফা ও হযরত শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (ওফাত: ১২৩৯হি./ ১৮২৪খ্রি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অন্যতম শিষ্য হযরত শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী রামপুরী (ওফাত: ১২৫০হি./ ১৮৩৫খ্রি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে হাদিস শাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। 'তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ'র রচয়িতা মাওলানা রহমান আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শ্রদ্ধেয় পিতা হেকিম (চিকিৎসক) মাওলানা শের আলী কাদেরী (রহ)'র নিকট 'ইলমে তিব্ব' তথা 'চিকিৎসা শাস্ত্র'র ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সুবিখ্যাত কবি ইমাম বক্স নাসিখ লক্ষ্ণৌভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শিষ্য কবি মাহদি আলী খান জকী মুরাদাবাদী (ওফাত: ১২৮১হি./ ১৮৬৪খ্রি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে কবিতা রচনার রীতি-নীতি, শাব্দিক লালিত্য, ছন্দমাধুর্য্য, ভাষা, ভাব, রস ও অলংকারিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেন।

যেহেতু আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবনে তাঁর শিক্ষাগুরু হযরত আল্লামা শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী রামপুরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র প্রভাব ছিল, ফলশ্রুতিতে তিনি ইলমে হাদিসের পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং তাসাউফের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যদ্দরুন তিনি তাঁর (হযরত আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী) নিকটই 'সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দিয়া' তরীকায় মুরিদ হন এবং খেলাফত লাভ করে ধন্য হন।

কাব্য ও না'ত সাহিত্যে তাঁর অবদান

আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শাহাদত বরণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু একজন বরেণ্য কবি ও না'ত সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রফেসর ড. ইউনুস শাহ-এর 'তাযকিরায়ে না'ত গুইয়ানে উর্দূ' এবং ড. রিয়াজ মজিদ-এর 'উর্দূ মে না'ত গুয়ি' শিরোনামে কৃত পিএইচডি অভিসন্দর্ভে ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বিশদভাবে পাওয়া যায় না।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা আসলেই তাঁর রচিত ঐতিহাসিক না'ত 'কুয়ি গুল বাকী রহে গা'র আলোচনা অনায়াসেই চলে আসে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর কিছু সংখ্যক না'ত ব্যতিত বেশিরভাগই অপ্রসিদ্ধ। অথচ তিনি রচনা করেন– দিওয়ানে কাফী, খিয়াবানে ফেরদাউস, নসীমে জান্নাত, মওলুদে বাহার, জযবায়ে ইশক, দিওয়ানে ইশ্ক, হিলইয়া শরীফ ও না'তিয়ায়ে শায়েরী ইত্যাদি। তাঁর রচিত না'তিয়ায়ে শায়েরী কাব্যগ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসায় ভরপুর। তাছাড়া তিনি আরো রচনা করেন, 'বাহারে খুল্দ' তথা তরজমায়ে শামায়েলে তিরমিযী (শামায়েলে তিরমিযীর কাব্যানুবাদ) এবং 'মজমুয়ায়ে চেহেল হাদীস' (চল্লিশ হাদিসের ব্যাখ্যাসহ কাব্যানুবাদ) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।[২৬]

[২৬]. (ক) মাওলানা কেফায়ত আলী মুরাদাবাদী (রহ.) কী না'ত গুয়ী, রাজা রশিদ মাহমুদ, মাহনামা না'ত, সংখ্যা: অক্টোবর-১৯৯৫, লাহোর।
(খ) মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী লিখিত না'ত শীর্ষক প্রবন্ধ 'মতবুয়ায়ে রিসালাতুল ইলম' করাচি, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সংখ্যা: এপ্রিল – জুন, ১৯৫৭।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ উর্দূ ও ফার্সী না'ত

উর্দূ না'ত

- ইয়া ইলাহী হাশর মে খাইরুল ওয়ারা কা সাথ হো
  রহমতে আলম জনাবে মুস্তফা কা সাথ হো।
- কি জিয়ে কিস যবাঁ ছে শুক্‌রে খোদা
  কি আত্বা উসনে নে'মতেঁ কিয়া কিয়া।
- ইলাহী আপ কে আলতাফ বেহদ,
  বয়াঁ কব হো, করো গার লাখ মে কদ।
- জু হক সানায়ে খোদায়ে জাহাঁ হে,
  যবাঁ ও দাহাঁ মে উহ্ ত্বকত কাহা হে।
- আসিয়ুঁ জুর্‌ম কি দাওয়া হে দুরূদ,
  কেয়া দাওয়া আইনে কমিনা হে দুরূদ।
- হার মরদ্ব কি দাওয়া দুরূদ শরীফ,
  দাফে' হার বালা দুরূদ শরীফ।
- বরোযে জুমা পড়ে জু দুরূদ আওর সালাওয়াত,
  না হুয়ে কিউ কর উসে নারে দোযখ সে নাজাত।
- দরদে গম সে দিল মেরা হো জায়ে খালি, আল-গিয়াস!
  দেখলো গর রওয়ায়ে আলী কী জালি, আল-গিয়াস!
- সূতুঁ কি দেখ কর হা-লতে সাহাবা সর-বসর রুয়ে,
  তামামী হাজেরানে মজলিস খাইরুল বশর রুয়ে।
- রাসূলুল্লাহ কি হামকো শাফা'আত কা ওসীলা হে,
  শাফা'আত কা ওসীলা আওর রহমত কা ওসীলা হে।
- কিয়া করোঁ লে কর ফকিরানে জাহাঁ কা তাবীজ,
  নামে হযরত হে মুঝে হিফ্‌জ ও আমাঁ কা তাবীজ।
- ওয়াহ কী জলওয়ায়ে ইজাজ থা জা-না আ-না,
  শবে আসরা মে আজব রা-য থা জা-না আ-না।

ফার্সী না'ত

- আয় বতাছীরে সাহার আকসে রুখে তাবানে তু,
  আবে হায়া রশ্‌হায়ে আবে লবে খন্দানে তু।
- সরদ্ করদম ব-ময়দানে শাফা'আত,
  নযর ফরমা ব-খাহানে শাফা'আত।

তাঁর কাব্য ও না'তিয়া কালামের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কাব্য ও না'তিয়া কালামে কাব্যিক শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কেননা, বিখ্যাত কবি ইমাম বক্স নাসিখ লক্ষ্ণৌভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শিষ্য কবি মাহদি আলী খান জকী মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে তিনি কাব্যের যাবতীয় নীতিমালা ও শর্তাবলী আত্মস্থ করেন। তাই আল্লামা কাফীর না'তিয়া কালাম এক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কাব্যমালায় না'ত চর্চা খুবই কঠিনও বটে। কেননা, একদিকে প্রিয় নবীর প্রতি মুহাব্বত আর অন্যদিকে শরীয়ত। যদি কবিতায় শুধু শরীয়তকে ধারণ করা হয়, তাহলে সে কবিতা শুধু কবিতাই থাকে না, বরং তা ওয়াজ ও তকরীর হয়ে যায়। আর যদি শুধুমাত্র মুহাব্বতের দাবীকে পূরণ করা হয়, তাহলে কবিতার প্রতিটি শব্দ দ্বারাই শরীয়তের মূলে কুঠারাঘাতকারীও সাব্যস্ত হতে পারে। ওরফী সিরাজী এ নাজুক অবস্থাকে তাঁর এক কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেন,

عرفی مشتاب ای راه نعت است نہ صحرا
اہستہ کہ راہ بردم تیغ است قدم را

হে ওরফী! তাড়াতাড়ি পা বাড়িও না। কারণ, এটা না'তের ময়দান, মরুপ্রান্তর নয়।
ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। কারণ, তুমি তরবারির তীক্ষ্ম ধারের উপর পা রাখছ।[২৭]

সুতরাং, না'ত বলা বা লিখা তরবারির উপর চলার ন্যায়। কারণ, বৃদ্ধি করা হলে তা উলূহিয়্যত তথা আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে যায়, আর হ্রাস করা হলে, তানক্বীস তথা মর্যাদার অপূর্ণতা প্রকাশ পায়।[২৮] উক্ত মানদন্ডকে সামনে রেখে কবি কাফির কবিত্ব ও না'তিয়া জগতকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাব্য ও না'ত সাহিত্যের জগতে তিনি সফল বিচরণকারী।

ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত, আযিমুল বারকাত, হাস্‌সানুল হিন্দ, কলম সম্রাট আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (ওফাত: ১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর (কাফী) না'তিয়া কালামে এমনভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, তাঁকে 'না'ত সম্রাট' এবং নিজেকে সে সম্রাটের 'উযিরে আযম' হিসেবে অভিহিত করতেন। তিনি বলেন,

مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم *

---

[২৭]. আল্লামা কাউসার নিয়াজী (রহ.) রচিত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এক হামাযেহেত শখসিয়্যাত; এর বঙ্গানুবাদ– ইমাম আহমদ রেযা এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ অনূদিত, পৃ. ১৩, প্রকাশনায়: আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

[২৮]. মলফুযাতে আ'লা হযরত, আল্লামা শাহ মুস্তাফা রেযা খান (রহ.), পৃ. ২২৭, প্রকাশনায়– ১২৪ উর্দূ মার্কেট, মাটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

یاں نغمہ شیریں نہیں تلخی سے بہم
کافی سلطان نعت گویاں ہیں **رضا** *
انشاءاللہ میں وزیر اعظم

এ পৃথিবী রূপে-রসে-গন্ধে সুরভিত মনে হয়, আমার মুখের সুগন্ধের কারণে। এখানকার সুমধুর সঙ্গীতগুলো তিক্ততায় ভরা গানগুলোর সাথে মিশ্রিত হয় না। কাফী হলেন 'না'ত সম্রাট' আর আমি ইনশাআল্লাহ! তাঁর 'উযিরে আযম' হবো।[২৯]

আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর জীবদ্দশায় দু'জন শায়েরের না'তিয়া কালাম স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রবণ করতেন এবং শুনে তৃপ্ত হতেন। তাঁরা হলেন– একজন কবি কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আরেকজন তাঁর (আ'লা হযরত) ভাই শাহে সুখন, উস্তাযে যমন হযরত হাসান রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। নিম্নোক্ত ঘটনায় তা প্রস্ফুটিত।

একদা বেরেলী শরীফে এক ব্যক্তি আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে কয়েকটি না'ত বা পংক্তি পাঠ করে শুনানোর নিবেদন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার লিখিত না'তিয়া কালাম? এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

سوا دو کے کلام میں قصدًا نہی سنتا، مولانا کافی اور حسن میاں مرحوم کا کلام اوّل سے آخر تک شریعت کی دائرہ میں ہے۔

দু'জনের লিখিত না'তিয়া কালাম ব্যতীত অন্য কারো কালাম আমি স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রবণ করি না। মাওলানা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও হাসান রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত না'তিয়া কালাম আদ্যোপান্ত শরীয়তের গন্ডিতে আবদ্ধ।[৩০]

আবার কবিত্ব শুধুমাত্র শব্দসম্ভার বা ছন্দের নাম নয়। বরং মানব মনের আবেগ-অনুভুতি যথাবিহীন শব্দসম্ভারের চিত্তাকর্ষক ছন্দময়ী রূপায়ন। কবি কাফীর অন্তরাত্মায় উদ্বেলিত নবীপ্রীতি, আবেগ-অনুভুতি, মর্মব্যথা তাঁকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা অন্যকারো নিকট বিরল। আশেক কবি আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা নবীপ্রেমের ব্যকুলতার চিত্র অংকন করে বলেন,

پرواز میں جب مدحتِ شہ میں آؤں
تا عرش پرواز فکرِ رسا میں جاؤں
مضمون کی بندش تو میسر ہے **رضا**
کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں

প্রিয় নবীর প্রশংসাস্তুতি যদি উর্ধ্ব জগতে উচ্ছ্বসিত করো, তাহলে আরশ পর্যন্ত গিয়ে চিন্তা-চেতনার পরিসমাপ্তি ঘটবে অথচ নবীজির শান ও মানের পতাকা আমাদের চিন্তা-চেতনা ও ধারণার বাইরে উড্ডীন আছে।

হে রেযা! শব্দ চয়ন, ছন্দ কৌশল ও কাব্য রচনায় তুমি পটু বটে, তবে শহীদ কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অন্তরাত্মায় যেভাবে নবী প্রেমাবেগের আকুলতা হিল্লোল বইয়ে দেয়, তাকে হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শীতায় ব্যকুল করে তোলে, সেই ব্যকুলতা ও মর্মব্যথা পাবে কোথায়?[৩১]

প্রসঙ্গত: ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নামধারী একটি মহল ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, "তিনি পুরোপুরি ব্রিটিশ মদদপুষ্ট একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কারণ খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ও সকল বিপ্লবী আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন।" ভারত কী 'দারুল ইসলাম' না 'দারুল হারব' সে বিষয়েও তাঁর বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এজন্য উপমহাদেশের 'আজাদী আন্দোলন' তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন।" এটা বিরুদ্ধবাদীদের নিছক মিথ্যা অপবাদ। তাদের এ দাবী বিদ্বেষপ্রসূত এবং তাঁর ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ জাতীয় অবান্তর মন্তব্য করার মূল কারণ। লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি যেখানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ও শাহাদাত বরণকারী বীর সিপাহসালার আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে 'না'ত সম্রাট' আখ্যায়িত করেন এবং নিজেকে সেই সম্রাটের 'ওযীরে আযম' হিসেবে অভিহিত করতেন এবং

[২৯]. সুখনে রেযা (হাদায়েকে বখশিশ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) কৃত মাওলানা সূফী মুহাম্মদ আউয়াল কাদেরী রেযভী, পৃ. ৩৯৯, রুবাইয়্যাত নংঃ ২৭। প্রকাশনায় ফারুকিয়্যাহ বুক ডিপো, ৪২২, মাটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।

[৩০]. মলফুযাতে আ'লা হযরত, আল্লামা শাহ মুস্তাফা রেযা খান (রহ.), পৃ. ২২৫, প্রকাশনায়– ১২৪ উর্দূ মার্কেট, মাটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।

[৩১]. সুখনে রেযা (হাদায়েকে বখশিশ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) কৃত মাওলানা সূফী মুহাম্মদ আউয়াল কাদের রেযভী, পৃ. ৩৯৮, রুবাইয়্যাত নংঃ ২৫। প্রকাশনায় ফারুকিয়্যাহ বুক ডিপো, ৪২২, মাটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সামগ্রিক ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করতেন সেখানে তাঁর (আ'লা হযরত) পক্ষে ব্রিটিশ মদদপুষ্ট হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তাঁর দাদা আল্লামা রেযা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলায়হিও ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক।[৩২] আর আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর পূর্বপুরুষের কৃত আন্দোলনের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। তিনি তো ব্রিটিশ রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে এরূপ ঘৃণা করতেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার পরও তাদের আদালতের আঙ্গিনায় তিনি পা রাখেন নি। তিনি পত্র লিখলে কার্ড ও খামে ডাকটিকেট উল্টোভাবে লাগাতেন, যেন ব্রিটিশ শাসক ও রাণীর মাথা নিচের দিকে দৃষ্ট হয়। তিনি ওফাতের দু'ঘন্টা পূর্বে এ অসীয়ত করেছিলেন যে, এ ভবনে ডাকযোগে আসা যাবতীয় চিঠিপত্র, রূপি ও মুদ্রার যেগুলো রাণীর ছবিসম্বলিত তা সব বাইরে নিক্ষেপ করো, যাতে রহমতের ফেরেশতা আগমনে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।[৩৩] এতে প্রতীয়মান হয় ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্রিটিশ মদদপুষ্ট নন; বরং তাঁর অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শাহাদত বরণকারী শহীদ কাফীর ন্যায় ব্রিটিশ বিরোধী।

তাঁর কাব্যে নবীপ্রেম

নবীপ্রেম আশেকের আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের খোরাক, সঞ্জিবনী শক্তি। একথা বাস্তব যে, অন্তরাত্মা যখন নবীপ্রেমে টইটম্বুর হয়, তখন প্রিয় নবীর স্তুতিতেই প্রশান্তি মিলে এবং নবী বিরহে বিদগ্ধ অন্তর সর্বদা জাগরিত থাকে। নবী প্রশংসায় নয়ন যুগলে অশ্রুর বারিধারার অবিরাম বর্ষণ হতে থাকে। এমতাবস্থায় আশেকের নিকট নবীর গুণগান করা এবং শুনা কিংবা শুনানোর মতো সৌভাগ্যময় কাজ আর নেই, এটা তার দো-জাহানের সম্বল, উভয় জগতে সৌভাগ্যের কারণ। এভাবে জীবন অতিবাহিতকারী 'দো-জাহানের সৌভাগ্যবান' হিসেবে ধন্য হয়। নবীজির শানে না'ত রচনার কারণে তিনি (কাফী) নিজেকে 'দো-জাহানের সৌভাগ্যবান' মনে করতেন। তিনি বলেন,

ہے سعید دو جہاں وہ جو کوئی لیل ونہار
نعت اور اوصاف رسول اللہ کا شاغل ہوا
উভয় জগতে সৌভাগ্যবান তিনি, যিনি দিবানিশি
রাসূলুল্লাহর প্রশংসা-স্তুতিতে ব্যস্ত থাকেন।
بس آرزو یہی دل حسرت زدہ کی ہے
سنتا رہے شمائل و اوصاف مصطفی
ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি কেবল এটাই,
শুনতেই থাকি প্রিয় নবী মুস্তফার গুণগান।

কবি কাফীর নিকট প্রিয় নবীর দুরূদ

আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সার্বিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করতে, পাপরাশি মার্জনা করতে ও যাবতীয় সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রিয় নবীর দুরূদে পাককে। তিনি বলেন,

عاصیو جرم کی دوا ہے درود
* کیا دوا عین کیمیا ہے درود
ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا *
معدوم اور فنا ہے درود
چھوڑ یو مت درود کو **کافی**
* راہ جنت کا رہنما ہے درود

হে পাপিষ্ঠগণ! দুরূদে পাক হলো পাপরাশির মোচনকারী। কেবল মোচনকারীই নয়; বরং এমন এক বিরল আমল যা এক মুহূর্তে সমগ্রজীবনের গুনাহকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। হে কাফী! এ কারণে দুরূদে পাক তিলাওয়াত পরিত্যাগ করো না, কেননা দুরূদে পাক জান্নাতের পথ প্রদর্শক।[৩৪]

তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দিওয়ানে কাফী: আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বিরচিত বিশ্ববিখ্যাত কাব্যমালা 'দিওয়ানে কাফী' ১৩১৪ হিজরিতে হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত প্রকাশনী 'মাকতাবায়ে আবুল উলায়ী, গুলজারে হওদ, হায়দ্রাবাদ' হতে প্রকাশক সৈয়্যদ হোসাইনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। 'দিওয়ানে কাফী'র রচনা ১৪ মোহর্‌রম ১৩১৪ হিজরি, জুমাবার বাদে জুমা সুসম্পন্ন

[৩২]. উর্দূ পত্রিকা 'তাসীর'-এ ২১ আগস্ট ২০২০-এ প্রকাশিত, মুহাম্মদ সলিম মিসবাহী কনুজ-এর লিখিত 'জঙ্গে আজাদী- ১৮৫৭ ঈসায়ী মে উলামা কা কিরদার'।

[৩৩]. আল্লামা কাউসার নিয়াজী (রহ.) রচিত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এক হামাহেহেত শখসিয়্যাত; এর বঙ্গানুবাদ- ইমাম আহমদ রেযা এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ অনূদিত, পৃ. ২০, প্রকাশনায়: আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

[৩৪]. (ক) দিওয়ানে কাফী, পৃ. ২৩।
(খ) ওয়ালিদায়নে মুস্তাফা (৫ নভেম্বর ২০২০-এ পাকিস্তানে বার্ষিক ইজতিমার বয়ান সংকলন), পৃ. ৩, মাজলিসুল মাদানিয়্যাতুল ইলমিয়্যাহ।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

হয়। যদিও এটি না'ত সম্ভার; তারপরও এতে হামদ, মুনাজাত, মানকাবাত, কিত'আহ, রুবায়াত ইত্যাদি বিদ্যমান।[৩৫]

বাহারে খুলদ: এটি শামায়েলে তিরমিযী শরীফের কাব্যানুবাদ গ্রন্থ।

খিয়াবানে ফেরদাউস: এটি আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (ওফাত: ১০৫২হি.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কিতাব 'তারগীবে আহলে সা'আদাত' এর কাব্যানুবাদগ্রন্থ। এ গ্রন্থের উপজিব্য বিষয় হলো– দুরূদ শরীফের ফযিলত।

জযবায়ে ইশ্ক: এতে প্রিয় নবীর প্রেমাসক্ত উস্তনে হান্নানার প্রেমাবেগ ও আকুলতাকে হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী করে তোলা হয়েছে।

তাজাম্মুলে দরবারে রেসালতে বার: এটি তাঁর হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের দৃশ্যপট ও মদিনা তৈয়্যবার মনোরম পরিবেশের সাক্ষী হয়ে আছে। এ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর জীবনে অতিবাহিত শ্রেষ্ঠ সময়ের স্মৃতিস্মারক।

আওকাতে নাহু ও সরফ: এটি আরবি ব্যাকরণের ইলমে নাহু এবং ইলমে সরফ সংক্রান্ত কিতাব।[৩৬]

হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারত

নবীপ্রেমিক কাফীর ব্যকুল মনে সর্বদা দরবারে রিসালতে হাজিরীর মনোবাসনা জাগরিত থাকতো। প্রিয় নবীর প্রতি অন্তরভরা ভালোবাসা তাঁকে বারবার নবীজির কদমে হাজিরী দিতে উৎসাহিত করতো। নবীপ্রেমের পাথেয় অন্তরে নিয়ে মদিনা তৈয়্যবার মনোরম দৃশ্যপটের কল্পনা তাঁর রচিত 'দিওয়ানে কাফী'তে প্রস্ফুটিত হয়। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর ফরিয়াদ কবুল করলেন। ১৮৪১ খ্রি. তাঁর হারামাইন শরীফাইনের ওই পবিত্র ভূমিদ্বয় যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।[৩৭] মদিনার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি বলেন,

اُس عالی مکان کا یہی وصف ظاہر
کہ ہے حسن مسکن وشاہ مدینہ

برائے نبوت شفاعت ہے **کافی**
احادیث حضرت گواہ مدینہ

ওই মহান স্থানের এটাই দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্য যে, মদিনার বাদশা ও তাঁর আবাসস্থল খুবই দৃষ্টিনন্দন। হে কাফী! শাফা'আত তো নবুয়তের অধিকারী প্রিয় নবীর জন্য। প্রিয় নবীর এই হাদিসে পাক **شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ** –'আমার শাফা'আত আমার উম্মতের কবীরাহ গুনাহকারীদের জন্য[৩৮]'–এর সাক্ষ্য দিচ্ছে পূণ্যভূমি মদিনা তৈয়্যবা।[৩৯]

তিনি এ সফরকে কেন্দ্র করে একটি না'তিয়া কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যা 'তাজাম্মুলে দরবারে রহমতে বার' নামে নেজামী প্রকাশনী, কানপুরের স্বত্ত্বাধিকারী মুন্সি আবদুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। প্রিয় নবীর পাশাপাশি তাঁর প্রেমোৎসর্গীত খোলাফায়ে রাশেদার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

السلام اے چار یاران صفا، ارکان دین, مجمع جود
وحیا, صدق و عدالت

ثناخانے نبی ہوں اور اصحاب نبی **کافی** ابو بکر وعمر
وعثمان وعلی سے الفت

সালাম হে প্রিয় নবীর পবিত্র প্রেমোৎসর্গীত সাহাবী চতুষ্ঠয়। আপনারা হলেন, দ্বীনের ভিত্তি। বদান্যতা, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদীতা ও ন্যায়পরায়ণতা আপনাদের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। আমি নবী ও সাহাবীদের প্রশংসাস্তুতীকারী। হে কাফী! তোমার সাথে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলীর সাথে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক।

مجھے الفت ہے یاران نبی سے ابو بکر و عمر
وعثمان و علی سے محبت انکا ہے ایمان مرا, میں
انکا مدح خواں ہوں جان و جی سے۔

প্রিয় নবীর প্রেমোৎসর্গকারীদের সাথে আমার হৃদয়ঙ্গমতা। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলীর সাথে। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা এটা আমার ঈমান। আমি তাঁদের আন্তরিক গুণকীর্তনকারী।[৪০]

[৩৫]. মাওলানা কেফায়ত আলী মুরাদাবাদী (রহ.) কী না'ত গুয়ী, রাজা রশিদ মাহমুদ, মাহনামা না'ত, সংখ্যা: অক্টোবর- ১৯৯৫, লাহোর।

[৩৬]. মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী লিখিত না'ত শীর্ষক প্রবন্ধ 'মতবুয়ায়ে রিসালাতুল ইলম' করাচি, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সংখ্যা: এপ্রিল – জুন, ১৯৫৭।

[৩৭]. রোজনামা-৯২, ২৯ এপ্রিল ২০১৯-এ ড. ওবাইদ মাখদুম নাওশাহী লিখিত প্রবন্ধ 'শহীদে জঙ্গে আজাদী: হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী (রহ.)।

[৩৮]. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং: ৪৭৩৯।

[৩৯]. দিওয়ানে কাফী, পৃ. ৪৩।

[৪০]. রোজনামা-৯২, ২৯ এপ্রিল ২০১৯-এ ড. ওবাইদ মাখদুম নাওশাহী লিখিত প্রবন্ধ 'শহীদে জঙ্গে আজাদী: হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী (রহ.)।

প্রবন্ধ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও এতে আল্লামা কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ভূমিকা

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ওলামা-মাশায়েখে আহলে সুন্নাত তাঁদের অবস্থান ও খানকাহসমূহ হতে বের হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রাণপণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওইসব আদর্শ নেতৃত্বদাতাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরপুরুষ হিসেবে শহীদ আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লামা ফজলে হক শহীদ খায়রাবাদী (ওফাত: ১২৭৮হি.) মাওলানা আবদুল জলীল শহীদ আলিগড়ী, মাওলানা রেযা আলী খান বেরলভী (ওফাত: ১২৮৬হি./ ১৮৬৯খ্রি.), মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ উল্লাহ শাহ মাদ্রাজী (ওফাত: ১২৭৪হি./ ১৮৫৮খ্রি.), মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী (ওফাত: ১২৭৯হি.), মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী (ওফাত: ১৩০৮হি.), মাওলানা ড. ওয়াজির খান আবচরাবাদী (ওফাত: ১২৮৯হি.), মাওলানা ইমাম বখশ সাহবানী দেহলভী (ওফাত: ১২৭৩হি./ ১৮৫৭খ্রি.), হাকিম সাঈদুল্লাহ কাদেরী (ওফাত: ১৩২৫হি.), মুফতি মাযহার করিম দরিয়াবাদী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ বদায়ুনী, আযাদী যুদ্ধের শহীদ মুন্সি রাসূল বখশ কাকুরী প্রমূখ ছিলেন ফিরিস্তির শীর্ষে।[৪১]

সামরিক অপারদর্শিতা সত্ত্বেও স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শোষণ ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ। তাঁদের এই সাহসিকতা পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ড. ইকবাল রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে এমন একটি মাত্রায় মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনা কাব্যিক রূপায়নে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

খানকাহ হতে বেরিয়ে এসে 'রসমে শাব্বীর' তথা ইমাম হোসাইনের জিহাদের রীতি বাস্তবায়ন কর।
খানকাহর ফকিরের জন্য কেবল দুঃখ-দুর্দশা ও বিষন্নতা।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা যখন জনগণের উপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার, অমানুষিক নির্যাতন ও বর্বরতার সীমা অতিক্রম করে তখন স্বভাবতই কাফী নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। ফলে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জাগিয়ে তোলেন এবং সাহসী অবস্থান নিতে অনুপ্রাণিত করেন। ব্রিটিশ বিরোধী ফতোয়া প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবগত ও অবিহিত ছিলেন।

এতদসত্ত্বেও আল্লামা কাফী বিরত থাকেননি। ইতোপূর্বে অনেকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় ভয়াভহ পরিণতির সম্মুখিন হয়েছিল। যে মুসলিম প্রতিবাদ করতে আসবে তার সাথেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ করা হবে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয, এ মর্মে একখানা ফতোয়া জারী করেন। যার অনুলিপি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিলি করা হয়েছিল।

আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজে (Aonla) অনলা গিয়ে তাঁর ফতোয়া প্রচার করতে শুরু করলে জনসাধারনের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[৪২] এরপর তিনি বেরেলী পৌঁছান। সেখানে তিনি হাফেজ রহমত খান রোহিলার পৌত্র খান বাহাদুর খান সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে আশু করণীয় কার্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে পরামর্শ করে মুরাদাবাদে ফিরে আসেন। মুরাদাবাদে নবাব মাজদুদ্দীন খান ওরফে মজ্জু খানের নেতৃত্বে মুরাদাবাদে সরকার গঠিত হয়, তখন মাওলানা কাফী মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে তাঁর 'সদরে আমীন' নিযুক্ত করা হয়। জেলা গেজেট অনুসারে, "মুরাদাবাদের প্রবল ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন জনসাধারনের সবাই সম্মিলিতভাবে অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একযোগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন"। এদিকে নবাব ইউসুফ আলী খান ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ও অনুগত। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষ নিয়ে সসৈন্যে মুরাদাবাদ আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু সেনাপতি বখত খান নিজের সেনাদল নিয়ে মুরাদাবাদে অবস্থান নিলে নবাবের সৈন্যরা পালিয়ে

[৪১]. (ক) উর্দূ পত্রিকা 'তাসীর'-এ ২১ আগস্ট ২০২০-এ প্রকাশিত, মুহাম্মদ সলিম মিসবাহী কনুজ-এর লিখিত 'জঙ্গে আজাদী– ১৮৫৭ ঈসায়ী মে উলামা কা কিরদার'।
(খ) মাসিক তরজুমান, সফর সংখ্যা, ১৪৪২ হিজরি, সেপ্টেম্বর – অক্টোবর, ২০২০, পৃ. ৩৩।

[৪২]. মুরাদাবাদ তারিখে জদ ও জুহদে আজাদী, সৈয়্যদ মাহবুব হোসাইন সবজাওয়ারী, পৃ. ১৪১-১৪২।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjumananjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

যায়। নবাব পুনরায় ব্রিটিশদের সহায়তা নিয়ে মুরাদাবাদ দখল করেন। ব্রিটিশ বাহিনী নবাব মজ্জু খানকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর প্রতি খুবই নির্দয় আচরণ করে হত্যা করে। আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তখন সেনাপতি বখত খানকে চিঠি লিখে মুরাদাবাদে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ অবহিত করেন। ব্রিটিশ বাহিনী ১৮৫৮ সালের ২১ এপ্রিল মুরাদাবাদ পুনরায় দখল করলে মাওলানা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আত্মগোপন করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের নিয়োজিত গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য ফখরুদ্দীন খিলাল তাঁর সন্ধান জেনে ফেলে এবং ৩০ এপ্রিল ১৮৫৮ মোতাবেক ১৬ রমযান ১২৭৪ হি. তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ব্রিটিশগণ সে সময়ে বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য বেশ কয়েকটা কমিশন গঠন করে। মুরাদাবাদের দায়িত্বে ছিল খুবই নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট জন এঙ্গেলসন। তার নেতৃত্বে মাত্র দুই দিনের মধ্যে সমাপ্ত এক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে খুবই তাড়াহুড়ার মাঝে মাওলানা কাফীকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। ২০ রমযান, ১২৭৪হি. মোতাবেক ৪ মে ১৮৫৮খ্রি. তাঁর ব্যাপারে মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করা হয়। ফাঁসীর আদেশে লেখা ছিল,

Since this defendant/respondent accused has revolted against the English government, provoked the masses against a legal/constitutional government and plundered the city, this act of the accused is an open mutiny against the English government and as a penalty for this, he deserves severe punishment. It was ordered that he should be hanged to death. (John Engleson, 6th may,1858).

ফাঁসির রায় শুনার পরও আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। এরপর শুরু হলো তাঁর উপর অমানবিক অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন। লোহাকে গরম করে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে যখম করে ক্ষতস্থানে লবণ-মরিচ দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করা হতো। ইসলামের স্বার্থে আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং ধৈর্য্যধারণ করেন।[৪৩]

পরিশেষে এই মহান বীর সিপাহসালারকে ২২ রমযান ১২৭৪হি. মোতাবেক ৬ মে ১৮৫৮খ্রি., বৃহস্পতিবার মুরাদাবাদ জেলখানার পাশে জনসম্মুখে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।[৪৪]

(বি:দ্রঃ এ বছর ২২ রমযান ১৪৪২ হি.
তাঁর ১৬৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী।)

ফাঁসির কাষ্ঠে উঠার পূর্বে রচিত না'ত শরীফ

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদ, ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লবের বীর কলম সৈনিক, প্রখ্যাত উর্দু ও ফার্সী কবি আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাঁসির কাষ্ঠে উঠার আগে প্রিয় নবীর শানে স্বরচিত না'ত (যা তিনি এর পূর্বক্ষণেই রচনা করেন) পাঠ করছিলেন। ওই ঐতিহাসিক না'ত শরীফটি হলো–

১. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا

[কোন ফুল বা বাগান বাকী থাকবে না, তবে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র দ্বীন থেকেই যাবে।]

কাব্যানুবাদ

না থাকবে পুষ্প কোন, না থাকবে কোন বাগান,
রইবে শুধু নূর নবীজির, পবিত্র সেই দ্বীনই মহান।

২. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں
حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا

[বড় বড় বাদশাহদের নাম-নিশানা মিটে যাবে, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও পাক-পাঞ্জাতন-এর পবিত্র নাম থেকেই যাবে।]

কাব্যানুবাদ

মিটে যাবে রাজা-বাদশা, মিছেই তাদের রং তামাশা,
রইবে বাকী নূর নবী আর পাঞ্জাতনের ভালোবাসা।

৩. اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو
اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا

৪৩. ছন্দ মুমতাজ উলামায়ে ইনক্বিলাব, ১৮৫৭ ঈসায়ী, মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, মতবুয়ায়ে দারুল ক্বলম, দিল্লী।

৪৪. নাজমূল গণী রামপুরী, 'আখবাররুস সানাদিদ'-এর সূত্রে মুরাদাবাদ তারিখে জদ ও জুহদে আজাদী, সৈয়্যদ মাহবুব হোসাইন সাবজাওয়ারী মুরাদাবাদী, পৃ. ১৪৪, মুরাদাবাদ।

প্রবন্ধ

[নামী-দামী পোশাকের উপর অহংকার করো না, এ প্রাণহীন কায়ার উপর শুধু সাদা কাফনই থেকে যাবে।]

কাব্যানুবাদ

নামী-দামী বেশ বাহারী, থাকবে পড়ে দুনিয়াদারি,
কাফন শুধুই রইবে সাথে, নিষ্প্রাণ ঐ দেহ মুড়ি।
ہم صفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا
بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا

[বাগানে অনেক ধরনের পাখির কিচির-মিচির শব্দ শুনা যাচ্ছে, বুলবুলি উড়ে যাবে, আর উদাস বাগান পরে থাকবে।]

কাব্যানুবাদ

কুঞ্জে কত কিচিমিচি, পাখ-পাখালির মাতামাতি,
উড়ে গেলে বুলবুলিটি, রইবে পড়ে বাগান খালি।
جو پڑھے گا صاحب لو لاک کے اُو پر درود
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا

[যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে, আগুন হতে তার কায়া হেফাযত থাকবেই।]

কাব্যানুবাদ

যে জন পাঠায় দুরূদের ডালি, নবীজির কদম 'পরে,
দোযখের ওই হুতাশনে, দেহটি তার পুড়বে নারে।
سب فنا ہو جائیں گے **کافی** و لیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

[হে **কাফী!** সবকিছু ধ্বংস হবে, তবে এটা জেনে রাখো, কেয়ামত পর্যন্ত না'ত পাঠকারীর মুখে না'তে রাসূল থাকবেই।]

কাব্যানুবাদ

ধ্বংস হবে এ পৃথিবী, থাকবে না আর কিছুই, **কাফী!**
রইবে শুধুই না'তে নবী, কেয়ামত দিবস অবধি।

মূল: আরমুগানে না'ত (চৌদ্দশত সালের না'ত সংকলন), শফিক বেরলভী, পৃ. ১২৪। কাব্যানুবাদ: সূফী শাহ জাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল।

[এ না'ত শরীফটি আল্লামা কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বিরচিত কোন কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি। শুধুমাত্র উপরোক্ত গ্রন্থে এটি বিদ্যমান।]

আ'লা হযরত কর্তৃক শহীদ আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে স্বপ্নে দেখা

জালিম ব্রিটিশ সরকার যখন আল্লামা কাফীকে শহীদ করে তখন তাঁর (আ'লা হযরত) বয়স হয়েছিল মাত্র ১ বছর ১১ মাস। আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন আমি শহীদ আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে তাঁর রচিত ঐতিহাসিক না'ত শরীফ 'কুয়ী গুল বাকী রহে গা'র পাঠাবস্থায় স্বপ্নে দেখতে পাই।

মলফুযাতে আ'লা হযরত, আল্লামা শাহ মুস্তাফা রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি, পৃ. ২২৭, প্রকাশনায়– ১২৪ উর্দূ মার্কেট, মাটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।

মৃত্যুর পরে অক্ষত লাশ মোবারক

মৃত্যুর পরে তাঁর লাশ মোবারক অক্ষত থাকার ব্যাপারে নানা ধরনের জনশ্রুতি বিদ্যমান। এক বর্ণনায় হযরত মাওলানা উমর নঈমীর ভাষ্য মতে, শহীদ আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কবর শরীফ এক স্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা হয়। এটা তাঁর শাহাদাতবরণ করার প্রায় ৩০/৩৫ বছর পরের ঘটনা। কারণবশতঃ তাঁর কবর শরীফটি খুলে গেলে দেখা যায় শহীদ আল্লামা কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শহীদ হওয়ার সময় যে রকম ছিল, সে রকমই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

(ক) উর্দূ পত্রিকা 'তাসীর'-এ ২১ আগস্ট ২০২০-এ প্রকাশিত, মুহাম্মদ সলিম মিসবাহী কনুজ-এর লিখিত 'জঙ্গে আজাদী– ১৮৫৭ ঈসায়ী মে উলামা কা কিরদার'।

শায়ের নাসির যথার্থই বলেছেন,

زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا

[নবীজির গোলামের না সমাধিস্থল মলিন হয়, না জীবন মলিন হয়। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গোলামের কাফনও মলিন হয় না।]

পরিশেষে বলা যায়, শহীদ আল্লামা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন এবং কাব্য ও না'ত সাহিত্যে তাঁর অতুলনীয় অবদান, ইতিহাসে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

লেখক: প্রচার সম্পাদক-আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

মে দিবসের ভাবনা ও ইসলামে শ্রমের মর্যাদা

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

১ মে সমগ্র বিশ্বে মে দিবস হিসেবে পালিত হয় সগৌরবে। এ দিবসটিকে মেহনতী শ্রমজীবি মানুষ নিজেদের সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় দিবস হিসেবে দেখে। আই,এল, ও (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা) কর্তৃক গৃহীত চার্টার বাস্তবায়নের দাবী নিয়ে স্বোচ্চার হন মেহনতী মজুর শ্রমিক। বিজয় দিবস উদযাপন করলেও বেদনাদায়ক স্মৃতি কিছুটা হলেও ম্লান করে দেয় আনন্দ উৎসব মুখরিত মুহুর্তগুলোকে। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে বিশ্ব সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের ৪৬৭জন জনপ্রতিনিধি মিলিত হন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায়। সম্মেলন মঞ্চের পিছনে লেখা ছিল 'সকল দেশের সর্বহারা এক হও, এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯০ সালের ১ মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' ঘোষিত হয় এবং প্রতিবছর দিবসটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সম্মেলন মঞ্চের পিছনে লেখা ছিল

"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয়,
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে স্বপ্নের নেই নীল
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

১৬৮৪ সালে শ্রমজীবি মানুষের সংগঠন ঠেলাগাড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ১৭৮৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করার (১৭৮৬ সাল) শর্তবর্ষ পূর্বে। ১৮৪২ সালে সে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন এবং ধর্মঘট করার অধিকার পায় শ্রমিক শ্রেণি। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত দৈনিক কর্মঘন্টা কমানোর দাবীতে শ্রমিক শ্রেণি অনেকবার ধর্মঘট করে। বিশ্বের প্রথম নারী শ্রমিকের ধর্মঘট পালিত হয় আমেরিকায় ১৮২৩ সালে। বিশ্বের শিল্প কারখানাগুলোতেই শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮২৮ সালে। ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে ১৫টি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতি, ইতিহাসে এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সংগঠন নামে পরিচিত। ১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নয়নের নেতারা আমেরিকার বাল্টিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করে 'ন্যাশনাল লেবার' ইউনিয়ন। মার্কিন শ্রম আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম এইচ সিনভিচ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই প্রথম দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রম ঘন্টার দাবীতে আন্দোলনের ডাক দেয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। ১৮৭০ সালের ৮ মার্চ প্যারিসের শ্রমিকরা শহর থেকে বুর্জোয়া শাসকদের হটিয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেন। কার্ল মার্কস লিখেছেন, এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি মেহনতী মানুষের।"

১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে পরপর দু'দিনের ঘটনায় ১১জন শ্রমিকের আত্মদান ও আলবার্ট পারসনস, অগস্ট স্টাইজ, এডলফ ফিসার ও জর্জ এঙ্গেলস'র মতো বীর নেতাদের ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলানোর মধ্য দিয়ে শ্রমজীবি মানুষের দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টা স্বীকৃতি পায়। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবি মানুষ ৮ ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পায়। অবশ্য উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে এর চেয়েও কম কর্মঘন্টা কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কর্মস্থলের পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চয়তা, শ্রম বিমা পদ্ধতি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুর্ঘটনা/মৃত্যুবরণ সহায়তা প্রভৃতি আইন আইএলও'র চার্টার অনুযায়ী প্রদান করা হয় উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সদর দফতর জেনেভায়। প্রত্যেক দেশ হতে একজন শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি ও সরকারি একজন প্রতিনিধি মন্ত্রী/ সচিব এর নেতৃত্বে একটি ডেলিগেশন (প্রতিনিধি) সম্মেলনে যোগদান করার রেওয়াজ রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের আইএলও সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র এতে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ দেশের শ্রমিক কর্মচারিদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ও সংস্থার বিধি বিধান পরিপালনে অঙ্গীকার করেন সরকার ও মালিকপক্ষ। যদিওবা পরবর্তী সময়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা বা সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা বেমালুম চেপে যায়। হরতাল ধর্মঘট, বনধ্সহ জ্বালাও পোড়াও'র মতো ঘটনা অহরহ সংঘঠিত হয় এসব দেশে। অনেক সময় পরিস্থিতির নৈরাজ্যকর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় সরকার পতনের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে ঐসব আন্দোলনে। স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, কর্মঘন্টার অপচয় হয়,

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

উৎপাদনশীলতা গতি হারায়, সুযোগ সন্ধানী শ্রমিক নেতা ও সুবিধা ভোগীরা এর থেকে ফায়দা লুটে নেয়। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রসমূহের শ্রমিক নেতারা দাবী দাওয়া নিয়ে অনেক অকার্যকর চার্টার অব ডিমান্ড দেয়। দ্বিপক্ষীয় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা বৈঠক হয়, সমাঝোতা না হলে ধর্মঘট, হরতালসহ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পিছপা হন না শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। মালিকপক্ষের অনেকেই আছেন যে কোন অজুহাতে শ্রমিকদের সাধারণ প্রাপ্য, বেতন, বোনাস ওভারটাইম, প্রভিডেন্ট ফান্ড দিতেও গড়িমসি করেন। মালিকপক্ষের সদিচ্ছার অভাবেই অনেক সময় পরিস্থিতি জঠিল হয়ে উঠে। অন্যদিকে অনভিজ্ঞতা ও দালালীর মনোভাবাপন্ন নেতাদের কারণে শ্রমিকরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে, অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে তিলকে তাল করার মতো পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। সিবিএ শ্রমিক প্রতিনিধির মাধ্যমে, নেতাদের যোগ্যতর করে তোলার জন্য আইএলও'র আবাসিক প্রতিনিধি থাকে প্রত্যেক দেশে। তারা ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশীপ ট্রেনিং কর্মসূচি গ্রহণ করে শ্রমিকদের সচেতন করার পাশাপাশি ট্রেড সম্বন্ধে ধারনা দেয়ার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশেও আইএলও প্রতিনিধি আছেন। শ্রমিকদের নিয়ে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপসমূহ আইএলও প্রতিনিধি পযর্বেক্ষণ করেন। যিনি শ্রমিক নেতা হবেন তার ট্রেড সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। মালিকপক্ষ ফাঁকি দিচ্ছেন, না কি দাবী দাওয়া পুরণে অসমর্থ সে সম্পর্কেও নেতাদের জানতে হবে। সর্বোপরি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, মানবিক মূল্যবোধসহ দেশপ্রেম ধারন করা অবশ্যই জরুরী। শ্রমিকদের কথায় ভর করে হঠাৎ কিছু করে ফেলা এটা শ্রমিক, মালিক ও দেশের স্বার্থপরিপন্থী হতে পারে। উৎপাদন বন্ধ হলে শ্রমিক মালিক রাষ্ট্র সমাজ সকলেরই অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি মাথাভারি প্রশাসন অযোগ্য ও অসৎ আমলা-কর্মচারি এবং কুট কৌশল অবলম্বনকারী অসাধু শ্রমিক নেতা ও মালিক পক্ষ শ্রমিক অসন্তুষ ও অরাজকতার জন্য অনেকাংশে দায়ি।

মনে রাখা প্রয়োজন ১৬ কোটি মানুষের দেশ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। শ্রমিক আর মালিক আমলা কামলা প্রত্যেকেরই দেশ। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেকেরই দায়-দায়িত্ব আছে। উৎপাদন হলে আয় হবে, আয় হলে অর্থনীতি সচল থাকবে, অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি হলে সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি হবে জীবন ধারনের স্বাচ্ছন্দ্যতা আসবে। এ দেশে মিল কল কারখানা লোকসান হওয়ার কোন কারণ নেই, সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমিক যোগ্যতা সম্পন্ন পরিচালক/নেতৃত্ব যেখানে রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে লোকসান হয় না বা হবে না। লোকসানের মূল কারণ শ্রমিক নয়, অযোগ্য ও মাথাভারি প্রশাসনের সমন্বয়হীনতা ও দায়িত্বহীনতাই অনেকাংশে দায়ি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তবে ন্যূনতম চাহিদা পূরণে (অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় Mininmum subsistence level) মালিক পক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক শিল্প মালিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাংক লোন আত্মসাৎ করা, বিভিন্নভাবে ফাঁকি দেয়ার প্রবনতাই লোকসানের অন্যতম একটি কারণ। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো এ দেশে ব্যবসা করে হাজার হাজার কোটি টাকা স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছে। আর এ দেশীয় শিল্প মালিকরা দেনাগ্রস্থ হয়ে খেলাফী হচ্ছে, এটা কি মানা যায়? শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমঘন্টা আদায় করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আজ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু বিধ রক্ষাকবচ প্রদান করা হয়েছে। এ সবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। সকল পক্ষ সততা ও যোগ্যতার অধিকারি হতে পারলে এ দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং এতে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরান্বিত হবে। মহান মে দিবসে আমাদের শপথ হোক নিজে সৎ হবো, অপরকেও সৎ হতে সাহায্য করবো, সততার সাথে শ্রম বিনিয়োগ করবো ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দাবি করবো। মেহনতী মানুষের জয় হোক।

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম কি বলে?

১৬৮৪ সালে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রথম ঠেলাগাড়ি চালকদের একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন হয় আমেরিকায়। তখনো সে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়নি। তারও এক হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন তাজেদারে মদীনা হুজুর পুরনুর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের অধিকার মর্যাদা ও প্রাপ্যতা নিয়ে এক অবিস্মরণীয় ও

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে।

মহানবী ইরশাদ করেন, "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক প্রদান কর, সাধ্যাতীত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়ো না, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, ধনী-গরীব, রাজা, প্রজা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান এবং দাস বেচা-কেনা অবৈধ ঘোষণা করা হলো চিরতেরর জন্য। এক কাজের নিয়োগ দিয়ে অন্য কাজ করানো, হাল্কা কাজ করার ফাঁকে ভারী কাজ করানো অর্থাৎ প্রতারণামূলক কোন কাজ শ্রমিকদের দ্বারা করানো যাবে না। গৃহকর্তা গৃহকর্মিসহ তোমাদের অধীনস্থ সকলের ক্ষেত্রে তোমাদের নিজেদের জন্য পরিচ্ছদ ও খাবার পছন্দ করো, তেমনি তাদের জন্যও অনুরূপ পছন্দ করবে।" ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার যেভাবে মূল্যায়ন করেছে সেভাবে আধুনিক বিশ্ব চিন্তাই করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

[সূরা শুয়ারা]

হযরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিরা (দাস-দাসী), চাকর-চাকরাণী তোমাদের ভাই বোন। সুতরাং যে ভাইকে ভাইয়ের অধীনে করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তাকে তাই-ই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাকে পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে।

[বোখারী শরীফ, ২য় খন্ড]

শ্রম হল মানুষের শরীরের অর্ন্তনিহিত শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার এক অফুরন্ত নিয়ামত। অবৈধ পথে এটা বিনিয়োগ করা হারাম ও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ্ কায়িক শ্রমকে অধিক পছন্দ করেন। কেননা বৈধ (হালাল) উপার্জনে ইহা অদ্বিতীয়। সকল পয়গাম্বরগণই কায়িক শ্রম দিয়েছেন। প্রায় সকল নবীগণ ছাগল, মেষ পালন করেছেন। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম বর্ম তৈরী করে বিক্রী করেছেন, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম কাঠের নৌকা তৈরী করে বিক্রি করেছেন, ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করে প্রিয় নবী কোদাল কিনে দিয়েছেন। কোন পেশাই তুচ্ছ নয়, যদি হারাম না হয়। শিল্প কল কারখানার উৎপাদনসহ যাবতীয় অবকাঠামো তৈরীতে শ্রমিকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং শ্রমজীবি মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ, যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেয়া ও সর্বপ্রকার প্রতারণা থেকে নিজেকে সংযত রাখা প্রত্যেক মানুষের ঈমানী-দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কথাটা যতো তাড়াতাড়ি আমরা বুঝতে পারবো, শ্রমিকের মর্যাদার প্রতি আস্থাশীল হবো, ততো তাড়াতাড়ি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। মে দিবসে আমাদের শপথ হোক, আমরা যেন শ্রমজীবি মানুষ তথা অধীনস্থদের প্রতি সদয় হই।

লেখক: প্রেস এন্ড পাবলিকেন্স সেক্রেটারি-আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ তচিবুল ইসলাম**
কাদেরিয়া তাহেরীয়া দারুল কুরআন মাদরাসা
কচুয়া, চাঁদপুর।

প্রশ্ন: অন্যের হক নষ্ট করে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, হিসাবের দিন তার আমল থেকে কি পরিমাণ আমল দিতে হবে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানালে ধন্য হবো।

উত্তর: আল্লাহর হক বা অধিকারকে হাক্কুল্লাহ্ বলা হয়। এ হক বা অধিকার মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। তিনি বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ার বা ইচ্ছাধীন। আর বান্দার সাথে সম্পর্কিত হক সমূহকে হাক্কুল ইবাদ বলা হয়। যা বান্দার প্রাপ্য তা বান্দা মাফ না করলে মহান আল্লাহ্ তা'আলাও মাফ করবেন না। তাই বান্দার হক বা অধিকারের প্রতি আমাদেরকে বেশী বেশী যত্নশীল ও সচেতন হওয়া আবশ্যক ও উচিত। অপরের হক নষ্ট ও গ্রাস না করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন-

وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ(١٨٨)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে-অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের কাছে পেশ করোনা।
[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৮]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের (বান্দাদের) কে নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতকে তার মালিকের কাছে ঠিকভাবে আদায় করো বা পৌঁছিয়ে দাও। [সূরা নিসা, আয়াত-৫৮]

এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে অন্য বান্দার অধিকার বা হক রক্ষা করা সম্পর্কে জোর তাগিদ দিয়েছেন।

পবিত্র হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যের হক নষ্টকারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

যেমন সহীহ্ বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ [صَحِيح البخارى]

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অন্যায়ভাবে কারো ভূমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত (৭) তবক জমীনের নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।
[সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩১৯৬]

অপর হাদীসে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন-

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ [بخارى]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমীন তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, ৩১৯৫ নং হাদীস, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়]

অপর হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقُ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ -

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট হতে বদলা দেওয়া হবে।
[সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২৫৮২, জামে তিরমিযী, হাদিস নং-২৪২০]

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার কাছে তার ভাইয়ের হক রয়েছে, তা মান-সম্মানের হোক বা অন্য কিছুর হোক, দুনিয়ায় কারো সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, কাউকে আঘাত করেছে, সে যেন আজই ক্ষমা চেয়ে

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

নেয় (মিটমাট করে নেয়) কেননা সেদিন (কিয়ামতের দিন) নেকিগুলো দিয়ে হকদারের হক পরিশোধ করা হবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে একই হকদারের গুনাহ্ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতএব, অন্যের হক/অধিকার নষ্ট হতে পারে এরূপ অতীব ক্ষুদ্র কাজ হতেও বিরত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক মুমিনের অবশ্যই কর্তব্য। কোনো ছোট-খাটো অধিকার/হককে নষ্ট করার মত যুলুমকে ছোট মনে করা উচিত নয়।

প্রতিটি মুমিনকে বান্দার হকের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ বলা যায় না, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত আদায় করেও নিজেদের পরকালীন জীবনটা বরবাদ হয়ে জাহান্নাম শেষ ঠিকানা হবে। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুক। আ-মী-ন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

✍ **মুহাম্মদ আবদুর রহমান**
রাজানগর, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন রংয়ের পাগড়ী পরিধান করছেন? ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযে পাগড়ী পরিধান করার বিধান কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: পাগড়ি পরিধান করা প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার স্বভাবগত সুন্নাত। তিনি এ ব্যাপারে বহু হাদীস পাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন-তিনি এরশাদ করেছেন- عليكم بالعمائم فانها سيماء الملائكة অর্থাৎ তোমরা পাগড়ী পরিধান করো, কেননা এটা ফেরেশতাদের প্রতীক।
[বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং-৬২৬২]

তাই পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। পাগড়ী যে কোন রংয়ের হতে পারে এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময় স্বীয় মাথা মোবারকে টুপি ও পাগড়ি পরিধান করতেন। ফতোয়ায়ে রেজভীয়াতে ইমাম আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা ফাযেলে বেরেলভী রহ. উল্লেখ করেছেন, পাগড়ি পরিধান করা নবীদের সুন্নাত এবং ফেরেশতাদের নিদর্শন। তাছাড়া পাগড়িবিহীন সত্তর রাকাত নামায, পাগড়ি সহকারে দু' রাকাত নামায আদায়ের সমান। দাঁড়িয়ে পাগড়ি বাঁধা সুন্নাত এবং বসাবস্থায় খোলা সুন্নাত-ই মুস্তাহাব্বাহ্। আর পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি জুমা-জামাত, ঈদে এবং নিজের সুযোগ সুবিধা মতো পাগড়ি পরিধান করা উত্তম।
[ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, কৃত. ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রহ. ও মাসিক তরজুমান শাওয়াল সংখ্যা ১৪৪০ হিজরী]

✍ **মওলভী হাজী এজাহার হোসেন**
সাবেক সরকারী কর্মকর্তা
উত্তর ছনহরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মসজিদের ইমাম দাড়িতে কালো খিযাব লাগানো জায়েয আছে কিনা? তার পিছনে নামায পড়া যাবে কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: মসজিদের ইমামের বা অন্য কারো দাড়িতে কাল রংয়ের খিযাব করা জায়েয নাই। কারণ তা এক প্রকার আল্লাহর সৃষ্টির চিরাচরিত বিধিকে পরিবর্তন করার নামান্তর। তাই অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম ও ইমামের মতে দাড়িতে কালো খিজাব লাগানো মাকরূহে তাহরিমী এবং ইমাম নববী রহ. এর মতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে মুজাহিদ বা ইসলামী যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কারো জন্য দাঁড়ি ও চুলে কালো রংয়ের খিজাব ব্যবহার করা হারাম। চুলে দাঁড়িতে কালো খিযাব ব্যবহারকারী ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি ও গুনাহ্।

হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- غَيِّرُوْا هذا بشئ واجتنبوا السواد অর্থাৎ তোমরা বার্ধক্যের এ শুভ্রতাকে অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন কর এবং কালো রং থেকে দুরে থাকো। [সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৪৭৫]

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

তবে মেহেদি ব্যবহার করলে অসুবিধা নেই। বরং হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা দাঁড়িতে মেহেদী ব্যবহার করার বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন: মেয়ে বিয়ে দিয়ে এখন আর্থিক দুরাবস্থায় পড়েছি, যাকাতের টাকা নেওয়া জায়েয হবে কিনা? কারা যাকাত গ্রহণ করতে পারবে এবং কাদেরকে যাকাত দেয়া না জায়েয, জানালে বাধিত হব।

উত্তর: কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে এবং ফিক্বহের কিতাবসমূহে যাকাত আদায় ও প্রদানের খাতসমূহ সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

কুরআন মজীদে ৮ শ্রেণির ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ এরশাদ করেছেন-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ -...

অর্থাৎ যাকাত কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি, যাদেরকে ইসলামের প্রতি মনোরঞ্জন করা হয় তাদের জন্য, দাস-দাসী মুক্তির জন্য, ঋণ গ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে তথা অভাবী মুজাহেদীনের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য।

[সূরা তাওবা, আয়াত-৬০]

যে সব আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্থ এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত তাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম। যেমন ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনদেরকে গরীব হলে যাকাত দেয়া যাবে। কিন্তু নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা অর্থাৎ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। তেমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয় এবং স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে নিজের অসহায় বোনকে যাকাতের অংশ দিতে পারবে তবে পিতা নিজের সন্তানকে যাকাত দিতে পারবে না। অবশ্য স্বীয় মেয়ের জামাতা যদি ফকির/অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে জাকাত দেয়া বৈধ। সুতরাং আপনি ঋণগ্রস্থ বা অসহায় হয়ে পড়লে যাকাত গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই।

[হেদায়া, জাকাত অধ্যায়, রদ্দুল মুহতার, ২/২৫৮, আহকামে শরীয়ত, ২য় খন্ড, কৃত. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ.]

✍ **মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন**
রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: একমাস ফরজ রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসে ছয় রোযা কেন? ছয় রোজার ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

উত্তর: পবিত্র মাহে রমজানের দীর্ঘ এক মাস বরকতময় সিয়াম সাধনার পর মুমিন বান্দাগণ যে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছেন তা ধরে রাখা মুমিন নর-নারীর একান্ত ঈমানী দায়িত্ব। তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা এবং দীর্ঘ একমাস রমযান শরীফে তাকওয়া পরহেযগারী ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ ও আকর্ষণকে ধরে রাখতে রমযানের পরের মাসে মাহে শাওয়ালে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদতের সাথে সাথে কিছু নফল ইবাদত ও নফল রোযা অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও ফজিলতপূর্ণ। তন্মধ্যে শাওয়াল মাসের ছয় রোযা (নফল) অন্যতম ফজিলত মন্ডিত ইবাদত, তদুপরি রমযান শরীফের ফরয রোযার আদায়ে যা ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযা মাধ্যমে তা আল্লাহর রহমতে মাফ হয়ে যায়। পবিত্র মাহে শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযা পালনের গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হুযূর পূরনূর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها [رواه ابن ماجه - جلد - ١, صفحه - ١٢٤

অর্থাৎ জলীলুল কদর সাহাবী এবং প্রিয়নবীর অন্যতম খাদেম হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি (নফল) রোযা পালন করে, তার জন্য সারা বছরের রোযা পালন হয়ে যাবে। যে একটি ইবাদত করে তার জন্য দশগুণ সাওয়াব রয়েছে। [ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৪]

সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে অতঃপর (রমযানের রোযার) অনুস্মরণে শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা রাখে। তার জন্য সর্বদা রোযা রাখার সওয়াব হবে।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ:১ম খন্ড, পৃ.৩৬৯, মিশকাত শরীফ]

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের ফজিলত সমৃদ্ধ মাহে রমজানের বিদায়লগ্নে শাওয়াল মাসের শুরুতেই পাপাচারের আশংকা থাকে প্রবল। এ মাসে নিজের নফসকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা কঠিন। তাই শাওয়ালের ছয় রোযা পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্-রাসূলকে রাজী করতে পারলেই সফলতা অর্জিত

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

হবে। মাহে রমযানের একমাস ফরয রোযা পালনের পর শাওয়ালের নফল রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

[সুনানে ইবনে মাজাহ ও ছহি মুসলিম ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন**
শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ছোট বাচ্চাদের আরবী পড়ার সময় প্রথম বার অযু করিয়ে দেওয়ার পর যদি তাদের বারবার অযু ভঙ্গ হয়, তাহলে কি প্রতিবার অযু করতে হবে?

উত্তর: ওজু পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। অজু ব্যতীত ক্বোরআন মজিদ স্পর্শ করা বৈধ নয়। আর নামায ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা এবং অযু না থাকলে অযু করা শর্ত। পবিত্র কুরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। তাছাড়া মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তাঁর কুরআনও পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, ভালবাসেন। তাই অযু ভঙ্গ হলে পুনরায় অযু করে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হবে। কারণ কুরআন শরীফ স্পর্শ করে পড়তে বা তেলাওয়াত করতে অজু করাও ফরয। আর অযু ব্যতীত স্পর্শ করা নাজায়েয ও পবিত্র কুরআনের বেহুরমতি। উল্লেখ্য যে, বাচ্চাদেরকে তাদের ছোটকাল হতে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া মাতাপিতা ও শিক্ষকের উচিত এবং কর্তব্য। অবশ্য না বালেগ ও ছোট, বাচ্চারা অযু ছাড়া যদি পবিত্র ক্বোরআন স্পর্শ করে তা হলে গোনাহ্গার হবে না যেহেতু তারা এখনো নিষ্পাপ।

প্রশ্ন: কবরে যে আহাদনামা দেওয়া হয়, তা দিলে মৃত ব্যক্তির জন্য কি লাভ হতে পারে? এবং মৃত ব্যক্তির কপালে আঙ্গুলি দিয়ে বিসমিল্লাহ্ ও কালমায়ে তৈয়্যবা লেখার হুকুম ও ফযিলত বয়ান করলে কৃতজ্ঞ হব। যেহেতু এ সব বিষয়ে কেউ কেউ আপত্তি করতে দেখা যায়।

উত্তর: মুসলমান মৃত ব্যক্তির কবরে, মৃতের কফিনে কিংবা পৃথক কাপড়ে আহাদনামা দেয়া জায়েয ও উত্তম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা বা বিশ্বাস হলো আহাদনামার বরকতে কবরে আজাব হালকা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর নাওয়াদেরুল উসূলে' বর্ণনা করেছেন-

من كتب هذه الدعا وجعله بين صدر الميت وكفنه فى رقعة لم ينله عذاب القبر ولايرى منكرا ونكيرا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দোয়াটি কোন কিছুতে লিখে মৃতের বুকের উপর কফিনের নিচে রাখবে, তার কবরের আজাব হবে না। সে মুনকির-নাকিরকে দেখবে না। আহাদনামা দোয়াটি হলো-

لاَ اِلٰـهَ الَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللهُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

তাছাড়া অপর জায়গায় ইমাম তিরমিযি রহ. খলিফাতুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 'আহাদনামা'র দোয়াটি নামাযের পর পাঠ করে ফেরেশতা ওটা লিখে মহর অংকিত করে কেয়ামতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন। আর তাঁকে কবর থেকে কেয়ামতের দিন উঠাবার সময় ফেরেশতা উক্ত লিপি সঙ্গে আনবেন এবং ঘোষণা হবে লোকটি কোথায়? তাঁকে এ 'আহাদনামা' দেয়া হবে। আহাদনামাটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنِى عهدت اليك فى هذه الحياة الدنيا بانك انت لا اله الا انت وحدك لاشريك لك وان محمدًا عبدك ورسول لك فلا تكلنى الى نفسى فانك ان تكلنى الى نفسى تقربنى من السوء وتباعدنى من الخير وانى لااثق الا برحمتك فاجعل رجمتك لى عهدا عندك توديه الى يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد ـ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

উপরোক্ত উভয় দোয়া বা যে কোন একটি দোয়া কবরে দেয়া যায়। এ আহাদানামা সম্পর্কে ইমাম নকী আলী রহ. বলেন-

اِذَا كَتَبَ هَذِهِ الدُّعَاءَ وَجَعَلَ مَعَ الْمَيْتِ فِىْ قَبْرِهِ
وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابه

অর্থাৎ এ দোয়াটি লিখে মৃতের সাথে কবরে রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কবরের পরীক্ষা ও আজাব থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লামা ইমাম হাসকাফী হানাফী রহ. তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ 'দুররুল মুখতারে' উল্লেখ করেছেন-

كُتِبَ عَلى جَبْهَةِ الْمَيْتِ اَوْ عَمَامَتِهِ اَوْ كَفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله للميت اوصى ان يكتب فى جبهته وصدره بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থাৎ মৃতের কপালে বা পাগড়িতে বা কাফনের উপর আহাদানামা লিখলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ মৃতকে ক্ষমা করবেন। ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ অছিয়ত করেছেন যেন তার কপালে এবং বুকের উপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখে দেয়া হয়।

একই কিতাবে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন- এক ব্যক্তি অছিয়ত করেছিলো যে, তার বুকে ও কপালে যেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখে দেয়। ইন্তেকালের পর তার বুকে ও কপালে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়েছিল। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি অবস্থায় আছেন? উত্তরে সে বললো, যখন আমাকে কবরে রাখা হয়, আযাবের ফিরিশতা এসে যখন কপালের উপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম শরীফ লেখা দেখে বললেন, তুমি আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গেছো।

আর রদ্দুল মুহতারে 'ইমাম ইবনে আবেদীন শামী উল্লেখ করেছেন, মৃতের কপালে বিসমিল্লাহ্ শরীফ এবং বুকের উপর কালেমায়ে তৈয়্যবা শরীফ লিখে দেবে তবে মুর্দাকে গোসলের আগ পর্যন্ত তাঁর কপালে কলেমা শরীফ কেবল আঙ্গুলির ছাপে লিখবে, কালি দিয়ে নয়। আর বিসমিল্লাহ্ গোসলের পরও আঙ্গুলি দিয়ে লিখবে।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হতে সুস্পষ্ট যে, মৃত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে অথবা বুকে আহাদনামা, কলমা শরীফ ও বিসমিল্লাহ্ শরীফ ইত্যাদি লিখে দেয়া এবং কপালে বিসমিল্লাহ্ শরীফ ও কলমা শরীফ আঙ্গুলি দিয়ে লিখে দেয়া মুর্দার নাজাতের ওসিলা ও অনেক উপকারী।

[দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৫পৃ, কৃত. ইমাম আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (রহ.), রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৮৬ পৃ. কৃত. ইমাম আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী (রহ.), ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কৃত. আল্লামা মোল্লা নিজামুদ্দীন বলখী (রহ.), বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড, জানাযা অধ্যায়, কৃত. সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী আযমী (রহ.) ও মামুলাতে আহলে সুন্নাত, কৃত. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ কাদেরী বদায়ূনী (রহ.) ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আবুল হোসাইন**
আল-ফালাহ্ গলি, ২নম্বর গেইট,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সম্ভবানা কম হলে, এশারের নামাযের পর চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়লে কবুল হবে কিনা? জনৈক ব্যক্তি থেকে শুনেছি তাহাজ্জুদ আদায় হবে। বুখারী শরীফে এটা আছে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া, বস্তুত: রাতে এশার নামাযের পর নিদ্রা বা ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে যে নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে আদায় করা হয় সেটাই শরিয়তের পরিভাষায় তথা কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোণে তাহাজ্জুদের নামায। তাহাজ্জুদের নামায প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখন আদায় করতেন এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد [رواه البخارى]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাস্সেরীন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন জাগ্রত হতেন তিনি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। [সহীহ্ বুখারী শরীফ]

অপর একটি হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل ويقوم اخره فيصلى [رواه مسلم]

অর্থাৎ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ রাতে জেগে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়তেন।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ, সূত্র. রিয়াদুস্ সালেহীন, কৃত. ইমাম নববী রহ. পৃ. ৪৫৭]

রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে জামে তিরমিযি শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عن عبد الله بن سلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام [رواه الترمذى]

অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবীয়ে রসূল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকেরা! সালামের প্রচলন করো অভুক্তকে আহার করাও এবং রাতে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করো তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[জামে তিরমিযী শরীফ]

উপরোক্ত হাদীসে পাকসমূহ হতে বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ এশার নামাযের পর রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে মধ্য রাতে অথবা শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে (সুবহে সাদেকের পূর্বে) আদায় করাই তাহাজ্জুদের সময়। তবে কেউ অতিশয় বৃদ্ধ বা রোগের কারণে অথবা অন্য কোন ওজরের কারণে রাতে ঘুম হতে জেগে ওঠার সম্ভবনা না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি এশার নামায আদায়ের পর বিতরের নামাযের পূর্বে অথবা পরে ২ রাকাতের নিয়তে যত রাকাত ইচ্ছা নফল নামায আদায় করে নিবেন। উক্ত নামায কিয়ামুল লায়ল বা নফল হিসেবে গন্য হবে। তবে এতে তাহাজ্জুদের নামাযের ফজিলত, মর্তবা ও সাওয়াব হাসিল না হলেও নফল নামাযের সওয়াব হবে। তাছাড়া অধিকাংশ সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীন ঘুম হতে উঠে রাতের শেষভাগেই তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।

✍ **গাজী মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ**
কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: অনলাইনের একজন আলেম নামধারী হুজুর (সম্প্রতি) আমাদের প্রিয়নবীর নাম শুনে চুম্বন খাওয়াকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছে এ কাজটা না কি ভেজাল্যা ও ভুল আমল। আসলে সত্যটা কি? এটার পক্ষে প্রমাণসহ উত্তর দিয়ে সরলমনা মুসলমানদের আকিদা-আমল রক্ষা করার নিবেদন রইল।

উত্তর: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নাম মুবারক শুনে পরিপূর্ণ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত সহকারে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়-এর নখে চুম্বন খাওয়া বা চুম্বন করে চোখে লাগানো বরকতময় ও মুস্তাহাব। এ বরকতময় কাজকে অস্বাস্থ্যকর, ভেজাল্যা ইসলাম এবং ভুল কাজ ইত্যাদি বলা মুর্খতা, গোঁড়ামী এবং নবী বিদ্বেষীর নামান্তর। কেননা, আযান, ইকামত এবং ধর্মীয় ওয়াজ নসিহত, বয়ান ইত্যাদিতে প্রিয়নবীর নাম মুবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুম্বন করে আদব ও ভক্তি সহকারে চোখে লাগানো জায়েজ, পূণ্যময় আমল এবং মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিখ্যাত রদ্দুল মোহতার তথা ফতোয়া-ই শামীতে উল্লেখ করেছেন-

يستحبّ ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يارسول الله و عند الثانية منها قرة عينى بك يارسول الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدًا له الى الجنة [رد المحتار كتاب الصلوة - باب الاذان - ج - ا- صفحه - ২৯৩]

অর্থাৎ আযানের প্রথম শাহাদাত তথা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ শুনার সময় সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' আর দ্বিতীয় শাহাদাত শুনার সময় কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' এবং তারপর আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিসসামঈ ওয়াল বাসারি' বলবে এবং নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ চুম্বন করে দু'চোখের উপর লাগাবে। এটা করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি এ আমল করবে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

[রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃ. সালাত অধ্যায়]

হযরত সৈয়দ আহমদ তাহতাভী হানাফী হানাফী মাযহাবের অন্যতম হাদিস ও ফিক্বহ বিশারদ 'তাহতাভী আলা মারাক্বীয়ল ফালাহ্' কিতাবে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফীর উপরোক্ত অভিমত উল্লেখ করত: আরো লিখেছেন-

ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِى الْفِرْدُوْس مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكَرِ الصِّدِّيْق رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ هَذَا وَقَبَّلَ بِبَاطِنِ اِنْمَلَتَى السَّبَّابَتَيْن وَمَسَحَ عَيْنَهُ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ -

অর্থাৎ ইমাম দায়লামী তাঁর মুসনাদে 'ফেরদাউস' হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি যখন মুয়াজ্জিনের اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ শুনলেন তিনিও অনুরূপ বললেন, শাহাদত আঙ্গুলিদ্বয়ের মাথায় চুমা দিলেন এবং নয়নযুগল মসেহ করলেন। এটা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

আমার বন্ধু যেরূপ করেছে সে রূপ যদি কেউ করে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।

সুতরাং বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ অথবা শাহাদত আঙ্গুলির নখ বা মাথায় চুমা দিয়ে উক্ত আমল করা মঙ্গলময় ও উত্তম।

অপর বর্ণনায় আছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِى عَشْرِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ حِذَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَامَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَقَبَّلَ اَبُوْ بَكْرٍ ظَفَرَ اِبْهَامَيْهِ وَوَضَعَهُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَقَالَ قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنَ الْاَذَانِ تَوَجَّهَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ يَا اَبَابَكْرٍ غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল মুহররমের দশ তারিখ মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। মসজিদের স্তম্ভের পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পাশে বসলেন। অতঃপর হযরত বেলাল দাড়িয়ে আজান দিলেন। তিনি যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখে চুমা দেন এবং উভয়টি তার নয়নযুগলে রাখেন এবং বললেন (قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ) অর্থাৎ হে আল্লাহর রসূল! আপনার বরকতে আমার চোখ শীতল হোক। হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন আযান শেষ করলেন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরের দিকে মনোযোগী হন এবং বলেন, হে আবু বকর! তুমি যেরূপ করেছ সেরূপ যদি কেউ করে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ ক্ষমা করবেন।'

মুসনাদে ফেরদাউসে আরো আছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سِمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ فِى الْاَذَانِ اَكُوْنُ اَنَا قَائِدَهُ وَمُدْخِلُهُ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ 'আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আযানের মধ্যে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্ শুনার সময় যে তার উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ চুম্বন করে আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব।'

কেউ কেউ বলেছেন-

اِنَّ هٰذَا الْفِعْلَ مِنَ السُّنَّةِ الْخُلَفَاءِ وَاَنْ يَقُوْلُ عِنْدَ التَّقْبِيْلِ اَللّٰهُمَّ احْفِظْ عَيْنِىْ وَنَوِّرْهُمَا

অর্থাৎ এ কাজটি সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতিনীতি। আঙ্গুল চুম্বনের সময় বলবে, হে আল্লাহ্ আপনি আমার চোখ হেফাজত করুন এবং উভয়টিকে আলোকিত করুন।' এ বর্ণনাসমূহকে সনদ ও বর্ণনাকারীদের বিষয়ে জঈফ বলা হলেও তা আমলের ক্ষেত্রে কবুল ও গ্রহণযোগ্য। যেহেতু জঈফ বর্ণনা দ্বারা মুস্তাহাব হিসেবে আমল করতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন-

وَهُوَ مُجَرَّبٌ كُنْتُ اَمُرُبِه مَنْ كَانَ بِعَيْنِهِ نُوْعٌ غِشَاوَةٍ

অর্থাৎ এটা পরীক্ষিত কাজ, কারো চোখে অসুখ হলে আমি তাকে এ কাজটি করার পরামর্শ দিতাম।'

ইবনে খলকান বলেন-

مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ مِنَ الضُّرِّ
حفظ مِنْ عَيْنِهِ مَا دَامَ حَيًّا

অর্থাৎ যে ওই কাজটি সর্বদা করবে সে চোখের রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে আজীবন।

মোট কথা আযানে উক্ত শাহাদাতের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমা দিয়ে ভক্তি ও আদবসহকারে চোখে লাগানো জায়েয, পূণ্যময় এবং প্রমাণিত সত্য। এ বিষয়ে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগের পূর্বে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

✍ **হাফেজ মাওলানা হুমায়ুন কবির**
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (কামিল) মাদরাসা
চট্টগ্রাম।

❖ **প্রশ্নঃ সুদ বা অবৈধ পন্থায় আয় করা টাকা দিয়ে মসজিদ মাদরাসায় দান করলে ঐ দানের সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা?**

উত্তরঃ সুদ একটি মারাত্মক অপরাধ। যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। ক্বোরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৭৫]

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- يايها الذين امنوا لاتأكلوا الربوا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা সুদ খেয়োনা। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩০]

পবিত্র হাদীসে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন لا صدقة

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

من غلول অর্থাৎ অবৈধ ও খেয়ানতের মাল দ্বারা ছাদকা করা অবৈধ।

আরো এরশাদ করেছেন- الربا سبعون جزءًا ايسرها ان ينكح الرجل امه الحديث.. অর্থাৎ সুদের (পাপের) ৭০টি স্তর রয়েছে যার সর্ব নিম্নতম স্তর হলো স্বীয় মায়ের সাথে যেনা করা (ইবনে মাযাহ- ২২৭৪ ও মিশকাত শরীফ, ২৮২৬ নং হাদিস) সুদি কারবারের বিষয়ে আল্লাহ্ কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। তাই সুদ বা অবৈধ পন্থায় অর্জিত টাকা-পয়সা মসজিদ, মাদরাসা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কাজে প্রদান করা জায়েয নয়। বরং হারাম। সুদ, ঘুষ ও আত্মসাত কৃত টাকা যার থেকে নিয়েছে তার নিকট ফেরৎ দিতে হবে যদি তা সম্ভবপর না হয়, তারপক্ষে গরীব মিসকিনকে দান করে দিতে হবে। কিন্তু সাওয়াবের আশা-প্রত্যাশা করা যাবে না।

[সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্, ও আমার রচিত যুগ জিজ্ঞাসা]

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ফীহি মা ফীহি

মূলঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী

[রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

অনুবাদঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

মওলানা রূমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি জিজ্ঞেস করেনঃ ওই যুবকের নাম কী? কেউ একজন (দরবারি মজলিশে) উত্তর দেনঃ "সাইফুদ্দীন" (ধর্মে/ঈমানের তরবারি)।

মওলানা রূমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেনঃ কেউই একটি তরবারিকে পরীক্ষা করতে পারবেন না যতোক্ষণ তা কোষবদ্ধ অবস্থায় আছে। নিশ্চয় ঈমান বা ধর্মের তরবারি হচ্ছে সেটি, যেটি তরীকা তথা পথকে সুরক্ষা দেয় এবং শক্তিশালী করে, খোদা তাআলার প্রতি আপন সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গ করে, ভুলভ্রান্তি হতে যথার্থতাকে (সবার সামনে) প্রকাশ করে, আর মিথ্যে হতে সত্যকে পৃথক করে থাকে। কিন্তু সর্বপ্রথমে নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে এবং নিজেদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করতে হবে; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমনটি এরশাদ ফরমানঃ "তোমার নিজেকে দিয়েই আরম্ভ করো।"

অতএব, তারা সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা নিজেদের প্রতি আরোপ করেন এ কথা বলে, "নিশ্চয় আমিও তো মানুষ। আমার আছে হাত, পা, কান, চোখ ও মুখ এবং উপলব্ধি ক্ষমতা/সমঝদারি। আম্বিয়া আলায়হিস্ সালাম ও আউলিয়া যাঁরা খোদার আশীর্বাদ অর্জন করেছেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, তারা আমারই মতো যুক্তি-বিবেচনা, জিহ্বা, হাত ও পা-বিশিষ্ট। তাঁদেরকে কেন হেদায়াত তথা পথ দেখানো হয়েছে? তাদের জন্যে যে দরজা খোলা ছিল, তা আমার জন্যে বন্ধ কেন?" এ ধরনের ব্যক্তি রাত-দিন নিজেদের সংশোধন করেন এবং এতে সংগ্রাম করেন এ কথা বলে, "আমি কী করেছি যার দরুন (আল্লাহর কাছে) গৃহীত (মকবুল) হতে পারিনি?" এভাবে তারা নিরন্তর সাধনা করেন যতোক্ষণ না তারা খোদার তরবারি (সাইফুল্লাহ) ও হক তথা (খোদায়ী) সত্যের জিহ্বাতে পরিণত হন।

উদাহরণ স্বরূপ, দশজন মানুষ একটি গৃহে প্রবেশ করতে চান। নয়জন সে পথপ্রাপ্ত হন, কিন্তু একজন বাইরে থেকে যান এবং তাকে প্রবেশের অনুমতিও দেয়া হয় না। নিশ্চয় এই ব্যক্তি আত্ম বিশ্লেষণ ও বিলাপ করেন এই বলে, "আমি কী করেছি যার কারণে তারা আমাকে বাইরে রেখেছেন? আমি কোন্ বদ অভ্যেস ও আচরণের দোষে দুষ্ট?" ওই ব্যক্তি সমস্ত দোষ নিজের প্রতি আরোপ করেন এবং নিজের ত্রুটি ও শিষ্টাচারের অভাব বুঝতে পারেন। মানুষের কখনোই একথা বলা উচিত নয়, "খোদা আমার প্রতি এরকম করেছেন, আমি কী-ই বা করতে পারি? এটি আল্লাহরই ইচ্ছা। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমাকে পথ দেখানো হতো।" এ জাতীয় কথা খোদার প্রতি নাফরমানি এবং তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি বের করারই সামিল। এমতাবস্থায় ওই ধরনের লোক খোদার বিরুদ্ধে তরবারি হবে, খোদার তরবারি হবে না।

আল্লাহ পাক পরিবার, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের বহু উর্ধ্বে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে, "না তাঁর কোনো সন্তান আছে এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন" তোমরা এ কথা বলতে পারবে না যে যাঁরা তাঁর নৈকট্যের রাস্তা পেয়েছেন, তাঁরা তাঁরই অতি নিকটাত্মীয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আরো আপন জন। কেউই আল্লাহতা'লার মুখাপেক্ষিতা ছাড়া তার নিকটবর্তী হননি।

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তোমাদেরই যতো দৈন্য

ভক্তি ও আত্মসমর্পণ ছাড়া খোদা তা'আলার নৈকট্য কখনোই অর্জন করা যায় না। তিনি হচ্ছেন দাতাদের দাতা, সেরা দাতা। তিনি সাগরের বুক মুক্তাপূর্ণ করেছেন, গোলাপের অঙ্গাবরণকে কাঁটা দ্বারা সুশোভিত করেছেন, এক মুঠো ধুলোয় জীবন ও আত্মা মঞ্জুর করেছেন; এসব করেছেন কোনো নজির ও কোনো পছন্দ ছাড়াই। সমগ্র সৃষ্টি-জগৎ তাদের হিস্যা তার কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

যখন মানুষেরা কোনো দাতা ব্যক্তি সম্পর্কে শোনেন, যিনি মূল্যবান উপহার সামগ্রী দান ও সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা এমন একজন সম্পদ

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

দানকারীর দর্শনার্থী হতে চান এই আশায় যে তারাও ওই দান-সদকাহর ভাগিদার হতে পারবেন। যেহেতু খোদা তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহ সারা বিশ্বজগতে এতো সুপ্রসিদ্ধ, সেহেতু তোমরা তাঁর কাছে যাঞ্চা করো না কেন? কেন তোমরা তাঁর কাছে সম্মানের আলখেল্লা কিংবা দামী উপহার চাও না? বরঞ্চ তোমরা অলস বসে আছো আর মুখে বলছো, "তিনি যদি চান তবে আমাকে দেবেন ।" অতঃপর তোমরা আর তার কাছে কখনোই কোনো কিছু প্রার্থনা করো না। যুক্তি-বিবেচনা ও উপলব্ধিবিহীন কোনো কুকুর খিদে পেলে তোমাদের কাছে আসে এবং লেজ নেড়ে জানান দেয়, "আমায় খাবার দিন। আমি আপনার কাছে রাখা খাবার দেখে ক্ষুধার্ত বোধ করছি। অনুগ্রহ করে কিছু খেতে দিন।" একটি কুকুর অতোটুকু জানে । তোমরা কি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট? কুকুর তো তৃপ্ত নয় ছাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে এ কথা বলতে, "তিনি চাইলে কিছু খাবার আমার দিকে ছুঁড়ে দেবেন।'' বরঞ্চ সেটি লেজ নেড়ে যাঞ্চা করে। তোমাদেরও লেজ নেড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত, কেননা এরকম মহানতম দাতার উপস্থিতিতে যাঞ্চা করা এক চমৎকার আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি। তোমরা অভাবগ্রস্ত হলে এমন এক দাতা হতে চাও, যিনি কৃপণ নন এবং যিনি মহা সম্পদের অধিপতি। খোদা তা'আলা সর্বদা তোমাদের সন্নিকটে আছেন। প্রতিটি চিন্তা ও ধারণা যা তোমাদের মস্তিস্কে উদিত হয়, তাতে রয়েছেন খোদা; কেননা ওই ধারণা ও ভাবনার অস্তিত্ব দিয়েছেন তিনি স্বয়ং। অথচ এতো কাছে থাকা সত্ত্বে তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না । এতে এমন আশ্চর্যের কী আছে? তোমরা প্রতিটি কর্ম যে সংঘটন করো, যুক্তি-বিবেচনা তোমাদের পথপ্রদর্শন করে এবং তা তোমাদের কর্মেরও সূত্রপাত করে। কিন্তু তোমরা এই বিচার-বিবেচনা ক্ষমতাকে দেখতে পাও না। তোমরা এর প্রভাব দেখতে পাও, কিন্তু এর সত্তাকে দেখতে পাও না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হাম্মামখানায় (উষ্ণ তাপ বিশিষ্ট গোসলখানায়) গিয়েছেন। ওই গোসলখানার যেখানেই তিনি যান না কেন, তিনি আগুনের তাপ অনুভব করবেন - যদিও আগুনকে সরাসরি দেখতে পাবেন না। গোসলখানা ছেড়ে বের হলেই কেবল তিনি আসল আগুন ও তার শিখা দেখতে পাবেন। এ থেকে সবাই জানতে পারেন যে হাম্মামখানার ওই তাপ আগুন হতে নির্গত হয়। মানুষও এক বিশাল হাম্মামখানার মতো, যার অভ্যন্তরে বসত করে বিচার- বিবেচনা, রূহানী তথা আত্মাগত ও নফসানী তথা একগুঁয়ে ও নিকৃষ্ট আপন (জীব)-সত্তার উত্তাপ। কিন্তু একবার তোমরা এই দুনিয়ার) হাম্মামখানা ত্যাগ করে পরবর্তী জগতে প্রবেশ করলে প্রকৃত সত্তাগুলোকে দেখতে পাবে। তখন-ই তোমরা জানতে পারবে যে বুদ্ধিমত্তা আগমন করে যুক্তি-বিবেচনার প্রভা হতে, ভুল ও মিথ্যে ধারণা/বিশ্বাস এবং ভন্ডামি নিঃসৃত হয় নিকৃষ্ট আপন সত্তা হতে, আর খোদ জীবনের প্রেরণা-ই হচ্ছে রূহ/আত্মার ফলশ্রুতিতে। তোমরা পরবর্তী জগতে এই তিনের সবগুলো সত্তাকেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, কিন্তু যতোক্ষণ তোমরা এই হাম্মামখানায় অবস্থান করবে, ততোক্ষণ এগুলো অদৃশ্যই থেকে যাবে। তোমরা শুধু এগুলোর প্রভাবের অভিজ্ঞতা-ই সঞ্চয় করতে পারবে।

আমরা যখন সামারকান্দ অঞ্চলে ছিলাম, তখন খাওয়ারিযম শাহ ওই রাজ্যে অবরোধ দেন এবং তার সৈন্যবাহিনীসহ আক্রমণ করেন। আমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এমন এক জায়গায় বসবাস করতো এক অতি সুন্দরী যুবতী; সে এতো অপরূপা ছিল যে গোটা শহরে কেউই তার সমকক্ষ ছিল না। আমি তাকে প্রার্থনা করতে শুনি এই বলে, "হে খোদা, আমি জানি আপনি কখনোই আমাকে পাপীদের হাতে তুলে দেয়ার অনুমতি দেবেন না। আমি জানি, আপনি কখনোই সে অনুমতি দেবেন না। আমি আপনার ওপর আস্থা রাখি, হে খোদা ।"

সামারকন্দ শহরটি ধ্বংসসাধনপূর্বক লুঠপাট হলে এর সব অধিবাসী, এমন কী ওই নারীর দাসীরাও বন্দি হয়। কিন্তু তাকে অক্ষত ছেড়ে দেয়া হয়। তার মাত্রাহীন সৌন্দর্য সত্ত্বেও কোনো পুরুষ-ই তার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়নি।

এ থেকে জেনে রেখো, যে কেউ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত হলে সে ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহর উপস্থিতিতে মানুষের কোনো আর্জি- ই কখনো উপেক্ষিত হয় না। অতএব, খোদাতা'লার কাছেই যাঞ্চতা করো, আর তোমাদের যা যা প্রয়োজন তা তার কাছে চাও; কেননা তোমাদের আর্জি বৃথা যাবে না।

"তোমরা আমায় ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবো।'' [সরাসরি অনুবাদ]

কোনো নির্দিষ্ট এক দরবেশ তার ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তার যা কিছু প্রয়োজন হয়, সে যেন "আল্লাহর কাছে যাঞ্চা করে।' অতঃপর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়। একদিন ওই সন্তান একা বাসায় থাকাকালে ক্ষুধার্ত হয়। তার স্বভাব অনুযায়ী সে বলে, "(হে খোদা) আমি

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

কিছু খাবার চাই, খিদে পেয়েছে।" অকস্মাৎ তরি-তরকারির একটি পাত্র আবির্ভূত হয়, আর ওই সন্তান পেট পুরে তা গ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা বাসায় ফিরলে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি খিদে পায়নি?" শিশুটি উত্তর দেয়, "আমি স্রেফ খাবার চেয়েছি এবং খেয়েছি।" তার বাবা তখন বলেন, "আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা । তার প্রতি তোমার বিশ্বাস ও আস্থা অত্যন্ত সুদৃড় হয়েছে!"

হযরত মরিয়ম আলায়হাস্ সালাম জন্মগ্রহণ করলে তার মা ওয়াদা করেন যে তিনি তাকে "খোদার ঘরে' সমর্পণ করবেন এবং তার দেখাশুনা করবেন না। তিনি মরিয়ম আলায়হাস সালাম-কে উপাসনালয়ে রেখে আসেন। পয়গম্বর যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) শিশুটির যত্ন নেয়ার পক্ষে নিজ দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু অন্যরাও তা (দেখাশুনা) করতে চান। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ওই যুগে প্রচলিত (বিরোধ মীমাংসার) একটি রীতি ছিল এই যে, বিরোধে জড়িত প্রত্যেক পক্ষকে পানিতে একখানি কাঠি ছুঁড়তে হতো - যার কাঠি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় জলে ভেসে থাকতো, তিনি-ই জয়ী বলে বিবেচিত হতেন। ঘটনাচক্রে পয়গম্বর যাকারিয়্যা আলায়হিস সালাম -এর ছুঁড়া কাঠি জয়ী হয়। ফলে তারা সবাই একমত হন যে হযরত মরিয়ম আলায়হাস সালামের যত্নের অধিকার তারই কাছে সংরক্ষিত। অতএব, প্রতি দিন পয়গম্বর যাকারিয়্যা আলায়হিস সালাম শিশুটির কাছে খাবার নিয়ে আসতেন, কিন্তু তিনি তার আনা খাবারের হুবহু অনুরূপ খাবার ওই বাচ্চার পাশে দেখতে পেতেন। তাই তিনি তাঁকে বলেন, "ওহে মরিয়ম, আমি তোমার দায়িত্ব নিয়েছি। তাহলে এই খাবার আসছে কোত্থেকে?" হযরত মরিয়ম আলায়হাস সালাম উত্তরে বলেন, "আমি যখন খাবারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করি, আর তিনি তা আমার কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর নেআমত/আশীর্বাদ ও দয়া অসীম । যে কেউ তার ওপর নির্ভর করলে তাদের আস্থা বৃথা যাবে না।"

পয়গম্বর যাকারিয়্যা আলায়হিস সালাম এতদ্দর্শনে খোদার দরবারে আরয করেন, "হে আল্লাহ! যেহেতু আপনি এই শিশুর চাহিদা পূরণ করছেন, সেহেতু অনুগ্রহ করে আমার আর্জিও মঞ্জুর করুন। আমায় এক পুত্র সন্তান দান করুন, যে হবে আপনারই বন্ধু; আমার উৎসাহ প্রদান ছাড়াই যে আপনার সাথে (আপনারই) পথে হাটবে, এবং আপনারই তাবেদারীতে থাকবে নিমগ্ন ।"

(এই দুআর পরিপ্রেক্ষিতে) আল্লাহ পাক পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলায়হিস সালাম-কে (পয়গম্বর যাকারিয়্যার ঔরসে) পয়দা করেন, যদিও তাঁর বাবা ছিলেন ওই সময় বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও দুর্বল, আর তার মা অতিশয় বৃদ্ধা এবং যৌবনকাল হতেই নিঃসন্তান বন্ধ্যা নারী। তথাপিও তিনি অন্তঃসত্তা হয়ে সন্তান জন্ম দেন।

তোমরা কি দেখো না এসব বিষয় আর কিছু নয়, আল্লাহতা'লারই অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটি উপলক্ষ মাত্র? সব কিছুই তার কাছ থেকে আগত এবং তার (চূড়ান্ত) ইচ্ছাই (সর্বদা) পূর্ণ হবে। ঈমানদার ব্যক্তি জানেন এই দেয়ালের পেছনে সেই মহান সত্তা বিরাজমান, যিনি আমাদের জীবনের এক-এক করে সব বিষয়েই অবগত, আর যিনি আমাদের দেখছেন যদিও আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেসব লোক বলে, "না, এটি একটি কাহিনি," তারা (কখনো) বিশ্বাস করতে পারবে না। এমন এক দিন আসবে যখন তারা তাদের ভ্রান্তি বুঝতে পারবে ।

ধরো তুমি 'রবাব' (মধ্যযুগে প্রচলিত তিন তারের ছড়বিশিষ্ট বাজনা) বাজাচ্ছো। এমন কী তুমি যদি কাউকে না-ও দেখতে পাও, কিন্তু জানো যে এই দেয়ালের পেছনে মানুষেরা তা শুনছেন, তাহলে তুমি ওই বাজনা বাজাতেই থাকবে ; কেননা তুমি যে রবাব-বাদক। বস্তুতঃ নামায-দুআ'র উদ্দেশ্য সারা দিনমান স্রেফ কেয়াম (দাড়ানো), রূকু (নত) ও সেজদা (প্রণিপাত) নয়, কেননা (খোদার সাথে) আত্মিক মিলনের ওই মুহূর্তগুলো যা তোমাদের মনকে নামায-দুআ''কালে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা সব সময়ই তোমাদের সাথে থাকা উচিত। নিদ্রাগত কিংবা জাগ্রত অবস্থায়, লেখা বা পড়ার সময়, যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের উচিত নয় আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে অবস্থান করা ।

কথা বলা ও নিশ্চুপ থাকা, খাওয়া ও ঘুমোনো, রাগ ও ক্ষমাশীল হওয়া, এসব গুণ একটি জল-কল তথা জলচক্রের ঘূর্ণনের মতো হওয়া উচিত।

অবশ্যই ওই কল পানির কারণে আবর্তমান, আর সেটি তা জানে, কেননা সেটি পানি ছাড়াও নড়তে চেষ্টা করেছিল। যে কল ধারণা করে যে তার ঘূর্ণনের উৎস সে নিজেই, সে বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার (চূড়ান্ত) প্রতীক। এই

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ঘুরপাক একটি সরু জায়গার মধ্যে সংঘটিত হয়, কেননা এটি এই বস্তগত জগতেরই প্রকৃতি। তাই খোদাতা'লার কাছে তোমরা আরয করো, "হে আল্লাহ, আমাকে এমন একটি (রাস্তার বাক/মোড়) ঘুরতে দিন যেটি আধ্যাত্মিক, কেননা সকল চাহিদা-ই আপনার দ্বারা পূরণ হয়ে থাকে।

এভাবে তোমাদের অভাব ও চাহিদা তার সামনে অবিরত পেশ করতে থাকো, আর কখনোই তাঁর যিকর হতে বিস্মৃত হবে না, যেহেতু আল্লাহর যিকর হচ্ছে আত্মার পাখির শক্তি, পালক ও ডানা ।

আল্লাহ তাআলার যিকরের মাধ্যমে অল্প অল্প করে অন্তঃস্থ হৃদয় আলোকিত হয় এবং বাহ্যিক জগৎ হতেও বিচ্ছিন্ন হয়। কোনো পাখি যেমন আকাশ-চূড়ায় উড়ার চেষ্টা করে, যদিও কখনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে না, তবুও সেটি প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবী হতে সুদূরে উড্ডীন হয় এবং অন্যান্য পাখিকে ছাড়িয়ে উচুতে ওঠে। কিংবা ধরা যাক, কিছু কস্তুরি একটি বয়ামে আছে।

কিন্তু ওই বয়ামের মুখ সরু হওয়ায় ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তোমরা কস্তুরি তুলতে অপারগ। তবুও তোমাদের হাত সুগন্ধে ভরপুর হয় যায় এবং তোমাদের নাক-ও তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ঠিক একই অবস্থা আল্লাহর যিকরের বেলায়ও; যদিও তোমরা এই মুহূর্তে আল্লাহর সত্তা মোবারককে (মানে তার সাধ্য) না পাও, তথাপিও এর ছাপ তোমাদের ওপর পড়ে, আর এরই ফলে তোমরা সেসব মহা ফায়দা লাভ করো যা ওই ছাপের সাথে সংশ্রিষ্ট/সম্পৃক্ত।

লেখক: বিশিষ্ট গবেষক, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মহিলা সাহাবীদের নবীপ্রেম

মুহাম্মদ রিদ্ওয়ান

সাহাবী'র শাব্দিক অর্থ সাথী, সঙ্গী, সহচর, বন্ধু, নিকট সান্নিধ্যে অবস্থানকারী, সাহচর্য প্রাপ্ত। ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী অর্থ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানিত সঙ্গী-সাথীবৃন্দ। অর্থাৎ সে সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ঈমানদার অবস্থায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন।

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহচর্য এমন এক মর্যাদাপূর্ণ সৌভাগ্য যার সমতুল্য কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই। নবী-রাসূলগণের পরেই এঁদের মর্যাদা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সংস্পর্শের ও সাহচর্যের কারণে এরা খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের মর্যাদা লাভ করেছেন।

হাফিয ইবনে আব্দিল বার সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহচর্যে ও সুন্নাত-এ নববীর সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের গৌরব মন্ডিত সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা ওই সব ব্যক্তির জন্যই নির্ধারণ করেছিলেন। এ জন্যই তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' তথা সর্বোত্তম যুগের 'শ্রেষ্ঠতম জাতি' হবার অধিকারী বিবেচিত হন। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মনোনীত দল। তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। ক্বোরআন-হাদীস তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তাঁদের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। দ্বীন- ইসলামের দৃঢ়তা সাধন ও সংহত করণে, ইসলামের প্রাচার-প্রসারে এবং শরীয়তের খিদমত সূত্রে তাঁরা যে তুলনাহীন কুরবানী দিয়েছেন তাঁদের এ ত্যাগ, কষ্ট, উৎসর্গ অবিস্মরণীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবা-এ কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈনের সামাগ্রিকভাবে প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাঁদের মুখমন্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে। [৪৮:২৯]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীরা নক্ষত্ররাজিতুল্য এদের যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়ত প্রাপ্ত হবে। তিনি আরো বলেন, "তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর, কেননা, তাঁরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" হাফিয ইবনে হাজর আবু মুহাম্মদ ইবনে হায্ম আন্দালুসী বলেন, 'সাহাবা-এ কেরাম সকলে অবধারিতভাবেই জান্নাতের অধিকারী হবেন।'

সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের সংখ্যা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এ সংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও এ সংখ্যা যে, লক্ষের কোটা অতিক্রম করেছিলো এ ব্যাপারে সকলে একমত।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, সাহাবীর সংজ্ঞা সম্পর্কে আমার কাছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো যে ঈমানসহকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন তিনিই সাহাবী। এ সংজ্ঞায় ওই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাঁর সাহচর্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে বেশী হোক বা কম হোক, যিনি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক। তাছাড়া কোন বাহ্যিক কারণে যথা অন্ধ হওয়ার কারণে যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি তিনিও।

সাহাবীর এ সংজ্ঞার আলোকে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী নিজ কানে শ্রবণ করা, তাঁর কাজকর্ম নিজ চোখে দেখার এ পরম সৌভাগ্য যাদের অর্জিত তারাই সাহাবায়ে কেরাম। এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সম্পকৃক্ততা আছে। সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা রাসূলের সুন্নাত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি নারী সাহাবীদের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখ্য করার মতো।

পুরুষ সাহাবীর পাশাপাশি মহিলা সাহাবীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বাণী, কর্ম আখলাক ও অভ্যাস সমূহ, চলাফেরা, কথা-বার্তা, পানাহার-উঠাবসা, পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিকতার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন- এদের মধ্যে উম্মাহাতুল মু'মিনীনরা

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

অগ্রগণ্য। তাছাড়া অন্যান্য যে সব মহিলা সাহাবী রাসূলে পাকের এ অনুপম জীবনাদর্শ স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরাও রাসূলে পাকের জীবনাদর্শকে সে দৃষ্টান্ত মূলক ছাঁচে ঢেলে সাজানোর কেবল চেষ্টাই করেননি বরং তার প্রতিটি বাণী কর্মকে পরবর্তীদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে। তাঁরা রাসূলের পবিত্র সত্তার প্রতি কতো অনুরাগী ছিলেন তা তাঁদের জীবনী আলোচনা করলেই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। রাসূলের প্রেম যে, প্রতিটি মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য কতো অপরিহার্য বিষয় তা এসব মহিলা সাহাবীদের জীবনী আলোচনা করলেই জানা যাবে। নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য নবী প্রেম অপরিহার্য। তাই বর্তমানে আমাদের নারী সমাজের অন্তরে নবীপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য কেমন ছিলেন মহিলা সাহাবীদের নবী প্রেম এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস রাখছি।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

মহিলা সাহাবীগণ নবী প্রেমে পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। সব সময় তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সত্তা থেকে বরকত অর্জনের জন্য উম্মুখ থাকতেন। যখন তাদের কোন বাচ্চার জন্ম হতো সবার আগে তাকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট হাজির করতেন। নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, আদর করতেন চুমু খেতেন এবং নিজের পবিত্র মুখে খেজুর চিবিয়ে তার রস বাচ্চার মুখে দিতেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করতেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মহিলা সাহাবীরা মহানবী হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। নিজের স্বামী-সন্তানদের থেকেও মহানবীর ভালবাসা ছিলো তাঁদের অন্তরে বেশী। যেমন- ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক আনসারী রমণীর স্বামী, পিতা ও ভাই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যুদ্ধে সঙ্গী হয়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য তিনি চলে যাচ্ছিলেন রণক্ষেত্রের দিকে। পথে যাকে পেলেন তাকেই জিজ্ঞেস করলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী অবস্থায় রয়েছেন। লোকেরা বললো, তিনি ভালো আছেন, ওই রমণী বললেন, আল হামদুলিল্লাহ্! আমি আমার রাসূলকে ভালবাসি। তিনি এখন কোথায়? আমি তাঁর পবিত্র চেহারা দর্শন করে আশ্বস্ত হতে চাই। যখন তিনি রাসূলে পাকের নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন, আপনি নিরাপদ, সুতরাং সকল বিপদই আমার নিকট তুচ্ছ।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে- উহুদ যুদ্ধের দিন চুতর্দিকে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, শত্রুরা জয় লাভ করেছে এবং বহু সংখ্যক সাহাবী শাহাদতের সুধা পান করেছেন। এ দুঃসংবাদ শুনে মদিনায়ে তৈয়্যেবার অনেকে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে কেউ অগ্রসর হলেন যুদ্ধের ময়দানের দিকে। এক আনসারী রমণীর স্বামী, পুত্র, পিতা ও ভাই শহীদ হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর স্বামী, পুত্র, পিতা ও ভাইয়ের লাশ দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিলো না ওই মহিলা সাহাবীর। তিনি কেবল বার বার বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোথায়? লোকেরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যখন দেখিয়ে দিলেন- (রোরুদ্যমনা শোকাতুরা) দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মুখে। তারপর তাঁর পরিধেয় মুবারক বস্ত্রের এক প্রান্ত স্পর্শ করে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এখন আমার আর স্বজন হারানোর শোক নেই। কারণ আপনি নিরাপদ।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক বিশ্বাসী নারী হিজরত করে রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি স্বামী বিরহে কাতর হয়ে এখানে আসিনি। কেবল স্থান বদলও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি হিজরত করেছি আমার প্রিয়তম রাসূলের জন্য। এক বর্ণনায় এসেছে, এক রমণী হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কাছে এসে বললেন, দয়া করে একটি বার রাওয়া শরীফের দরজা খুলে ছিলেন। রাওযা শরীফ দেখে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন ওই রমনী। একটানা কেঁদেই চললেন তিনি। কান্না থামলে দেখা গেলো। তাঁর পৃথিবীর পিঞ্জর নিঃসাড়। প্রাণ পাখি পালাতক।

একবার রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বাড়িতে বিশ্রাম নিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পবিত্র শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিল। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মা উম্মে সুলায়ম এক খানা শিশিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ঘাম মুবারক জমা করতে থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে উম্মে সুলায়ম! এটা কী করছো? উত্তরে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মা বললেন, আমাদের ব্যবহৃত সুগন্ধির সাথে এটা জমা করে রাখবো। এরপর থেকে আমাদের সুগন্ধ সবচেয়ে বেশী সুঘ্রাণে বিশিষ্ট হয়।

নবীজির স্মৃতি চিহ্নিকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন মহিলা সাহাবীগণ এবং সংরক্ষণ করতেন সযত্নে আদর-মুহাব্বত সহকারে- যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি জুব্বা মুবারক ছিলো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ইন্তিকালের পর হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সে জুব্বা নিয়ে নেন এবং সংরক্ষণ করেন। তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি সে পবিত্র জামা ধুয়ে পানি পান করিয়ে দিলে সে সুস্থ হয়ে যেতো। অন্য বর্ণনায় আছে- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একদা এক ইয়েমেনী জুব্বা বের করে বললেন, এই জুব্বা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরিধান করেছেন। আমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে তা ধুয়ে পান করাতাম। এর বরকতে তারা রোগধমুক্ত হয়ে যেতো।

একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলায়ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে তাশরীফ আনলেন। ঘরে একটি মশক ঝুলছিলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র মুখ লাগিয়ে তা থেকে পানি পান করেন। হযরত উম্মে সুলায়ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সেই অংশ টুকু কেটে মধুর স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে তা রেখে দিয়েছিলেন। এই হাদীসটি মিশকাত শরীফে মহিলা সাহাবী হযরত কাবাশা বিনতে সাবিত মুনযির আনসারিয়ার ব্যাপারেও ঘটেছে বলে উল্লেখ আছে। যাই হোক এসব মহিলা সাহাবী প্রিয় নবীর স্মৃতির ব্যাপারে এতা যত্নশীল ছিলেন যে, মশকের মুখের চামড়াটা যার সাথে হুযূর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওষ্ঠ মোবারক লেগেছিল তা কেটে রেখে দিয়েছিল, যাতে সেটার সাথে যেন অন্য কারো মুখ না লাগে। এটাকে তারা বে-আদবীর শামিলও মনে করেছেন। দেখুন এসব মহিলা সাহাবীদের অন্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি কতো ভক্তি-শ্রদ্ধা আদব ছিলো।

এমন কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, মদীনা শরীফের কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হতেন তখন তারা ওই মহিলা সাহাবীর কাছে আসতেন। তারা তাদের কাছে সংরক্ষিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তাবাররুক যে মশকের মুখে নবীয়ে পাকের ওষ্ঠ মোবারক লেগেছিল ওই চামড়া চুবিয়ে রোগীদেরকে পানি পান করা হতো- রোগীরা তাতে আরোগ্য লাভ করতো। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, যে জিনিষকে আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের মুখ স্পর্শ করে, সেটা শেফা হয়ে যায়। সাহাবীদের এ বিশ্বাস-ভক্তি কিন্তু মনগড়া নয়; পবিত্র ক্বোরআন সম্মত- যেমন হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম'র পবিত্র জামা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম'র দু'চোখের জন্য শেফা হয়ে গিয়েছিলো- যার বর্ণনা স্বয়ং পবিত্র ক্বোরআনেই স্থান পেয়েছে। বুযুর্গদের শরীর মুবারকের সাথে লেগেছে এমন জিনিস থেকে বরকত হাসিল করাকে জায়েয তার প্রমাণ পবিত্র ক্বোরআনেই বিদ্যমান আর এসব মহিলা সাহাবীদের আমলও ক্বোরআন পাকের নির্দেশিত।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কাছে যে, জুব্বা মুবারক ছিলো সেই পবিত্র জামা মুবারক ধুয়ে পানি পান করলে যে কোন অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে উঠতো।

এভাবে আল্লাহর প্রিয় রাসূলের মহিলা সাহাবীরা পবিত্র সব স্মৃতি চিহ্ন যত্নসহকারে ভক্তিভরে সংরক্ষণ করতেন যেমন উম্মুহাতুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একদিন এক সাহাবীকে একটি ইয়েমেনী লুঙ্গি এবং তালিযুক্ত কম্বল দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম আল্লাহর নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রূহ মুবারক এ দুটির মধ্যে কব্জ করা হয়েছে- এ হাদীসের ব্যাখায় মুহাদ্দেসীনে কেরাম বলেছেন, কোন কোন সাহাবী মু'মিন জননী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার দরবারে তাঁর নিকট নিকট সংরক্ষিত, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তাবাররুকগুলো জিয়ারত করার জন্য আসতেন। আর তিনিও তাঁদেরকে সেগুলোর জিয়ারত করাতেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

মোস্তফা হাকিম ফাউন্ডেশনের ৩০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার দান

করোনার ২য় ঢেউ মোকাবিলায় গাউসিয়া কমিটির মানবিক কর্মসূচিতে বিত্তবানদের সহযোগিতার আহবান

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন'র সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মুহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম মোস্তফা হাকিম ফাউন্ডেশন'র পক্ষে গাউসিয়া কমিটিকে ৩০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেন। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন সাহেবের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এ মহৎ কাজে অংশ নেয়ায় সাবেক মেয়র মঞ্জু সাহেব ও মোস্তফা হাকিম ফাউন্ডেশন'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার করোনা রোগী সেবা কর্মসূচিতে সিলিন্ডারগুলো গতি আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকারের একার পক্ষে এ মহামারির ধাক্কা সামলানো সম্ভব নয় হেতু গাউসিয়া কমিটি স্বেচ্ছাসেবী ভুমিকায় বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে এ মহৎ-মানবিক কর্মসূচীতে দেশপ্রেমিক বিত্তবানদের সহযোগিতার আহবান জানান। বহদ্দারহাটস্থ আর.বি. কনভেনশন হলে করোনা রোগী সেবা ও মৃত কাফন-দাফন কর্মসূচি বিষয়ে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র মতবিনিময় সভায় সভাপতির ভাষণে আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার উপরোক্ত আহবান জানান। গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার বলেন, গাউসে জামান তৈয়্যেব শাহ (রহঃ) যে মহান উদ্দেশ্য গাউসিয়া কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই করোনা মহামারীতে তা দৃশ্যমান হচ্ছে বলে উল্লেখ করে সর্বস্তরের জনগণকে গাউসিয়া কমিটির মানবিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও করোনা রোগীসেবা ও মৃত কাফন-দাফন কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়ক এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার বলেন, আমাদের পীর-মুর্শীদগণ ইহ ও পরকালের শান্তি নিশ্চিত করতে তরিকতের মর্মবাণী মোতাবেক সৃষ্টির সেবাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। সে হিসেবে গাউসিয়া কমিটি নিছক দুনিয়াবি কোন স্বার্থে নয় উভয় জাহানে কামিয়াবির জন্যেই জীবন বাজি রেখে করোনা মহামারীতে বিপন্ন মানবতাকে রক্ষার জন্য কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন। করোনা রোগীসেবা ও মৃতের কাফন-দাফন কর্মসূচির সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরের আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব আলম, উত্তর জেলার আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির শেখ সালাহউদ্দিন, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, পাঁচলাইশ থানা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুনির উদ্দিন সোহেল, ডবলমুরিং থানার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইলিয়াস কাদেরী, কর্ণফুলী থানার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইলিয়াস মুন্সি, কোতোয়ালি পূর্ব থানার সভাপতি আলহাজ্ব খায়ের মোহাম্মদ, বায়েজিদ থানার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, কোতোয়ালি পশ্চিম থানার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আবু আলম আব্দুল্লাহ, বাকলিয়া থানার মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, হালিশহর থানার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ প্রমুখ। কাফন-দাফন কর্মসূচির টিম সদস্যদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, এস.এম. মমতাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাহেদুল আলম, সাইফুল করিম বাপ্পা, মুহাম্মদ মহি উদ্দিন প্রমুখ। পরিশেষে, উপস্থিত সকলের মাঝে ইফতার পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় নির্দেশে পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারককে স্বাগত জানিয়ে এবং হুযুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) এর ৯৭১ তম পবিত্র খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে চলমান করোনা পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরীর ১৩ থানায় একযোগে শতাধিক স্পটে দোকানে-দপ্তরে-পরিবহনে এ কর্মসূচী পালিত হয়। সকাল ১০ টা থেকে এ কর্মসূচীতে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চট্টগ্রাম মহানগরীর থানা-ওয়ার্ড-ইউনিট পর্যায়ের সর্বস্তরের কর্মীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচীতে অংশ নেন। নগরীর বহদ্দারহাট মোড়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয়

চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, যুগ্ম মহাসচিব ও করোনা রোগী সেবা ও কাফন-দাফন কর্মসূচীর প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। চান্দগাঁও থানা গাউসিয়া কমিটির সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি মানবিক সেবা কর্মসূচীর সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, মাওলানা মুহাম্মদ মনির উদ্দীন সোহেল, মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী, হাবিবুর রহমান সর্দার, জামাল উদ্দীন সুরুজ, রাশেদুল মোমিন, আবু আলম আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ জাহেদ হোসেন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ আবুল বশর, মুহাম্মদ মোসলিম, মোহাম্মদ ইলিয়াস মুন্সী, আলী নেওয়াজ প্রমুখ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার বলেন, মহামারী করোনাতে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের কর্মীরা জীবনবাজি রেখে মানবতার সেবায় রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। লাশ দাফন-কাফন-সৎকার, ফ্রি অক্সিজেন সাপ্লাই, ফ্রি এ্যাম্বুলেন্সে রোগী লাশ পরিবহন, ভ্রাম্যমাণ কোভিড-১৯ নমুনা সংগ্রহ, অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে সেহেরী ও ইফতার সামগ্রী বিতরণসহ নানা কর্মসূচী পালন করছে। তিনি সর্বস্তরের জনগনকে করোনা মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মুখে মাস্ক পরিধানসহ সচেতনভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। করোনা রোগী সেবা ও কাফন-দাফন কর্মসূচীর প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী দেশব্যাপী দেড় লক্ষাধিক পরিবারকে সেহেরী ও ইফতার সামগ্রী বিতরণের জন্যে এলাকাভিত্তিক গাউসিয়া কমিটির কর্মীদেরকে আহ্বান জানান।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

কর্মহীন হতদরিদ্রদের মাঝে গাউসিয়া কমিটির বিভিন্ন শাখার ইফতার ও সাহারি সামগ্রী বিতরণ

রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রিজার্ভমুখ খানকা শরীফে ইফতার সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙামাটি জেলার আহ্বায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্য হাজ্বী মোহাম্মদ মুছা মাতব্বর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙামাটি জেলা শাখার সদস্য সচিব মোহাম্মদ আবু সৈয়দ, তৈয়বিয়া আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আখতার হোসেন চৌধুরী, গাউছিয়া কমিটির সাবেক সভাপতি আব্দুল হালিম (ভোলা) সওদাগর, আহবায়ক কমিটির সদস্য মাওলানা শফিউল আলম আল ক্বাদেরী, হাজ্বী নাসির উদ্দিন, হাজ্বী আব্দুল করিম খান, হাজ্বী মোঃ জসিম উদ্দিন প্রমূখ।

পর্যায়ক্রমে সব উপজেলায়ও বিতরণ করা হবে। জেলায় দেড় হাজার পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হবে।

চান্দগাঁও আবাসিক শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চান্দগাঁও আবাসিক মডেল ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় মাহে রমজানুল মোবারকের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার-সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান হামিদ শাহ (রহ) মাজার প্রাঙ্গনে কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আবুল মনসুর সিকদার এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সাগরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, উদ্বোধক ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন চান্দগাঁও ৪ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন মানিক, মাওলানা মোহাম্মদ ইমরান হাসান কাদেরী, মুহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ আবদুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় শতাধিক গরীব-দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড বজ্রঘোনা ইউনিট

১৮ নং পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড আওতাধীন বজ্রঘোনা ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় মাহে রমজানের তাৎপর্য আলোচনা ও গরিব-অসহাদের মাঝে সেহেরি-ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হোসাইন খোকনের সভাপতিত্বে সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ আইয়ুব আলীর

সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, প্রধান বক্তা ছিলেন নগর গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ১৮নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, ১৮নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রেজাউল হোসেন জসিমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় শতাধিক গরীব-দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিভিন্ন সেহেরী ও ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ চান্দগাঁও মডেল শাখা

দক্ষিণ চান্দগাঁও মডেল শাখার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারকের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার- সাহরী সামগ্রী বিতরণ সম্প্রতি নগরীর বহদ্দারহাটস্থ আর. বি. কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৩ শতাধিক গরীব-দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার বলেন, চলমান করোনা মহামারীর ক্রান্তিকালে গত বছরের মার্চ মাস থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে করোনায় মৃত কাফন-দাফন- সৎকার, রোগী সেবার জন্যে ফ্রি অক্সিজেন ও এম্বুল্যান্স সার্ভিস, ভ্রাম্যমাণ করোনা সনাক্তকরণ স্যাম্পল কালেকশন বুথসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এতে উদ্বোধক ও প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, করোনা রোগী সেবা ও মৃতদেহ কাফন-দাফন কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। বক্তারা বলেন, গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) দ্বীনের পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে মানবতার যে উম্মেষ ঘটিয়েছিলেন তার চূড়ান্ত রূপ দেয়ার মহান ব্রতে গাউসে জামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র অঙ্গ সংগঠন হিসেবে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। সে কারণেই গাউসিয়া কমিটির কর্মীরা করোনা মহামারীতে বিপন্ন মানবতার সেবায় নিবেদিত থেকে ঈমানী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

দক্ষিণ চান্দগাঁও গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ হাসান খোকন এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তছকির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মনির উদ্দীন সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সর্দার, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন মানিক, মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ, মোহাম্মদ ইলিয়াস মুন্সী, নুর মোহাম্মদ, খায়র মোহাম্মদ, মোহাম্মদ জাহেদ, নুরুল ইসলাম সাগর, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, নুরুল হক মানিক, মোহাম্মদ কামাল, মোহাম্মদ জসিম, মাওলানা ইদ্রিস চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাছের, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান শহীদ, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মামুন, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, মোহাম্মদ আবদুল মালেক, সাইফুল করিম বাপ্পা, মোহাম্মদ মারুফ, মোহাম্মদ শাওন, মোহাম্মদ অপি, সহ বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে তিন শতাধিক পরিবারের মাঝে সেহেরী ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চান্দগাঁও খতিব পাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চান্দগাঁও খতিব পাড়া শাখার ব্যবস্থাপনায় মাহে রমজানুল মোবারকের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার-সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান আব্দুল জলিল ইবাদত খানায় অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আবু বকরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এনামুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, প্রধান বক্তা ছিলেন নগর গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি ছিলেন চান্দগাঁও ৪নং ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন মানিকসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় শতাধিক গরীব-দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ইফতার-সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

পশ্চিম ষোলশহর মোহাম্মদপুর শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাঁচলাইশ থানাধীন ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড আওতাধীন মোহাম্মদপুর শাখার ব্যবস্থাপনায় মাহে রমজানুল মোবারকের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার-সাহরি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান মোহাম্মদপুর স্কুল প্রাঙ্গনে কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মূছা খান এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ অহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন সোহেল, মনির আহমেদ চৌধুরী, এমদাদুল ইসলাম, জাকির আলম, দস্তগীর আলম, ফজলুল করীম, মোহাম্মদ আবুল কালাম, হারুনুর রশীদ চৌধুরী, মনির আহমদ, আবু তৈয়ব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শতাধিক গরীব-দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

রাবেয়া বশর জনকল্যাণ ট্রাস্ট'র উদ্যোগে ৫ শতাধিক অসহায় পথশিশু এবং পথচারীদের মাঝে ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন রাবেয়া বশর জনকল্যাণ ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, মোহাম্মদ হামিদ, মোহাম্মদ এহতেশাম রেজা সাকিব, মোহাম্মদ আহমদ রেজা আকিব, মোহাম্মদ তাওসিফ রেজা রাকিব, মোহাম্মদ মোস্তফা রেজা জাওয়াদ, এম. জে. মামুন, মোহাম্মদ দেলোয়ার, মোহাম্মদ সিরাজ প্রমুখ।

পটিয়া চরকানাই ৫নং ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া হাবিলাসদ্বীপ চরকানাই ৫নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে এম.এন গ্রুপের সহযোগিতায় গত ২৩ এপ্রিল শুক্রবার পটিয়া চরকানাই আলহাজ্ব জেবল হোসেন চৌধুরী জামে মসজিদ চত্বর দররবারে শাহ্ আজিজিয়া প্রাঙ্গণে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ২১২টি পরিবারের মাঝে ইফতার ও সেহেরী সামগ্রী বিতরণ করা হয়। শাখার সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন এম.এন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ নুর ছোবহান চৌধুরী, গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ হারুন রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলী আবছার, সাংগঠনিক সম্পাদক এস.এম নজরুল ইসলাম, কাজী মুহাম্মদ আলমগীর, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, প্রচার সম্পাদক শফিউল আজম বাদশা, প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুর রহিম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহাজাদা ইদ্রিস চৌধুরী সেলিম, এম.এন গ্রুপের পরিচালক মুহাম্মদ নুর আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ নুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

লতিফপুর ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী লতিফপুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ১ মে, আকবরশাহ্ থানার আওতাধীন লতিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হল রুমে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রীও উপহার বিতরণ করা হয়। লতিফপুর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া কোম্পানীর সভাপত্বিত্বে দিন ব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব খ.ম নজরুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ রুকন উদ্দিন ইরফান। আরও উপস্থিত ছিলেন আ.ফ.ম মঈনউদ্দিন, কাজী তৌহিদ আজম সাজ্জাদ, ইব্রাহিম শাকিল, মোহাম্মদ মাসুম, মোহাম্মদ হোসেন, মাওলানা দিদারুল আলম কাদেরী।

পশ্চিম পটিয়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া ৮নং কাশিয়াইশ ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে গত ১ মে ১৩টি ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০ কর্মহীন হত দরিদ্র, দুস্থ পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি, পশ্চিম পটিয়া শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ছগির চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কাশিয়াইশ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুর উদ্দিন, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ গোলাম নবী, সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুর আলম সহ এলাকার গন্যমান্য বক্তিবর্গ।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjumanganjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

কাজিরগলি ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৩৯ নং ওয়ার্ড আওতাধীন কাজির গলি ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় এলাকার অসহায়, দুস্থ, গরিব প্রায় ৪৫ পরিবারের মাঝে সেহেরি ও ইফতার সামগ্রী বিতরন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাজির গলি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সোহাইল উদ্দিন আনসারী, সমাজ সেবক হাজী ফরিদুল আলম সহ অত্র ইউনিট শাখার নেতৃবৃন্দ।

আশিয়া ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলাধীন আশিয়া ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক করোনাকালীন সময়ে গত ১ রশাদপুর হযরত শাহ্ আমানত (রহ:) সুন্নীয়া মাদ্রাসায় প্রায় দুইশত পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ সওদাগরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ (কমিশনার)। প্রধান আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবীবুল্লা (মাষ্টার)। উদ্বোধক ছিলেন ইউ, পি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম,এ হাশেম। বিশেষ মেহমান ছিলেন পটিয়া উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম (এম,কম), সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (শামীম), সিনিয়র সহ সভাপতি ডা: আবু সৈয়দ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জাকির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ফৌজুল আকবর চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল মান্নান আল-কাদেরী, মদীনা মোনাওয়ারা শাখার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী, উপজেলা সদস্য মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, ইউনিয়ন দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা হারুনুর রশীদ, হাজী আকবর হোসেন, মাওলানা আরমান, মুহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ সোহেল, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ওবাইদুল হক, হাফেজ ফরহাদ, হাফেজ বোরহান সহ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানের সাংগঠনিক সফর

গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার) এবং যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার গত ৯ মার্চ হতে ১৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফর করেন। নিম্নোক্ত জেলাসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচিতে তারা অংশ গ্রহণ করেন।

চাঁদপুর জেলা : চাঁদপুর জেলাধীন খলিশাঢোলাস্থ মাদরাসা-এ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মিলনায়তনে গত ৯ মার্চ এক মতবিনিময় সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন ঢাকা আনজুমানের জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার), প্রধান বক্তা ছিলেন যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল, আলোচক ছিলেন দাওয়াতে খায়র কেন্দ্রীয় মুয়াল্লিম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আলকাদেরী।

দাওয়াতে খায়র কর্মশালার অংশগ্রহণ শেষে বাদ মাগরিব কুমিল্লা জাগরজুলিতে মাদরাসার জায়গায় মাটি ভরাট কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

টাঙ্গাইল : গত ১০ মার্চ সকাল ১১ টা টাঙ্গাইল জেলা গাউসিয়া কমিটি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। এতে কমিটি নবায়ন বিষয়ে আলোচনা করেন। কমিটি নবায়নের জন্য অধ্যক্ষ আবদুল হাই, প্রফেসর ড. হুমায়ুন ও আবদুল মান্নানকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বগুড়া: গত ১১ মার্চ বগুড়া জেলা গাউসিয়া কমিটির এক সভা বাদে জোহর বগুড়া দুপচাঁচিয়া খাদিজা বেগম মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এতে বক্তব্য রাখেন। বাদ এশা তিস্তায় পবিত্র মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহফিল এবং দাওয়াতে খায়র মাহফিলে বক্তব্য রাখেন।

লালমনিরহাট

গত ১২ মার্চ সকাল ১০টায় কাদেরিয়া তাহেরিয়া গোলাম বিন আব্বাস সুন্নিয়া মদ্রাসার সভা, বাদ এশা মেরাজ মাহফিলে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার এবং এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার।

রংপুর জেলা

গত ১৩ মার্চ সকাল ১০টায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেলা কমিটি নেতৃবৃন্দের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে মতবিনিময় করেন। জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ খোকন, আবদুল মান্নান শরীফ ও মাদরাসা কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তহশিলদার পাড়ায় গাউসিয়া সুন্নিয়া জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন এবং মহিলা গাউসিয়া কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন। ডিমলা উপজেলা গাউসিয়া কমিটির প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় করেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দপুর উপজেলা

গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মদ্রাসা সংলগ্ন তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সৈয়দপুর উপজেলা গাউসিয়া কমিটি গঠন হয়।

দিনাজপুর

গাউসিয়া কমিটি দিনাজপুর শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরী।

ঠাকুরগাঁও জেলা

গাউসিয়া কমিটি ঠাকুরগাঁও শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলহাজ্ব আজিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়।

পঞ্চগড় জেলা

গত ১৪ মার্চ ১১টায় স্থানীয় দেওয়ানহাট হাই স্কুল হল রুমে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এতে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার এবং এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। বিকেল ৩টায় বসুনিয়া পাড়ায় একটি হিফজখানা পরিদর্শন করেন। বিকেল ৪টায় বড় কামাতা এলাকায় মাদরাসার জন্য জায়গা পরিদর্শন করেন এবং এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন। এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তেঁতুলিয়া সদরে, উপজেলা অডিটোরিয়ামে বাদ মাগরিব গাউসিয়া কমিটি মতবিনিময় সভায় উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। ১৫ মার্চ সকাল ৯ টা সৈয়দপুর খানকাহ্ শরিফ পরিদর্শন শেষে রংপুর রওনা হয়। সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ৪ টি মাদ্রাসা পরিদর্শন করা হয়। প্রথমে শেখ পাড়া তাহেরিয়া আফতাবিয়া, এরপর মিঠাপুকুর, এরপর জিয়াতপুকুর এবং সর্বশেষ রাজু খাঁ মদ্রাসা পরিদর্শন সমাপ্ত হয়। মাগরিবের পর রংপুর মহানগর গাউসিয়া কমিটির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াজেদ আলী দুলুকে সভাপতি এবং আলী আকবর বাদলকে সেক্রেটারী করে কমিটি নবায়ন শেষে গোবিন্দগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ১৬ মার্চ সকালে গোবিন্দগঞ্জ সদর উপজেলার সাথে মতবিনিময় করেন, আনজুমানকে দানের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন করে সাড়ে ৯ টায় শাহজাদপুর রওনা হন।

দক্ষিণ চান্দগাঁও ইউনিট শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দক্ষিণ চান্দগাঁও ইউনিট শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ১৯ মার্চ বাদামতল খাজা রোডস্থ চট্টগ্রাম রাবেয়া বশর ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাদে জুমা হতে খতমে গাউসিয়া শরীফের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়া কর্মসূচী নিয়ে বাদে আসর বৃক্ষরোপন এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন ৪নং চান্দগাঁও ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর মোহাম্মদ এসরারুল হক। দক্ষিণ চান্দগাঁও ইউনিট শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল হক বীর প্রতীক এর সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী খোকন এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, প্রধান বক্তা ছিলেন আনজুমান- এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর কেবিনেট মেম্বার এবং চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তছকির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মনির উদ্দীন সোহেল, চান্দগাঁও থানা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শামসুল আলম মুন্সি, ৪নং চান্দগাঁও ওয়ার্ড সেক্রেটারী

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন মানিক, ডা. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর সিকদার, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, নুর মোহাম্মদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাছের, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

লতিফপুর শাখার মোয়াল্লিম প্রশিক্ষণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ডে ২দিন ব্যাপী মোয়াল্লিম প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইকরা কোর্চি হোমের হল রুমে মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া কোম্পানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মোয়াল্লেম প্রশিক্ষক ছিলেন ড. সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব খ.ম নজরুল হুদা ও স.ম জাকারিয়া। ২য় দিবসে প্রশিক্ষক ছিলেন মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী। সমাপনী দিনে কিছু ধর্মীয় বই প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ভাটিখাইন ইউনিয়ন শাখার ফ্রি খতনা ও চিকিৎসা ক্যাম্প সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার ভাটিখাইন ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় মুর্শিদে বরহক আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহ. ওরস মোবারক উপলক্ষে দাওয়াতে খায়র মাহফিল, ফ্রি খতনা ও চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন করেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব কমরুদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, পটিয়া উপজেলার সভাপতি মাহবুবুল আলম (এম.কম.) সিনিয়র সহ সভাপতি ডা. আবু সৈয়দ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা সৈয়দ হাসান আযহারী। দাওয়াতে খায়র পরিচালনা করেন মাওলানা এনামুল হক সাকিব, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ ইরফানুল হক, হাফেজ রশিদ উল্লাহ্ ও মুহাম্মদ আসমাউল হক। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব জাফর আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, মাহবুবুল আলম (এমকম.) শহিদুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, জাকির হোসেন মেম্বার, আলহাজ্ব সাইফুল ইসলাম, নুরুল আবছার। সভাপতিত্ব করেন ভাটিখাইন ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ রফিক সওদাগর। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ২৫ জন শিশুকে ফ্রি খতনা ও ২০০ জন বিভিন্ন বয়সী চক্ষু রোগীকে ফ্রি-চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়।

হাটহাজারী পূর্ব থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানা ও খানকা-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সের যৌথ উদ্যোগে মাসিক গেয়ারভী শরীফ ও ইফতার মাহফিল ২৪ এপ্রিল গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী (পূর্ব) থানার সভাপতি গাজী মুহাম্মদ লোকমানের সভাপতিত্বে খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী। তিনি দাওয়াতে খায়র কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়া, আলহাজ্ব ইকবাল হোসেন, সেকান্দর হোসেন মাস্টার, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, নাছির উদ্দিন মোস্তফা, মাওলানা শাহজাহান, মুহাম্মদ আবছার, মাস্টার এনামুল হক, লোকমান সওদাগর, সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ, আরশাদ চৌধুরী, মুহাম্মদ জামশেদ, মাওলানা মফিজুল ইসলাম আলকাদেরী, মাওলানা লিয়াকত আলী খান, মুহাম্মদ সোলায়মান, মুহাম্মদ আজাদুর রহমান, মুহাম্মদ রায়হান উদ্দিন, মাওলানা আরিফ সোবহান, হাফেজ মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা জাহেদ, মাওলানা জুবায়ের, মুহাম্মদ শরীফ, হাফেজ আবদুল করিম এবং মুহাম্মদ তারেক।

কচুয়াই ফারুকী পাড়া শাখার ইয়াউমে বদর স্মরণে মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে ফারুকীপাড়া শাখার ব্যবস্থাপনায় ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদে গত ১৭ রমযান কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ গোলাম মাওলা ফারুকীর সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক বদর দিবস উদযাপন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার মুফাসসির আল্লামা মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী। প্রধান অতিথি ছিলেন পটিয়া উপজেলা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

কচুয়াই ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মসজিদ কমিটির আহবায়ক এডভোকেট রেফায়াত হাসান ফারুকী (জসিম)। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আবু জাফর ফারুকী, মনির আহমদ ফারুকী, মুহাম্মদ মঈনুল হোসেন ফারুকী (সোহেল), ইউনিয়ন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আরফাতুর রহমান (রুবেল), ১নং ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ ইমরান ফারুকী, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক ফারুকী, মুহাম্মদ শাকিল হোসেন ফারুকী, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুকী, মোহাম্মদ মহিদুল আলম ফারুকী, মুহাম্মদ এরশাদ ফারুকী, মোহাম্মদ জোবায়েদ উল্লাহ ফারুকী, গাউসিয়া কমিটি ৬নং ওয়ার্ড সেক্রেটারী কাউসার হোসেন জাফর, মুহাম্মদ আইয়ুব ফারুকী, মুহাম্মদ আসিফ ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মুহাম্মদ তানভীর ফারুকী, মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল ইসলাম ফারুকী (রিমু), মুহাম্মদ আলাউদ্দিন ফারুকী, মুহাম্মদ জাওয়াদুল ইসলাম ফারুকী, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন ফারুকী প্রমুখ।

দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার মতবিনিময় সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে মতবিনিময় সভা গত ১০ এপ্রিল শনিবার বাদ এশা সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক কাজী আবদুল হাফেজের সঞ্চালনায় নছরউল্লাহ জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মুহাম্মদ মনিরুল মিজান, মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, কাজী মুহাম্মদ রবিউল হোসেন রানা, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ কামাল পাশা, হাফেজ মাওলানা এমরানুল হক নোমান, মুহাম্মদ আসিফুল আলম, মুহাম্মদ তারেক, মুহাম্মদ আরফাতুল ইসলাম, মুহাম্মদ ওয়াহিদ, মুহাম্মদ রিয়াদ, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, মুহাম্মদ তুষার, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম প্রমুখ। বক্তারা আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানে যাকাত-ফিতরা আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিচালিত মাদরাসার মিসকিন ফান্ডে দান করার জন্য সকল পীর ভাইদের অনুরোধ জানান।

পাহাড়তলী থানা শাখার মাসিক সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে খতমে গাউসিয়া শরিফ ও মাসিক সভা গত ৮ সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদা'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, নুরুল ইসলাম সওদাগর, হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম, কাজী রবিউল হোসেন রানা, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, আ.ফ.ম মঈন উদ্দীন, নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ ফজল হক ফারুক, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান আজিজ, মুহাম্মদ নুরুল আবছার, মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানের যাকাত-ফিতরা আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিচালিত মাদরাসায় দান করার জন্য সকল পীর ভাইদের অনুরোধ জানান।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে খতমে গাউসিয়া শরীফ ও মাসিক সভা গত ১৯ এপ্রিল মাহমুদ খান জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসলিম মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাইমুল হাসান তানবীর, কৈবল্যধাম ইউনিটের সহ সভাপতি মোহাম্মদ নুরন্নবী জিহাদী, ইসতিয়াক, ইয়াকীন, নাফিজ প্রমুখ। খতমে গাউসিয়া শরীফে মোনাজাত পরিচালনা করেন গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত সুপার ও মাহমুদ খান জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মওলানা আবদুল হালিম।

আনোয়ারা ছৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া ছাবেরীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা

আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া ছাবেরীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা মিলনায়তনে বদর দিবসের তাৎপর্য ও মাসিক খতমে গাউছিয়া শরীফ আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে ও মাদরাসার পরিচালক মাওলানা কাজী শাকের আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলার সাবেক সভাপতি ও মাদরাসা

www.anjumantrust.org Email:tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org Email:monthlytarjuman@gmail.com

পরিচালনা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান আলকাদেরী অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নুর মোহাম্মদ আনোয়ারী, এস এম আবদুল হালিম, ব্যাংকার মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন সিদ্দিকী, মাষ্টার মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আনচার, ব্যাংকার মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন,ব্যাংকার মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামশুল আলম, এস আই মুহাম্মদ এনায়েত, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মাওলানা মুহাম্মদ কলিম উল্লাহ, মাওলানা শফিক আহমদ, হাফেজ মুহাম্মদ মিজান প্রমুখ।

শোক সংবাদ

আল্লামা সোলাইমান আনসারীর পিতা আবদুল মোনাফের ইন্তেকাল

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারীর পিতা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মোনাফ (৯৭) গত ২৬ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি---- রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার হাটহাজারী নাঙ্গলমোড়া জামাল গোমস্তার বাড়ী জামে মসজিদ মাঠে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় পীর মশায়েখ, অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। মরহুমের ইন্তেকালে আন্‌জুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহাজাদ ইবনে দিদার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনদ্দীন আশরাফী, মহাসচিব আল্লামা সৈয়দ মসিহুদ্দৌলা, নির্বাহী মহাসচিব আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিউর রহমান আলকাদেরী ও মাদরাসার শিক্ষকমন্ডলী গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

জামেয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম'র ছোট ভাই মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (লক্ষু) এর ইন্তেকাল

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম'র ছোট ভাই জামালখান নিবাসী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (লক্ষু) গত ৩০ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। তিনি স্ত্রী, ৩ মেয়ে, ১ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। নামাজে জানাযা শেষে মরহুমকে হযরত মিসকিন শাহ (রহঃ) মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়ার অধ্যক্ষ মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান। মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

আলহাজ্ব আহমদুল হকের ইন্তেকাল

পটিয়া ১৬নং কচুয়াই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আহমদুল হক (৭৭) গত ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে বলুয়ারদিঘি খানকা সংলগ্ন নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। বৃহস্পতিবার রাত ১২ টায় বলুয়ারদিঘি খানকায় ১ম জানাজা এবং শুক্রবার বাদে জুমা কচুয়াই নিজ বাড়ি সংলগ্ন জামে মসজিদে ২য় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুম আহমদুল হকের ইন্তেকালে আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার ও

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার গভীর শোক প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।
উল্লেখ্য তিনি মুর্শেদে বরহক আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (রহ.)'র প্রধান খলিফা আলহাজ্ব নুর মুহাম্মদ আলকাদেরীর জামাতা।

দোয়া মাহফিল: গত ৩ এপ্রিল বলুয়ারদিঘীপাড়স্থ খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যেবিয়ায় আমিরুল মো'মেনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন এবং মরহুম আহমদুল হক চেয়ারম্যানের স্মরণসভা ফাতেহা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারি হাবীব উল্লাহ মাস্টার, উত্তর জেলা সহ সাধারণ সম্পাদক গাজী মুহাম্মদ লোকমান, আলহাজ্ব মঈন উদ্দীন ফারুক, খানকা শরীফের মোতাওয়াল্লি নেয়াজ আহমদ দুলাল, শাব্বির আহমদ, নূর আহমদ পিন্টু, আলহাজ্ব ছাবের আহমদ, হাফেজ আবুল হোসাইন, শায়ের মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ।
মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মরহুমের বড় সন্তান মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। বক্তারা বলেন মরহুম আহমদুল হক একজন নিরহংকারী এবং তরিকতের নিরব সেবক ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক এর ইন্তেকাল

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ দুবাই শাখার প্রধান উপদেষ্টা, আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক (৬৭) লন্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না..রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৩ মেয়ে নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মিয় স্বজন রেখে যান। ১৯ এপ্রিল সোমবার লন্ডনে নামাজে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি দুবাই শাখার সভাপতি মাওলানা ফজলুল কবির চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ-দৌলা চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সভাপতি কমর উদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, আনোয়ারা উপজেলা সভাপতি হাসানুর রশিদ রিপন, সাধারণ সম্পাদক মনির আহমদ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মরহুম চট্টগ্রাম আনোয়ারা উপজেলার গুনদীপ গ্রামের সন্তান ছিলেন।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল : আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু ছিদ্দিকের স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকা শরীফে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহা-পরিচালক আলহাজ্ব আল্লামা এম.এ মন্নান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈন উদ্দিন আশরাফী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিউর রহমান আলকাদেরী, শায়খুল হাদিস আল্লামা সোলাইমনা আনসারী, প্রধান ফকিহ্ আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, ছোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি হারুনুর রশিদ, মাওলানা আবুল হাসেম শাহ, মাওলানা আনিসুজ্জামান আলকাদেরী, দুবাই গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, হাফেজ এয়াকুব, হাফেজ সেকান্দর, মাওলানা ওসমান জামি, মাওলানা দিদার, সাহাব উদ্দিন, হাফেজ জয়নাল, মোহাম্মদ নাজিম প্রমুখ।

আলাউদ্দিন আহমদ

আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট ঢাকা শাখার সাবেক সেক্রেটারি আলহাজ্ব আলাউদ্দিন আহমদ (৮২) ঢাকার সেন্ট্রাল হসপিটালে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ২ মেয়ে নাতি -নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের নামাজে জানাযা গত ৮ এপ্রিল ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে ঢাকা আনজুমান ট্রাস্টের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক। কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আলিম রেজভী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক। গাউসিয়া কমিটি ঢাকা মহানগরীর সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল মালেক বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসাইন শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.anjumantrust.org E-mail:tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail:monthlytarjuman@gmail.com

মুহাম্মদ ইসহাক

গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী পৌরসভা শায়েস্তা খাঁ ইউনিট শাখার প্রচার সম্পাদক ইসতিয়াক শাহনেওয়াজ আসিফ এর পিতা হাটহাজারী বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি লায়ন মুহাম্মদ ইসহাক (৫৫) গত ৫ এপ্রিল নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের ইন্তেকালে হাটহাজারী বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলী আজম, গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী পৌরসভার সভাপতি সৈয়দ আহমদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মাবুদ আয়ুব, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির উদ্দিন রুবেল শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjumananjumantrust.org

মোহাম্মদ আলী কোম্পানী

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ৩৯ নং ওয়ার্ড সহ প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন এর পিতা মোহাম্মদ আলী কোম্পানী গত ৯ রমজান ইন্তেকাল করেন। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মাওলানা ইউনুছ তৈয়বী, সেক্রেটারি এনামুল হক গভরি শোখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

আবদুর রহমান মাস্টার

পটিয়া মোহছেনা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবীন শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুর রহমান মাস্টার (৮৩) ১৬ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতী নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। তাকে গোসল,কাফন, দাফন সূচারুরূপে সম্পন্ন করেন গাউসিয়া কমিটি ডবলমুরিং থানা মানবিক টিম, সহযোগিতায় ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পটিয়া পৌরসভার স্বেচ্ছাসেবক টিম। মরহুমের ইন্তেকাল গাউসিয়া কমিটি পটিয়া পৌরসভার সভাপতি কাজী আবু মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাস্টার এম.এ. কাশেম ফারুকী

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক এবতেদায়ী শিক্ষক মাস্টার এম.এ. কাশেম ফারুকী (৬৫) গত ১৪ এপ্রিল, নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ২ মেয়ে সহ অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদে আছর ষোলশহর জামেয়া মাদ্রাসা ময়দানে মরহুমের নামাজের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিউর রহমান আল কাদেরী, সিনিয়র আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা এ.এ.এম জোবাইর রজভী, করোনা রোগীর সেবা কাপন- দাফন কর্মসূচীর প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি পাঁচলাইশ থানা শাখার নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ইসলাম সিকদার

গাউসিয়া কমিটি ফটিকছড়ি সুয়াবিল ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি বারমাসিয়া তালুকদার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সিকদারের পিতা আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসলাম সিকদার (৯৫) গত ২৬ এপ্রিল নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ৫ মেয়ে নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য আত্বিয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের ইন্তেকালে বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস.এম দিদারুল আলম চৌধুরী, গাউসিয়া কমিটি সুয়াবিল ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হাফেজ সৈয়দ আব্দুল লতিফ চাটগামী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ এজাহার শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

খায়রুল বাশার মাস্টার

বোয়ালখালী উপজেলার আহলা শেখ চৌধুরী পাড়াস্থ ধলঘাট স্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজি শিক্ষক খায়রুল বাশার মাস্টার চৌধুরী গত ২৪ এপ্রিল নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তার নামাজে জানাযা আহলা শেখ চৌধুরী পাড়া করিম বক্স গুলশান আরা জামে মসজিদ ময়দানে বাদে আছর অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইনতিকালে আহলা দরবার শরীফের শাহযাদা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ গেয়াস উদ্দিন এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।